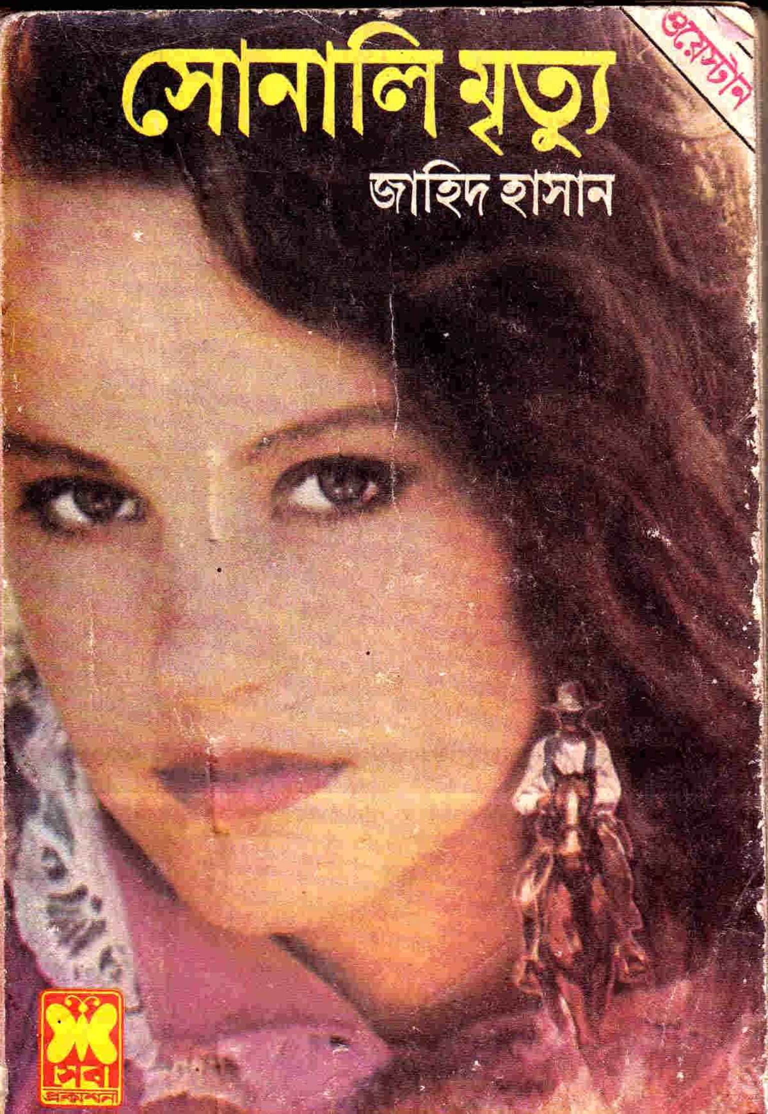
ওয়েস্টার্ন

সোনালি মৃত্যু

জাহিদ হাসান



সেবা প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।
॥ লেখক ॥

এক

'খুন করতে পারলে এক হাজার ডলার, জ্যান্ত ধরে আনতে পারলে দুই হাজার। খরচ আলাদা।'

'জ্যান্ত ?' শব্দ করে হাসলো গানথার। ভাড়াটে খুনী সে। 'যে-রকম বর্ণনা শুনলাম তাতে আদৌ সম্ভব কিনা কাজটা সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার।'

'সে তুমি জানো।' চেয়ারে হেলান দিলো বার্কার। আর্তনাদ করে উঠলো চেয়ারটা।

ভারী শরীর বার্কারের, চর্বিতে ঠাসা। থলথলে মুখ। চিবুকে গোটা কয়েক ভাঁজ। দেখেই বোঝা যায়, সারাক্ষণ চুর হয়ে আছে মদে। কুতকুতে চোখ দু'টো সারাক্ষণ অস্থির।

আবার সোজা হলো বার্কার। আগের চেয়ে জোরে চিৎকার করে উঠলো চেয়ারটা। 'আমি জানতে চাই, ওই ব্যাটা ম্যাক্স ওয়াইল্ডার মরেছে,' বললো বার্কার, 'কাজটা নিজের হাতে সারতে পারলে সবচেয়ে খুশি হতাম। সেজন্যেই জ্যান্ত ধরে আনলে বোনাস এক হাজার ডলার।'

'বেশ। কাজে লাগাও ওদের। টাকার দরকার হলে তার ক'রে জানাবে। আপাতত কিছু রাখো।' ড্রয়ার খুলে একগোছা নোট বের করলো বার্কার। দশটা দশ ডলারের নোট আলাদা করে বাকিগুলো রেখে দিলো ড্রয়ারে। নোটগুলো এগিয়ে দিলো গানথারের দিকে। 'রওনা হচ্ছো কখন?'

'আজকেই।'

সম্মতি সূচক মাথা নেড়ে হুইস্কির বোতল টেনে নিলো বার্কার। বেরিয়ে পড়লো গানথার।

ফেরার পথে রেলস্টেশন থেকে সান্টা ফে-র টিকেট কিনলো সে। ওখান থেকে টুমস্টোন পর্যন্ত ঘোড়ায় চেপে যাবে।

জিন আর রাইফেল রেখে ঘোড়াটা বিক্রি করে দিলো গানথার। নোটগুলো গুঁজে রাখলো বেল্টের ভেতরে।

কাজ সেরে সোজা নিজের রুমে ফিরলো সে। গোটা কয়েক জামাকাপড় ব্যাগে ভরে নেমে এলো নিচে। বারে বসে খাবার আর হুইস্কির অর্ডার দিলো। খাওয়া শেষ করে বিল চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। মন্থর পায়ে এগোলো রেল স্টেশনের দিকে।

কানসাস সিটি হয়ে টোপেকা, তারপর আরকানস' রিভার ব্রাঞ্চ ধরে ডজ সিটি। সেখান থেকে পশ্চিমে এগিয়ে ত্রিনিদাদ, ত্রিনিদাদ থেকে দক্ষিণে বেঁকে নিউ মেক্সিকো। সান্টা ফে-তে পৌঁছে ট্রেন থেকে নামলো গানথার। শহরে ঢুকে খুঁজে পেতে পছন্দসই ঘোড়া কিনলো একটা। সাথে সপ্তাহ খানেকের উপযোগী খাবার আর

ওয়াটার বটল ভর্তি পানি।

রিও গ্রান্ডি ট্রেইল ধরে ওল্ড মেক্সিকো বর্ডার পার হলো গানথার। সেখান থেকে নাক বরাবর পশ্চিমে এগোলো। পথে বার-কয়েক থামলো ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে।

টুমস্টোনে পৌঁছেই খোঁজখবর নিতে শুরু করলো সে। শুধু এটুকু জানা গেল, ছ'মাস আগেও এখানে ছিলো ম্যাক্স। কিন্তু এখান থেকে কোথায় গিয়েছে তার কোনো হদিশ দিতে পারলো না কেউ।

ম্যাক্সের খোঁজে টুমস্টোনের আশেপাশে ঘুরে পুরো পাঁচটা দিন ব্যয় করলো গানথার। জানা গেল দক্ষিণে গেছে ম্যাক্স। যাবার আগে ঘোড়া কিনেছে। ঘোড়াটা রোয়ান স্ট্যালিয়ন অথবা গেল্ডিং। যাবার পথে পড়ে এমন একটা র‍্যাঞ্চে একরাত কাটিয়েছে। সাথে রসদের পরিমাণ দেখে র‍্যাঞ্চের লোকজন আন্দাজ করেছে, পাহাড় পেরোতে যাচ্ছে সে।

'এর মানে, মেক্সিকো,' মনে মনে ভাবলো গানথার। ট্রেইলটার দিকে তাকিয়ে কপালে ভাঁজ পড়লো কয়েকটা। সরু ট্রেইল, খাড়া পাহাড় বেয়ে ফিতের মতো উঠে গেছে ওপরে।

ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিলো গানথার। ফিরে এলো শহরে।

পরদিন অন্ধকার থাকতেই রওনা হলো সে। সাথে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার আর পানি।

টুমস্টোন ছাড়ার পর ন'দিনের মাথায় আশার আলো দেখতে পেলো গানথার। দূরে, ট্রেইলের পাশে কালো মতো কি যেন একটা পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত ঘোড়া ছোটালো সেদিকে।

বাঁ পাশে আকাশ ছোঁয়া পর্বতমালা। ওয়েস্টার্ন রিজের উত্তরে পড়ে আছে ঘোড়াটা। বাতাসে পচা মাংসের দুর্গন্ধ। নাকে রুমাল চাপা দিলো গানথার। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেল কাছে।
মৃত ঘোড়ার বেশির ভাগই খেয়ে ফেলেছে কয়োট আর বাজার্ড। হাড়গুলো পর্যন্ত কামড়ে ভেঙেছে ভেতরের মজ্জা খাবার আশায়।

ভালমতো পরীক্ষা করলো গানথার। ডান পা ভাঙা ঘোড়াটার। খুলিতে ছোট্ট একটা ফুটো।
পরিস্থিতিটা বিবেচনা করলো সে। ম্যাক্সের সামনে দু'টো পথ খোলা ছিলো—সামনে এগোনো; নয়তো ফিরে যাওয়া। পেছনে যায়নি এটা নিশ্চিত। তাহলে কারো না কারো চোখে পড়তো।
সামনে এগোলো গানথার। একটু পরেই স্টেজ কোচ যাবার ট্রেইলটা চোখে পড়লো ওর। ঘোড়াবিহীন অবস্থায় যে কোনো লোক এই ট্রেইল ধরেই চলবে, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত সে। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ট্রেইলে উঠে এলো। বিকেল নাগাদ পৌঁছুলো বালাম-এ।
সহিসের হাতে ঘোড়া আর গোটা দু'য়েক ডলার তুলে দিয়ে শহরের একমাত্র বারে ঢুকলো গানথার। হালকা নাশতা সেরে একটা ঘর ভাড়া করলো। জিনিসপত্র নিয়ে উঠে গেল ওপরে।
ঘণ্টা দু'য়েক ঘুম দিয়ে উঠে পড়লো সে। পথ চলার ক্লান্তি অনেকটা দূর হয়ে গেছে। গানবেল্টটা পরে নিচে নামলো।
বারভর্তি লোকজন। কাউন্টারে গিয়ে হুইস্কির অর্ডার দিলো

সে। লম্বা লম্বা চুমুকে দ্রুত শেষ করলো হুইস্কিটুকু। খালি গ্লাসটা কাউন্টারে নামিয়ে রেখে বিল চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো। লক্ষ্য সামনের আস্তাবল।
আস্তাবলের সহিস আর অন্যান্য লোকজনের কাছে খবর নিয়ে বুঝলো, ম্যাক্সের জুতোর ছাপ এখানে মাস দেড়েকের পুরনো।
আবার রওনা হবার আগে দিন পাঁচেক বিশ্রাম নিলো গানথার। এ-ক'দিন উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘোরাঘুরি করে কাটালো। রাতে কাউহ্যাণ্ডদের সাথে পোকার খেলে কিছু পয়সা জমালো পকেটে।

চারপাশে রুক্ষ, অনুর্বর প্রকৃতি। দাঁত বের করা হিংস্র পাহাড় মাঝে মাঝে ক্যাকটাসের ঝোপ। সাউথ অ্যারিজোনার ভয়াল মরুভূমিতে কোনো চিহ্ন না রেখে অদৃশ্য হয়ে গেছে ট্রেইলটা। বাধ্য হয়ে ঘোড়া থামালো গানথার। সূর্য থেকে চোখ আড়াল করে সামনে তাকালো। যতদূর দৃষ্টি যায়, ধু-ধু মরুভূমি। সূর্যের তীব্র তাপে অনাদিকাল থেকে শুধু জ্বলে যাচ্ছে।
আশপাশের বসতিগুলোতে খোঁজ করলো গানথার। জানা গেল, ডাস্টনের দিকে গেছে ম্যাক্স। সেখানে গানফাইটে একজনকে খতম করেছে ও, সে-খবরও পৌঁছেছে এখানে।
ডাস্টনের কেউ অবশ্য ম্যাক্সের খোঁজ দিতে পারলো না। টেলিগ্রাফ অফিসটা কোন দিকে জেনে নিয়ে সেদিকে পা বাড়ালো গানথার। সেখান থেকে খবর পাঠালো বার্কারকে। পুরো বিশ দিন পরে উত্তর এলো বার্কারের, 'লেগে থাকো। টাকার জন্যে চিন্তা

'ক'রো না।'

মেসেজটা কুটিকুটি করে ছিঁড়লো গানথার। খিস্তি করলো ম্যাক্সের উদ্দেশে। কাগজের টুকরোগুলো ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিয়ে সোজা চলে এলো আস্তাবলে। গন্তব্য দক্ষিণ-পশ্চিমের পাইড্রাস ব্লাঙ্কাস।

পাইড্রাসে পৌঁছে খুশি হয়ে উঠলো সে। এখানে সবাই জানে ম্যাক্সের কথা।

'ওহ্, একেবারে বাঘের বাচ্চা,' ম্যাক্সের বর্ণনা দিতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো বারম্যান, 'ও-রকম বন্দুকবাজ জীবনে দেখিনি।' বারম্যান লোকটা কথা বলে প্রচুর। সুযোগ পেলেই শুরু করে, বকবকানি আর থামতে চায় না। 'লোকটাকে দেখে মনে হয় ভিজে বেড়াল। কেজে হাত পড়লেই একেবারে বাঘ।' সত্যি মিথ্যা মিলিয়ে আরো অনেক কথা বলে গেল বারম্যান। বাধা না দিয়ে চুপচাপ শুনে গেল গানথার।

দুই

খাড়াইয়ের মাথায় এসে ধীরে ধীরে হালকা হয়ে এসেছে বন। বনের পরেই শুরু হয়েছে গভীর খাদ। সেখানে ব্যর্থ প্রেমিকার দীর্ঘশ্বাসের মতো বয়ে যায় বাতাস। অনেক নিচে ঘন সবুজ পাইনের সমারোহ। সারাদিন কানে কানে, মনে মনে ফিস্‌ফিস্ আলাপ।

পাহাড়ের দেয়ালে এক জায়গায় গভীর খাঁজ। বৃষ্টির পানি বন্যার মতো নেমে যাচ্ছে ওখান দিয়ে। আশেপাশের পুরোটা কালচে সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা।

কোটের কলার কান পর্যন্ত তুলে দিয়ে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাক্স। মাথায় বড় কিনারাওয়ালা হ্যাট।

ঝিমঝিম ঝিমঝিম বৃষ্টি। ভিজছে গাছগুলো। টাপুরটুপুর জল পড়ছে। মনটা উদাস হয়ে গেল ওর। এই কোমল-কঠোর পরিবেশ ওর সবচেয়ে বড় শত্রু, সেই সাথে সবচেয়ে বড় বন্ধুও। এমন পরিবেশে এলেই আরো জীবন্ত হয়ে ওঠে লিজার স্মৃতি। বিয়ের পরে, মাত্র তিনটে মাস! স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা তিনটে মাস। তারপর

কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল।

বুক ঠেলে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ম্যাক্সের। একটু হয়তো ভিজে উঠলো চোখের কোল। হাত বাড়িয়ে তালুতে বৃষ্টির জল জমালো। চোখমুখে ঝাপটা দিলো জলের।

অপেক্ষা করছে ম্যাক্স। বৃষ্টিটা থামলেই রওনা হবে। অপেক্ষা করতে করতে আবার ঝাঁপিয়ে এলো স্মৃতি। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে উঠলো খুনী নিক গ্যাটোর চেহারা। সাথে সাথে দাঁতে দাঁত চেপে বসলো ওর। ঘোলাটে হয়ে এলো দৃষ্টি। নিজের অজান্তেই চেপে ধরলো রিভলবারের বাঁট। সান্ত্বনা দিলো ওকে বৃষ্টিমুখর পরিবেশ।

পাশে অয়েলস্কিনে মোড়া ওর রাইফেল আর ডাক্তারী ব্যাগ। রাইফেলটা ওকে দিয়েছিলো ওর এতিমখানার এক বন্ধু। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে রাইফেলটা ব্যবহার করেছিল সে। এখন সেটাকে কারবাইন টু রাইফেল কনভারশান করে নিয়েছে ম্যাক্স। আর ডাক্তারী ব্যাগটা ওর স্বপ্নের স্মৃতিচিহ্ন। সেইসঙ্গে দরকারীও।

নিচে পাহাড়ের ঢালে ওর ঘোড়াটা পড়ে আছে। বেমক্কা হোঁচট খাবার ফলে ডান পা ভেঙে গিয়েছিল ঘোড়াটার। অবস্থা বুঝে ওটার খুলি বরাবর একটা গুলি চালিয়ে চলে এসেছে ম্যাক্স। নেকড়ের হাতে অসহায়ভাবে মরার চেয়ে এ অনেক ভালো ঘোড়াটার পক্ষে। মৃত ঘোড়ার শরীর থেকে জিন আর লাগাম খোলার আগেই ঝাঁপিয়ে এলো বৃষ্টি। কোনরকমে কাজ সেরেই দৌড় দিয়েছে ম্যাক্স। ভালো একটা আশ্রয়ের আশায় উঠে এসেছে ঢালের মাথায়। কিন্তু অবস্থা দেখে মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে

ওর। এক ঘণ্টার হাড়ভাঙা খাটুনি সম্পূর্ণ বৃথা গেছে।

ভিজে একেবারে চুপচুপে হয়ে গেছে ম্যাক্স। ছ'ঘণ্টা ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই যে হঠাৎ করে শুরু হয়েছে বৃষ্টি, তার আর থামাথামি নেই। ঝরছে তো ঝরছেই।

ঘন কালো মেঘ। ক্রমাগত পাক খেয়ে ছুটে আসছে দ্রুত। আকাশের দিকে চোখ তুললো ম্যাক্স। ঝিক্ করে হেসে উঠলো বিদ্যুৎ রেখা। প্রায় সাথে সাথেই ভেসে এলো মেঘের গর্জন। আরো ঝেঁপে এলো বৃষ্টি।

ঠাণ্ডায় হিহি করে কাঁপতে শুরু করলো ম্যাক্স। এ-রকম অসহায় অবস্থায় পড়েনি কখনো। একেতো এই রকম দুর্যোগ, তার ওপর ঘোড়া নেই, লোকালয় কোথায় জানা নেই। পায়ে হেঁটে পৌঁছুতে পারবে কিনা তাও জানে না।

যেভাবে হঠাৎ করে শুরু হয়েছিল, সেভাবেই থেমে গেল বৃষ্টি। কোত্থেকে জোরালো হাওয়া এসে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল কালো মেঘের দলকে। একটু পরেই মেঘের আড়াল থেকে ফিক করে হেসে উঠলো সূর্য।

মাটি থেকে ভাপ বেরোচ্ছে। পাইনের ঝাঁঝালো গন্ধে ভরা বাতাস। বেশ গরম হয়ে উঠেছে চারপাশটা এর মধ্যেই।

পায়ের কাছে রাখা রাইফেল আর জিনিসপত্রগুলো তুলে নিলো ম্যাক্স। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো নিচে।

বৃষ্টি আর পচা পাতায় অসম্ভব পিচ্ছিল হয়ে আছে মাটি। হাঁটাচলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। মাঝে মাঝেই বেরিয়ে আছে পাইনের শিকড়। সতর্ক থাকা সত্ত্বেও বারকয়েক হোঁচট খেলো

ম্যাক্স। এভাবে হোঁচট খেয়েই পা ভেঙেছিল ওর ঘোড়ার।

হাঁটতে গিয়ে মাটিতে বসে যাচ্ছে বুটের গোড়ালি। পা তোলার সময় শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে নিচে। ফলে টেনে ধরছে পা। ভারসাম্য বজায় রাখাই কষ্টকর হয়ে উঠছে। জিনিসগুলো ভাগ করে দু'হাতে নিলো ম্যাক্স। হাতড়'টো দু'পাশে ছড়িয়ে দিয়ে নামতে শুরু করলো নিচে। মাঝে মাঝেই পিছলে যাচ্ছে পা, সেই সাথে সড়সড় করে বেশ খানিকটা নেমে যাচ্ছে ও। সামলে নিচ্ছে সাথে সাথে।

মেঘ কেটে গেছে পুরোপুরি। পাতার ফাঁক দিয়ে হাসছে নির্মল নীল আকাশ। বাতাসে ভেজা গন্ধ।

থেমে উঠলো ম্যাক্স। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিলো খানিকক্ষণ। আবার রওনা হওয়ার আগে কোটটা খুলে ভাঁজ করে হাতে রাখলো।

আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে উঠেছে নামা। ঢালটা এখানে বেশ খাড়া। সেজন্যে সরাসরি না নেমে একবার ডানে একবার বাঁয়ে সরে যাচ্ছে ম্যাক্স। এতে সামান্য হলেও কিছুটা কমছে খাড়াই। হঠাৎ পা হড়কে গেল ওর। সাথে সাথে নখ দিয়ে খামচে ধরলো মাটি। হড়হড় করে ফুট বিশেক নিচে নেমে ধাক্কা খেলো একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে। সারা গা মাখামাখি হয়ে গেছে কাদায়। নিজের অবস্থা দেখে নিজেই হেসে উঠলো।

একসময় নিচে পৌঁছুলো। কিন্তু ডান-বাঁ করে পতন ঠেকাতে এতই ব্যস্ত ছিলো যে দিক হারিয়ে ফেলেছে। ফেলে আসা ট্রেইলের কোনো চিহ্নই নেই কোথাও।

গর্তে জমে থাকা পানিতে শার্টটা ধুলো ম্যাক্স। ঘষে ঘষে যতটা সম্ভব পরিষ্কার করলো হাত-পা। জিনিসগুলো তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো সামনে। একটু পরেই চোখে পড়লো স্টেজ কোচ যাতায়াতের ট্রেইলটা।

ঢালের পাশ দিয়ে সোজা দক্ষিণে চলে গেছে ট্রেইল। পথের দু'পাশ ফুটখানেক উঁচু। মাঝখানে গর্ত। দেখেই বোঝা যায় নিয়মিত স্টেজ কোচ চলাচল করে এ-পথে।

খুশি হয়ে উঠলো ম্যাক্স। উঠে এলো ট্রেইলের ওপরে। হাঁটতে শুরু করলো সামনে। ঠিক দু'ঘণ্টা পর দেখা পেলো স্টেজ কোচের। চারটে ঘোড়া টেনে আনছে কোচটা। চাকাগুলো প্রায় বসে গেছে কাদায়। গাড়ি টানতে গিয়ে নুয়ে পড়েছে ঘোড়াগুলো।

একটু পরেই মুক্ত হলো গাড়িটা। কোচোয়ানের হাতে হিস্হিসিয়ে উঠলো চাবুক। সাথে সাথে গতি বেড়ে গেল ঘোড়াগুলোর।

কোচোয়ানের পেছনে, গাড়ির ছাতে বসে আছে গার্ড। হাতে রেমিংটন শটগান।

ট্রেইলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লো ম্যাক্স। কোট নাড়িয়ে স্টেজকোচ থামাবার ইঙ্গিত করলো।

চিৎকার করে ঘোড়াগুলোকে সতর্ক করে দিলো কোচোয়ান। শটগানটা ম্যাক্সের বুক বরাবর তুললো গার্ড।

'কোথায় যাচ্ছো তোমরা?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাক্স।

'তাতে কি দরকার তোমার?' শটগানের হ্যামার দু'টো পেছনে টেনে দিলো গার্ড। নলটা সামান্য একটু নামালো, 'তুমি কোথায়

যাবে?'

'চল্লিশ ডলারে যতদূর নেবে, ততদূর।'

হেসে ফেললো গার্ড। 'ও-পয়সায় নরক পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তারপর থাকা-খাওয়ার জন্যে তোমার কাছে কিছু থাকবে তো?'

ম্যাক্সও হাসলো 'অবশ্যই। এখনো ফতুর হয়ে যাইনি।'

'ঠিক আছে, ছাতে উঠে পড়ো। এখানে বসে গেলে কম ভাড়াতেই নেবো তোমাকে। বালামে নেমে পড়বে।'

'সেটা আবার কোথায়?'

'নরকের কাছাকাছি কোথাও হবে।' নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠলো লোকটা।

ম্যাক্সও যোগ দিলো হাসিতে। স্বস্তির হাসি ওর। জিজ্ঞেস করলো, 'কতো দিতে হবে?'

'পাঁচ ডলার।'

'যাক বাবা, অল্পের ওপর দিয়েই গেল,' মনে মনে বললো ও।

তিন

লাফ দিয়ে স্টেজ কোচের ছাত থেকে নামলো ম্যাক্স। গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে গেল ধুলোয়। ওর সারা শরীর ধুলোয় ধূসরিত। পাহাড়ী এলাকা ছাড়িয়ে সমতলভূমিতে আসার পরপরই শুরু হয়েছে ধুলিঝড়। সেই থেকে বালাম পর্যন্ত একনাগাড়ে ধুলোর অত্যাচার সহ্য করেছে ওরা।

ব্যাগ থেকে পাঁচ ডলারের একটা নোট বের করলো ও। বাড়িয়ে দিলো ছাতে বসা লোকটার দিকে। 'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'গুড লাক।' হাসলো লোকটা। নোটটা রেখে দিলো পকেটে। ঘোড়াগুলোকে আস্তে আস্তে পানির কাছে নিয়ে গেল কোচোয়ান। পানি খাওয়ানো হলে সরিয়ে নিলো ওদের। ম্যাক্সের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ালো লোকটা। বাতাসে শাঁই করে আওয়াজ তুললো চাবুক। রওনা হয়ে গেল স্টেজ কোচ।

শহরের দিকে নজর ফেরালো ম্যাক্স। এক পলক তাকিয়েই বুঝলো, কেন ও ছাড়া আর কেউ নামেনি স্টেজ কোচ থেকে। কিছু নেই শহরের। গোড়ালি পর্যন্ত ধুলো, রাস্তার দু'পাশে পাঁচ-সাতটা

দোকান, আস্তাবল আর ক্যান্টিন। ব্যাস, এ-ই সব।

ক্যান্টিনের দিকে এগোলো ও। পাশেই দোকান। শো-কেসের ধুলোভর্তি কাচের ওপাশে মরা পোকা আর মাছির স্তূপ।

পর্দা সরিয়ে ক্যান্টিনে ঢুকলো ম্যাক্স। আলো থেকে হঠাৎ করে ভেতরে ঢোকায় কিছুক্ষণ প্রায় অন্ধ হয়ে থাকলো ও। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চোখে অন্ধকারটা সইয়ে নিয়ে বারের দিকে এগোলো। কাউন্টারে বসে অর্ডার দিলো বিয়ারের। লাল চুলো থলথলে চেহারার বারটেণ্ডার। ঘামে চকচক করছে মুখ। এক মগ বিয়ার এগিয়ে দিলো ওর দিকে।

মগে চুমুক দিয়েই চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠলো ম্যাক্সের। জঘন্য স্বাদ। কোনরকমে আধাআধি পরিমাণ শেষ করে হুইস্কি দিতে বললো।

লেবেলবিহীন একটা বোতল এগিয়ে দিলো বারটেণ্ডার। ভেতরের তরল পদার্থটুকু বোতল থেকে সরাসরি গলায় ঢাললো ম্যাক্স। জ্বলতে জ্বলতে নেমে গেল তরল আগুন।

খিদে পেয়েছে খুব। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা খাওয়া হয়নি। বারটেণ্ডারকে ডেকে খাবারের কথা বলতেই হাঁক ছাড়লো সে।

কাউন্টারের পাশে উদয় হলো ছোটখাট একটা চলন্ত পাহাড়। ময়লা এপ্রন পরা মাঝবয়সী এক মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়।

'এর জন্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়,' ম্যাক্সকে দেখিয়ে মেয়েটাকে বললো বারটেণ্ডার।

'অবশ্যই। কি খাবে?' জিজ্ঞেস করলো মেয়েটা, 'অর্ডিনারি, না স্পেশাল?'

একটু অবাক হলো ম্যাক্স। চোখ ফেরালো বারটেণ্ডারের দিকে। কাউন্টারের ওপর কনুই রেখে মিটিমিটি হাসছে সে। বুঝলো ও, হালকা তামাশা করছে ওরা।

'পার্থক্য কি দু'টোর মধ্যে?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাক্স।

'ডিম দিয়ে, আর ডিম ছাড়া।'

'তাহলে স্পেশালই সই। তবে দামটা স্পেশাল না হলেই হয়।'

হিহি করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলো মেয়েটা। ম্যাক্সের মনে হলো কানের কাছে সাইরেন বাজলো স্টিমারের।

আবার হুইস্কির বোতল নিয়ে বসলো ম্যাক্স। মুখের ভেতরে কিচকিচ করছে বালি। হুইস্কি দিয়ে ধুয়ে সেগুলো চালান করে দিলো পেটে।

খালি গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো ও। নিজে থেকেই গ্লাসটা ভরে দিলো বারটেণ্ডার। কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়লো সে। 'এদিকে কি মনে করে? কারো সাথে দেখা করতে এসেছো নাকি?'

'নাহ্,' মাথা ঝাঁকালো ম্যাক্স, 'রাস্তায় পড়েছে জায়গাটা। তবে একটা ঘোড়া কিনতে চাই এখন। পাওয়া যাবে?'

'নির্ভর করছে কত টাকা দিতে পারবে তার ওপর।'

মনে মনে দ্রুত হিসেব করলো ম্যাক্স। পকেটে টাকাপয়সা বিশেষ কিছু নেই। টুমস্টোনে দু'জন ডাক্তার আছে। সুতরাং ওখানে কিছু রোজগারের আশা ছাড়তে হচ্ছে ওকে। পোকার খেলায়ও ভাগ্যটা কয়েক সপ্তাহ ধরে খুব খারাপ যাচ্ছে ওর।

'পঞ্চাশ ডলার। জিন লাগাম সুদ্ধ।' হিসেব শেষ করে দামটা জানালো ম্যাক্স।

'তাহলে বলবো, স্টেজ কোচ থেকে নামা উচিত হয়নি তোমার,' হাসিহাসি মুখে বললো বারটেণ্ডার, 'বিক্রি করার মতো একটাই ঘোড়া আছে এখানে, হ্যারি গিলবার্টের। আশির নিচে ছাড়বে না সে।'

'সে আমি বুঝবো। তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'ওখানে,' কোণের দিকে একটা টেবিল দেখিয়ে দিলো বারটেণ্ডার, 'তবে কথাবার্তা সাবধানে ব'লো। এমনিতেই রগচটা মানুষ। তার ওপর ঘোড়ার লাথি খেয়ে মুখটা প্রায় গেছে। যন্ত্রণায় সারাক্ষণই খেপে আছে। ব্যথা কমাতে হুইস্কি গিলছে সমানে। আর হুইস্কি পেটে পড়লেই বেচাকেনার ব্যাপারে মাথা খুলে যায় ওর।'

'তাই নাকি? ভালোই হলো। আমি ডাক্তার,' নিজের পরিচয় দিলো ম্যাক্স, 'হয়তো সারিয়ে তুলতে পারবো ওকে।'

'বলো কি?' এক ঝটকায় সোজা হয়ে দাঁড়ালো বারটেণ্ডার, 'পাইড্রাস ব্লাঙ্কাসের আগে তো কোনো ডাক্তারই নেই। এই শরীরে অতদূর যেতে পারবে না বলেই না পচে মরছে গিলবার্ট। দাঁড়াও, দাঁড়াও।' বিশাল শরীর নিয়ে কোণের টেবিলের দিকে ছুটলো বারটেণ্ডার। ম্যাক্সকে দেখিয়ে উত্তেজিত গলায় কি যেন বোঝাচ্ছে গিলবার্টকে।

গ্লাসে চুমুক দিলো ম্যাক্স। একটু পরেই উঠে দাঁড়ালো গিলবার্ট। ছোটখাট শুকনো চেহারা, নোংরা কলার ছাড়িয়ে নেমে আসা লালচে চুল। নীল ধূর্ত চোখ। বোঝাই যাচ্ছে, তীব্র যন্ত্রণা কমাতে গিলেছে প্রচুর।

গিলবার্টের গালের দিকে তাকিয়ে গা গুলিয়ে উঠলো ম্যাক্সের। লাথিটা ভালোই মেরেছে ঘোড়াটা। গালের একপাশ নরম তুলতুলে হয়ে আছে। পুরোটা গোলাপি, মাঝখানে কালো, তার ভেতর দিয়ে দাঁত আর মাড়ি দেখা যাচ্ছে। পুঁজ আর পচা মাংস দলা পাকিয়ে আছে ওখানে। ক্ষতটা কয়েক দিনের পুরনো। দেখেই বুঝলো ম্যাক্স, আর দিনকতক এভাবে থাকলে গ্যাংগ্রীনে মারা যাবে লোকটা।

'তুমি নাকি ডাক্তার? সারাতে পারবে আমাকে?' বিকৃত স্বরে জিজ্ঞেস করলো গিলবার্ট।

'হয়তো পারবো,' উত্তর দিলো ম্যাক্স, 'শুনলাম বিক্রি করার মতো একটা ঘোড়া আছে তোমার?'

'আশি ডলার,' সোজাসাপটা জবাব গিলবার্টের। 'খাঁটি মাসট্যাং। আশেপাশে এতো ভালো ঘোড়া পাবে না কোথাও। শুধু একটু বুনো।'

'সে তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি,' হালকা গলায় মন্তব্য করলো ম্যাক্স। 'জিন লাগাম সুদ্ধ ঘোড়ার জন্যে পঞ্চাশ ডলার দিতে পারি।'

'তাহলে পায়ে হেঁটে রওনা দাও,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো গিলবার্ট। সাথে সাথে মুখচোখ বিকৃত করে ফেললো ব্যথায়। ঢকঢক করে হুইস্কি খেলো ব্যথা কমাতে। যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়াচ্ছে ওর।

ঘুরে বসলো ম্যাক্স। যেন দেয়ালকে শোনাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বললো, 'জিন লাগাম সহ ঘোড়ার বদলে পাবে নগদ পঞ্চাশ

ডলার আর তোমার মুখের চিকিৎসা। ও-ঘোড়া মানুষ করা তোমার কাজ নয়। তাছাড়া যে-অবস্থা দেখছি তাতে আর কিছুদিন এভাবে কাটালে দুনিয়ার কোন কিছুই আর কাজে আসবে না তোমার।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল গিলবার্ট। খানিকক্ষণ ভাবনাচিন্তা করে এগিয়ে এলো ম্যাক্সের কাছে। 'ঠিক আছে, পাবে ঘোড়া।'

'চমৎকার,' খুশি হয়ে উঠলো ম্যাক্স, 'আগে খেয়ে নিই, তারপর মেরামত করবো তোমাকে।' বারটেণ্ডারকে ডেকে খাবার দিতে বললো। চলন্ত পাহাড়ের উদ্দেশে হাঁকডাক শুরু করলো বারটেণ্ডার।

থালাভর্তি খাবার নিয়ে মেয়েটা এলো। সাথে বারটেণ্ডার। উত্তেজিত গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে মেয়েটাকে জানালো, 'ডাক্তার ও।'

ওপরে আলোবাতাসওয়ালা পরিষ্কার একটা ঘর, একবাটি গরম পানি আর ব্যাণ্ডেজ করার জন্যে পরিষ্কার শুকনো কাপড় রেডি রাখবার হুকুম দিয়ে খেতে বসলো ম্যাক্স।

সাদামাটা খাবার। রান্নাটাও বাজে। খিদের চোটে তা-ই চেটেপুটে খেলো ও। খেয়েদেয়ে বাকিদের সাথে ওপরে উঠলো।

মোটামুটি পরিষ্কার ঘরটা। কোণে স্টোভের ওপর গরম পানি ভর্তি কেতলি। পাশে একটা টেবিল আর চেয়ার।

গিলবার্টকে শুইয়ে দিলো ম্যাক্স। বারটেণ্ডার আর সাথের লোকটাকে বললো গিলবার্টের হাত-পা চেপে ধরতে। ভয় পেয়ে গেল গিলবার্ট।

'ব্যথা পাবে যথেষ্ট, তবে সেরে উঠবে,' তাকে আশ্বস্ত করলো ম্যাক্স।

ভালমতো ক্ষতটা পরীক্ষা করলো ও। চোয়ালের হাড় অক্ষত আছে দেখে নিশ্চিন্ত হলো। দু'টো দাঁতের জায়গায় গর্ত শুধু। অন্য তিনটে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে রয়ে গেছে ভেতরে। এ-ক'দিনে ঘা হয়ে যা-তা অবস্থা হয়ে গেছে জায়গাটার।

গরম পানি দিয়ে ক্ষতটা পরিষ্কার করলো ম্যাক্স। মেয়েটাকে ডেকে বললো গিলবার্টের মাথাটা শক্ত করে চেপে ধরতে। একবার ভাবলো কানের নিচে বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে নেবে কিনা রোগীকে। ভেবেচিন্তে বাদ দিলো পরিকল্পনাটা। হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে।

গিলবার্টের কানফাটানো চিৎকার উপেক্ষা করে একমনে কাজ করে গেল ম্যাক্স। এর মধ্যে তীব্র যন্ত্রণায় বার দু'য়েক জ্ঞান হারিয়েছে গিলবার্ট।

ক্ষতটা সেলাই করে ব্যাণ্ডেজ করে দিলো ম্যাক্স। যন্ত্রপাতিগুলো ধুয়ে ব্যাগে রাখলো। বিছানার দিকে ফিরলো ও। চোখ বুজে দুর্বলভাবে শুয়ে আছে গিলবার্ট। সারা শরীর ঘামে ভেজা। চকচক করছে মুখ, চোখের কোণে জলের ধারা।

'পারলে দু'দিন না খেয়ে থেকো। এরপর তরল কিছু খেতে পারবে। পনেরো-বিশ দিন একেবারেই শক্ত কিছু চিবোবে না। মাসখানেক পরে কোনো ডাক্তারকে দিয়ে সেলাই কাটিয়ে নেবে। চিন্তার কোনো কারণ নেই। পুরোপুরি সেরে উঠবে।'

চোখ খুললো গিলবার্ট। কিছু বলতে যেতেই থামিয়ে দিলো

ম্যাক্স, 'খবরদার। এক সপ্তাহের আগে কোনো কথা নয়। এবার আমার ঘোড়াটা দেখতে চাই।' ব্যাগ থেকে দু'টো বিশ আর একটা দশ ডলারের নোট বের করে গিলবার্টের হাতে ধরিয়ে দিলো ও।

সাথের লোকটাকে ইশারা করলো গিলবার্ট। ম্যাক্সকে আস্তাবলে নিয়ে গেল সে। ক্যান্টিনের পেছনেই আস্তাবল।

বিশাল মাসট্যাংটাকে দেখেই পছন্দ হয়ে গেল ম্যাক্সের। ঘুরে ফিরে চারপাশ থেকে দেখলো ঘোড়াটাকে। পিঠে জিন চাপানো, স্ট্র্যাপ দিয়ে ডানদিকে বাঁধা স্ক্যাবার্ড। পুরনো কিন্তু মজবুত। ওর কাছে যেটা আছে সেটার চেয়ে অনেক ভালো।

ঘোড়ার মাথায় হাত বোলালো ম্যাক্স। হাসলো বারটেণ্ডার, 'তোমার জন্যে দরকষাকষির চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছে ও।'

আরো ক'টা দিন বালামে কাটালো ম্যাক্স। টুকটাক চিকিৎসা করে সামান্য পয়সা জমিয়ে রওনা হলো। অ্যারিজোনা আর নিউ মেক্সিকোর সীমানা পেরিয়ে পৌঁছুলো হট স্প্রীং-এ। শহরটা বালামের মতই ছোট, ধুলোয় ভরা।

শুনলো, দিন কতক আগে এক জুয়াড়ী আর এক কাউহ্যাণ্ডের মধ্যে গানফাইট হয়ে গেছে। হেরে গিয়ে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল কাউহ্যাণ্ড ছোকরার। একথা সেকথার পরে ঝট্ করে পিস্তল বার করে সে। ট্রিগারে আঙুল পৌঁছোনোর আগেই হৃৎপিণ্ড বরাবর

গুলি খায়। মরার আগে ম্যাক্সের জন্যে একটা উপকার করে দিয়ে যায় সে। জুয়াড়ীর কাঁধে বুলেট ঢোকায় একটা। গুলিটা বের করে দিয়ে তিরিশ ডলার রোজগার করলো ম্যাক্স।

হট স্প্রীং-এ দিন দু'য়েক কাটিয়ে আরো দক্ষিণ-পুবে সরে এলো ও। আগুয়াব্রাভায় এসে নামলো ঘোড়া থেকে। এখানে জুয়া খেলতে বসে বুঝলো ভাগ্যদেবী এতোদিনে একটু মুখ তুলে চেয়েছেন। তিন দিনেই প্রায় শ'তিনেক ডলার জমে গেল পকেটে।

'এবার এল পাসো অথবা অ্যালবাকার্ক,' রাতে ভাবলো ম্যাক্স। সিদ্ধান্ত নিলো, কালকেই যাবে। শেষবারের মতো পোকার খেলতে নিচে নামলো।

লোকজন আর ধোঁয়ায় ভরা রেড কুইন সেলুন। একটা খালি টেবিল দেখে বসে পড়লো ও। রাতের খাওয়াটা সেরে নিতে চায় তাড়াতাড়ি।

খাওয়া শেষ করে মাথা তুলতেই চোখাচোখি হলো পিটার ফাঙ্ক-এর সাথে। ইশারায় ওকে ডাকলো পিটার।

'এসো, এসো, তোমার জন্যেই বসে আছি,' দরাজ গলায় হেসে উঠলো পিটার। 'বসো, চারজন হয়ে গেছে। শুরু করা যাক এবার।'

টেবিলের অন্যপাশে টেড হ্যারিসন। আগুয়াব্রাভায় টেড আর পিটারকেই শুধু চেনে ম্যাক্স। পিটার স্থানীয় একজন র‍্যাঞ্চার। ভারী শরীর, তুষারশুভ্র চুল। টেড গোটাকয়েক দোকান আর আস্তাবলের মালিক। টেডের পাশে অপরিচিত একজন। পরিচয় করিয়ে দিলো পিটার, 'জিমি ফক্স, গরু কিনতে এসেছে।

মনে হচ্ছে আগামী বছর এ-তল্লাটের সব গরুই ওর কাছে বেচতে পারবো আমরা।'

সৌজন্যসূচক মাথা নোয়ালো ম্যাক্স। মনে মনে অবাক হলো বেশ। লোকটার ফিটফাট পোশাক, নরম হাত আর চঞ্চল চোখের চাউনিই বলে দেয়, গরুর গায়ে কোনদিন হাত দেয়নি এ-লোক। প্রথমেই ধারণা করেছিল, তার অনায়াস ভঙ্গিতে তাস বাঁটা দেখে নিশ্চিত হলো, জুয়াড়ী লোকটা।

'কি করা হয় তোমার?' ম্যাক্সকে জিজ্ঞেস করলো জিমি।

ওর গলার স্বরে এমন কিছু ছিলো যা সতর্ক করে তুললো ম্যাক্সকে। অনুভব করলো, এ-লোককে বিশ্বাস করা যায় না।

'ডাক্তারী,' জবাব দিলো ও। ছোট্ট চুমুক দিলো হুইস্কির গ্লাসে। তাস খেলার সময় পারতপক্ষে মদ ছোঁয় না ও। তাস আর মদ, সবচেয়ে খারাপ জুটি।

'প্রতি থ্রো-তে দশ সেন্ট,' গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে জানালো পিটার, 'অসুবিধে নেই তো?'

'নাহ্,' আরেকটা ছোট্ট চুমুক দিলো ম্যাক্স, 'কতো পর্যন্ত?'

'তিরিশ ডলার।'

তাস বেঁটে দিলো জিমি। ম্যাক্সের হাতে পড়লো তিন, পাঁচ, ছ'টা সাত আর একটা ফ্লোটিঙ টেন।

'একজন ডাক্তারের পক্ষে কি করে পোকার খেলার ঝুঁকি নেয়া সম্ভব?' একটা চুরুট ধরিয়ে প্রশ্ন করলো জিমি। গলায় প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

'কখনো কখনো সম্ভব,' বললো ম্যাক্স, 'অন্যদের যদি ভাগ্য

খারাপ থাকে, তাহলে সম্ভব।' আড়চোখে তাসগুলোর পেছন দিক আর প্যাকেটটা পরীক্ষা করলো। ঝকঝকে নতুন তাস, কোনো দাগ নেই কোথাও।

লাভ নেই জেনেও টেবিলের মাঝখানে এক ডলার রাখলো ম্যাক্স। উদ্দেশ্য, জিমিকে বাজিয়ে দেখা। অন্যরা এক ডলার করে রাখলো ওর নোটের পাশে।

খেলা চলছে। তিন আর পাঁচের বদলে ছ'টা তিন পেয়েছে ম্যাক্স। পটে আরেকটা ডলার রাখলো ও।

ছ'ডলার দিলো পিটার, আরো ছ'ডলার যোগ করলো জিমি। সবাইকে অবাক করে টেড দিলো পাঁচ ডলার। তাস গুটিয়ে নিলো ম্যাক্স।

'ডাক্তারের জন্যে বেশি হয়ে গেল নাকি?' হাসিহাসি মুখে খোঁচা দিলো জিমি, 'স্টেক কমাতে হবে?'

'ডাক্তাররা ঘাস খেয়ে বাঁচে না,' শান্ত গলায় উত্তর দিলো ম্যাক্স, 'চালিয়ে যাও।'

জিমির মুখ লাল হয়ে উঠতে দেখলো ও। প্রথম থেকেই ওকে খোঁচাতে চাইছে কেন লোকটা, ভেবে পেলো না। আরেকটু সতর্ক হলো।

ছ'নম্বর গ্লাস শেষ করে কথা বলে উঠলো পিটার, 'কি শুরু করলে তোমরা? ভুলে যেও না, জিমির গরু কেনার সেলিব্রেশান এটা।'

'তাই থাকবে,' জিমির ওপর চোখ রাখলো ম্যাক্স, 'যতক্ষণ অন্যরাও সেটা মনে রাখবে।'

দান জিতলো টেড। ফুল হাউস। তাসগুলো বাকি তাসের নিচে রাখলো ম্যাক্স। 'শাফল্ নাকি স্ট্রেইট ডিল?'

'স্ট্রেইট ডিল,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো জিমি। ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে জানালো, 'ওভাবেই খেলি আমি।'

'আমিও,' জানালো টেড, 'পিটার, তুমি?'

'অসুবিধে নেই।' আবার গ্লাস ভরে নিলো পিটার। প্রায় খালি হয়ে গেছে দেখে বারটেণ্ডারকে ডেকে আরেকটা বোতল দিতে বললো। জিমির গ্লাসটা লক্ষ্য করলো ম্যাক্স। কিছুক্ষণ পরপরই মুখে তুলছে সে। কিন্তু এ-পর্যন্ত আধ গ্লাসের বেশি খায়নি।

তাস বেঁটে দিলো ম্যাক্স। একটা তাস বদলে দু'ডলার ফেললো পিটার। টেড আর জিমি একটা করে তাস বদলালো। দু'ডলার ফেলে ঝুঁকি নিয়ে তিনটে তাস বদলালো ম্যাক্স। লাভই হলো। সেভেন টপ সিরিজ হলো একটা।

'ধুত্তোর!' হাতের তাস ঝপাৎ করে টেবিলে ফেলে দিলো পিটার, 'আমি নই।'

জিমির দেখাদেখি টেডও পাঁচ ডলার ফেললো টেবিলে। তাস ভালো, নাকি ওকে বাজিয়ে দেখতে চাইছে জিমি, ঠিক বুঝলো না ম্যাক্স। আস্তে করে দশ ডলার ঠেললো সামনে।

ভুরু কুঁচকে গেল জিমির। কাষ্ঠহাসি হাসলো সে। 'ডাক্তারের আয় সম্পর্কে দেখছি ভুল ভেবেছিলাম।'

'বেশি হয়ে গেলে খেলো না,' খোঁচা দেয়ার সুযোগটা ছাড়লো না ম্যাক্স, 'পারবে খেলতে?'

এক ঝলক রক্ত উঠে এলো জিমির মুখে। কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। দশ ডলারের একটা নোট ছুঁড়ে দিলো সামনে।

'আমি নেই।' তাস গুটিয়ে ফেললো টেড। 'খুব চড়া বাজি।'

সামনে রাখা নোটের স্তূপ আরো কিছুটা উঁচু হলো। একসময় হাসিহাসি মুখে হাতের তাস নামিয়ে দিলো জিমি। কিং-এর জোড়া একটা।

নিজের তাস উল্টালো ম্যাক্স। দপ্ করে হাসি নিভে গেল জিমির। ঠোঁটদু'টো তিরতির করে কাঁপছে ওর। বহুকষ্টে সামলে নিলো নিজেকে। কষ্টার্জিত হাসি আনলো মুখে, 'তুমিই জিতেছো, ডাক্তার।'

অস্বস্তি বোধ করছে ম্যাক্স। ধীরে ধীরে বাড়ছে সেটা, জিমির উদ্দেশ্য কি ধরতে না পেরে।

ওদিকে বোতলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পিটার আর টেড। পিটার প্রায় মাতাল, টেড তার কাছাকাছি।

জিমির পালা এবার। সতর্ক চোখে ওর সমান করে কাটা পরিষ্কার নখ আর দক্ষ হাতের তাস বাঁটা দেখে মনে মনে হাসলো ম্যাক্স। 'গরুর ব্যাপারি!'

পরপর কয়েকবার হারলো ম্যাক্স। গুনে দেখলো লাভ-লোকসান প্রায় সমান। একটা জিনিস খেয়াল করলো ও, যেবারই জিমি বাঁটছে, সেবারই পিটার জিতছে। হঠাৎ করেই পুরো ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল ওর [illegible] কার ফন্দি এঁটেছে জিমি।

নিজের পালা আসতেই ইচ্ছাকৃতভাবে শাফ্‌ল্ দিতে বেশি সময় নিলো ম্যাক্স। যা দেখবে ভেবেছিল, তা-ই। কিছু কিছু তাসের পেছনে চিহ্ন দেয়া। কিছু বললো না ও। অপেক্ষা করছে।

টেক্কা, কিং, দু'টো পাঁচ আর একটা চার পেলো ম্যাক্স। প্রথম দু'টো তাসের পিঠে খুব ছোট্ট আঁচড়ের দাগ।

পাঁচ আর চার ফেলে জ্যাক, কুইন আর সাত তুললো ম্যাক্স। বড় তাস দু'টো পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো ও। নখের আঁচড় আছে ওগুলোতেও।

দান জিতলো পিটার। পরের বারও সে-ই। খুশিতে দাঁত বেরিয়ে গেল ওর।

'মনে হচ্ছে পিটার ফতুর করে ছাড়বে আমাদের,' হাসতে হাসতে মন্তব্য করলো জিমি, 'বাজির পরিমাণ বাড়িয়ে দিলে কেমন হয়? যদি দু' একবার আমাদের ভাগ্যও খোলে?'

'কিংবা না খোলে,' হো হো করে হেসে উঠলো পিটার। 'আমার কোনো আপত্তি নেই। তোমাদের?'

সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকালো দু'জনই। ঠিক হলো প্রতি থ্রো-তে এক ডলার, বাজির পরিমাণ সর্বোচ্চ পঞ্চাশ ডলার।

খেলা চলছে। সমানে জিতছে পিটার। দিলখোলা হাসি দিচ্ছে আর বোতল সাবাড় করছে সে।

আরো তিন দান খেলা হলো। এর মধ্যে দু'বার জিতলো পিটার, একবার ম্যাক্স।

যতটা না সত্যি তার চেয়ে বেশি জড়ানো গলায় বললো জিমি, 'আরো সাহসী হওয়া দরকার, কি বলো, পিটার?'

'মানে?'

'মানে, আরো চড়া বাজিতে খেলতে চাই। প্রতি থ্রো-তে দশ ডলার, সর্বোচ্চ যত খুশি।'

'নিশ্চয়ই,' সাথে সাথে সায় দিলো পিটার।

'আমি নেই, বাপু,' একটু হলেও কাণ্ডজ্ঞান এখনো আছে টেডের, 'বাড়ি গিয়ে ঘুমুবো এখন।'

'তুমি?' ম্যাক্সের দিকে ফিরলো জিমি।

'রাজি।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠলো জিমির মুখ। ঠাণ্ডা আর কুৎসিত দেখালো চোখ দু'টো। মনের ভাব ফুটে উঠলো চেহারায়। ওর পরিকল্পনার ব্যাপারে আরো নিশ্চিত হলো ম্যাক্স। প্রথমে পিটারকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে, এবার তাকে চুষে খাওয়ার মতলব।

'ডাক্তারের জন্যে বাজির পরিমাণটা কিন্তু বেশি হয়ে যাচ্ছে,' এবার সরাসরি বিদ্রূপ করলো জিমি, 'মনে হচ্ছে, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে উঠেছে আমার।'

'আরে, বাদ দাও ওসব,' অসহিষ্ণু গলা শোনা গেল পিটারের, 'শুরু করো খেলা।'

জিমির বাঁটা। সত্তর ডলার জিতলো সে। পরের দু'দানে ম্যাক্স জিতলো একশ' ডলার। এবারে পিটারের বাটা। জিমি জিতলো সেবার। পরের দু'বারও।

ম্যাক্সের বাটা এবার। সবাইকে দিয়ে নিজের তাসগুলো তুলে নিলো ও। এর মধ্যেই আসল টাকায় টান পড়েছে পিটারের। আরো টাকা বের করার জন্যে পকেটে হাত ঢোকালো।

'থামো, পিটার,' বাধা দিলো ম্যাক্স, 'এভাবে হারার কোনো মানে হয় না।'

'কি বলতে চাও তুমি?' প্রায় খেপে উঠলো পিটার, 'আরো হারলেও কিছু এসে যায় না আমার।'

'সে জানি আমি,' শান্ত স্বরে বললো ম্যাক্স, 'এবং হারবেও। তাসে চিহ্ন দেয়া আছে।'

'মানে?' অবাক ভাব দেখালো জিমি। চেয়ার ঠেলে সরিয়ে দিলো পেছনে, 'কি বোঝাতে চাইছো?'

তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে লক্ষ্য রাখলো ম্যাক্স। চেয়ার পেছনে ঠেলে দেয়া, হাতের আঙুলগুলো রাখা টেবিলের প্রান্তে। এর অর্থ, শার্টের ভেতরে লুকোনো আছে কিছু। পিস্তল কিংবা ছুরি।

'তোমার হাতের তাসগুলো দেখো,' জিমির ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই পিটারকে বললো ম্যাক্স, 'টেক্কা, কিং, কুইন, জ্যাক—তাই না? পরেরটা ফালতু। জানা কথা, স্ট্রেইট বানাবার চেষ্টা করবে তুমি। কিন্তু পারবে না। দশ থেকে ওপরের সব তাসে চিহ্ন দেয়া। আশায় আশায় তুমি সমানে বাজি চড়াতে এবং হারতে। জিমির হাতে তিনটে দশ, দু'টো কুইন। ফুল হাউস।'

'এসবের অর্থ কি?' বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে পিটারকে।

'তোমার গরু-ব্যবসায়ী বন্ধু, যে জীবনে তাস ছাড়া অন্য কিছু চেনে না, তার কাজ। আমাদের দুষে ছিবড়ে বানানোর তালে ছিলো সে।'

খপ্ করে হরতনের একটা দশ তুলে নিয়ে আলোর সামনে ধরলো পিটার। পরীক্ষা করেই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। 'শালা

জোচ্চোর!'

'বাস্টার্ড,' গাল দিয়ে উঠলো জিমি। পায়ের ধাক্কায় পেছনে সরিয়ে দিলো চেয়ার। সামান্য উঁচু করলো হাত। চোখের পলকে ডান হাতে দেখা গেল পয়েন্ট টু-টু বোর রেমিংটন ডেরিঞ্জার। অত্যন্ত দ্রুত দু'বার গুলি ছুঁড়লো সে ম্যাক্সের মাথা লক্ষ্য করে।

জিমির ওপর কড়া নজর রেখেছিল ম্যাক্স। তার মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠতেই বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। দ্রুত একপাশে কাত হলো ও। একই সাথে ডান হাত চলে গেল কোমরে।

কানের পাশে বোমা ফাটালো পিস্তলের গুলি। হাত থেকে তাসটা খসে পড়লো পিটারের। সেটা শূন্যে থাকতেই টেবিলের নিচ দিয়ে গুলি ছুঁড়লো ম্যাক্স। জিমির ঠিক দু'পায়ের মাঝখানে বিঁধলো গুলিটা। আর্তচিৎকার দিয়ে পিস্তলটা ছেড়ে দিলো জিমি। দু'হাতে চেপে ধরলো দু'পায়ের সঙ্গমস্থল। রক্ত আর প্রস্রাব এসে ভিজিয়ে দিলো হাত আর ট্রাউজার।

অতি কষ্টে হাত তুললো জিমি। টপটপ করে রক্ত ঝরছে আঙুল বেয়ে। হাত বাড়ালো টেবিলের ওপর পড়ে থাকা পিস্তলের দিকে।

গুলি করলো ম্যাক্স। এতো কাছ থেকে পয়েন্ট ফোর ফোর বুলেটের ধাক্কা খেয়ে উড়ে গিয়ে মেঝেতে পড়লো জিমি। বুকের বাঁ পাশে ছোট্ট কালো ফুটোটা দ্রুত লাল ফুল ফোটালো একটা। পরমুহূর্তেই ঝর্না হয়ে উঠলো সেটা।

বার কয়েক হাত পা ছুঁড়ে নিশ্চল হয়ে গেল জিমি।

শান্তভাবে খোলছ'টো ফেলে দিয়ে ছ'টো নতুন গুলি ভরলো ম্যাক্স। মাথা নাড়লো এপাশ ওপাশ, 'জোচ্চোরদের নিয়ে এই হচ্ছে মুশকিল। লোভের শেষ নেই, অথচ ধরা পড়লে আর কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু থাকে না।'

চার

আগুয়াব্রাভা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে ম্যাক্স। এখন ওর দরকার নিঃসঙ্গ নির্জনতা। তাই বেছে নিয়েছে পাইড্রাস রান্ধাসকে। আগুয়াব্রাভা থেকে ঘোড়ার পিঠে পাঁচ দিনের পথ।

ছ'ধারে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল রুক্ষ পাথুরে পাহাড়। সামনে নিউ মেক্সিকান সমতলভূমি। প্রাণহীন, উষর, নিষ্ঠুর।

নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা উপভোগ করছে ম্যাক্স। মাঝে মাঝে প্রত্যেক মানুষেরই প্রয়োজন এমন। এই মুহূর্তে ম্যাক্সের প্রয়োজন আরো বেশি। প্রতিবার গানফাইটের পরপরই এমন হয় ওর।

যাচ্ছে আর এলোমেলো ভাবনা এসে ভিড় করছে ওর মনে। ডাক্তার ও, মানুষকে বাঁচানোই ওর কাজ। অথচ কোথায় কে বসে কলকাঠি নাড়ছে, পুরো কাজের ধারাটাই বদলে যাচ্ছে ওর। মানুষকে বাঁচানোর বদলে মানুষ খুন করতে হচ্ছে নিজে বেঁচে থাকার তাগিদে। এই পশ্চিমে, মানুষের প্রাণ এতো শস্তা। সাধারণ ব্যাপার নিয়ে কী অবলীলায় একজন খুন করছে আরেকজনকে।

অনায়াসে দোষ স্বীকার করতে পারতো জিমি। বড়জোর কয়েক-দিনের জেল হতো, কিংবা গলাধাক্কা দিয়ে শহর থেকে বের করে দেয়া হতো ওকে। তার বদলে পিস্তল বের করলো এবং হিসেব নিকেশ চুকিয়ে ফেললো চিরদিনের মতো।

মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয় ম্যাক্সের। মনে হয়, এতো কষ্টে অর্জন করা সভ্যতার আবরণ আস্তে আস্তে ক্ষয়ে আসছে ওর। প্রত্যেকটা গানফাইটে জেতার পরপরই এই অনুভূতি গ্রাস করে ওকে। অবশ্য ভালোও লাগে কিছুটা, নিজেকে বিজয়ী হতে দেখে, বন্য হিংস্র রাগ হঠাৎ করে প্রশমিত হতে দেখে। সেই সাথে নিজের পাশবিক রূপ দেখে ভয়ও পায়। তাই ঠিক করেছে, যখনই সম্ভব হবে চিকিৎসা করে মানুষকে বাঁচিয়ে তুলবে ও।

চতুর্থ দিনে রূপ বদলালো প্রকৃতি। প্রাণহীন প্রান্তরে জেগে উঠতে শুরু করলো জীবনের স্পন্দন।

প্রথমে চোখে পড়লো রোদে পোড়া বাদামী ঘাস। একটু পরেই শুরু হলো পাহাড়ের গায়ে পাইনের সারি। আসবো আসবো করছে শরৎ। সেই নতুন ঋতুর প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো। আরো ওপরে, শাদা বাকল গায়ে অ্যাস্পেনের দল সেজেছে সোনালি সাজে। তাকে সঙ্গ দিয়েছে কটন উড, গাঢ় ওক আর ক্যানিয়নের ওপর ঝুঁকে থাকা মেপল ট্রি।

শেষ বিকেলে আকাশে অনেকক্ষণ ঝুলে থাকে সূর্য, যাই যাই করেও যায় না। সোনার আলোয় ভরিয়ে দেয় প্রান্তর। পরশ বুলিয়ে যায় লালচে বাদামী বালি, গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের গায়ে।

সন্ধ্যার পর শীতের আগাম বার্তা নিয়ে ধেয়ে এলো ঠাণ্ডা বাতাস। শরীর জুড়িয়ে গেল ম্যাক্সের। চিন্তা করছে না ও। ভয় পাবার মতো ঠাণ্ডা পড়তে এখনো অনেক দেরি।

কেন যেন হঠাৎ করে আগের এক শীতের কথা মনে পড়লো ওর। সেবার টেক্সাসে প্রায় মারাই পড়েছিল। কেমন করে যে এক র‍্যাঞ্চে পৌঁছেছিল, নিজেও জানে না। কি যেন নাম ছিলো মেয়েটার, মনে করার চেষ্টা করলো ম্যাক্স। অ্যামি লরেন্স। জিন্জার অভাব অনেকটা পূরণ করতে পারতো সে। ওকে থাকতেও বলেছিল মেয়েটা, আশ্বাস দিয়েছিল নতুন জীবনের। কিন্তু থাকেনি ও। প্রতিশোধের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে ওর বুকে। সেটা না নেবা পর্যন্ত শান্তি নেই ওর। তারপর, যদি খুব বেশি দেরি না হয়ে যায়, হয়তো অ্যামির কাছে ফিরে যাবে ও।

নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ম্যাক্সের বুক চিরে। জোর কদমে ঘোড়া ছোটালো সামনে।

পঞ্চম দিন, পড়ন্ত বিকেল। দূর থেকে চেনা গেল পাইড্রাস ব্লাঙ্কাস।

পশ্চিমে হেলে পড়েছে সূর্য। উত্তরে কালো হয়ে উঠেছে মেঘ। বৃষ্টি আসবে, বাতাসের ঘ্রাণ নিয়ে বিড়বিড় করলো ম্যাক্স। পেটে খোঁচা খেয়ে আগের চেয়ে দ্রুত ছুটলো ঘোড়াটা।

রোদে পোড়া ইটের বাড়িঘর। সামনে শক্ত সোনালি কাঠের কারুকাজ।

সরু একটা খালের ধার ঘেঁষে গড়ে উঠেছে শহরটা। খালের ধারে লাইমস্টোনের স্তূপই চিনিয়ে দিচ্ছে শহরের নামকরণ আর

নির্মাণ সামগ্রীর উৎস।

শহরটাকে দু'ভাগ করে বয়ে গেছে খাল। পশ্চিম পাড়ের সব ক'টা বাড়ি কাঠের। পুব পারের বাড়িগুলো ইট আর কাঠ দিয়ে তৈরি। ইংরেজীতে লেখা সাইনবোর্ড। মেক্সিকান খাবারের গন্ধ ভাসছে বাতাসে।

নিজের স্প্যানিশ বিদ্যা নিয়ে মেক্সিকান সাইডে থাকার সাহস হলো না ম্যাক্সের। খাল পার হয়ে আমেরিকান সাইডে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো ও।

এক জায়গায় এসে বেঁকে গিয়েছে খাল। জল বেশ কম এখানে। নিচে লাইমস্টোনের ওপর চিকচিক করছে বালি। পানি ছিটিয়ে ওপারে পৌছুলো ম্যাক্স।

চওড়া রাস্তা। বেশ কিছুটা সামনে সেলুন। হৈ-হুল্লোড়ের আওয়াজ পাচ্ছে ও। মাঝে মাঝে দরজার ফাঁক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আলো। আশেপাশে আলো জ্বলে উঠছে আরো।

শহরের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে আস্তাবল। বেশ বড়সড়। পাল্লাদু'টো হাট করে খোলা।

এগিয়ে গেল ম্যাক্স। কাছাকাছি পৌছুতেই ঘোড়া আর ভেজা খড়ের গন্ধ এসে ধাক্কা দিলো নাকে।

ফর্ক দিয়ে খড় সরাচ্ছিলো একজন। ম্যাক্সকে দেখে কাজ থামালো। এগিয়ে এলো দরজার কাছে। 'গুড ইভনিং' কথায় মেক্সিটান টান লোকটার। 'মনে হচ্ছে থাকতে চাও। একরাত, নাকি বেশি?'

'বেশি।'

'যদি পয়সা কামানোর উদ্দেশ্যে এসে থাকো তাহলে ঘোড়া থেকে না নামতে পরামর্শ দেবো তোমাকে। এখানে সব আছে। একটু বেশি পরিমাণেই আছে। ওপাশেও তাই।' খালের অন্য-পাশটা দেখালো সে।

'ডাক্তার আছে?' কথাটা কেন যেন মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল ম্যাক্সের।

'আছে। ডাক্তার স্মিথ। কেন, ঘা খেয়েছো নাকি কোথাও?'

'নাহ্, এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

'ডাক্তার, শেরিফ, ব্যাংক সব আছে আমাদের,' জানালো লোকটা।

'চমৎকার শহর,' চারপাশে তাকিয়ে দেখে মন্তব্য করলো ম্যাক্স, 'শান্ত, নির্ঝঞ্ঝাট।' ঘোড়া থেকে নামলো ও। রাইফেল আর ব্যাগটা হাতে নিলো।

'ওই একটাই সমস্যা,' হাসলো লোকটা, 'একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট। কোনো উত্তেজনার খোরাক নেই। বিরক্তিকর।'

ম্যাক্সও হাসলো। ঘোড়া দেখাশোনার জন্যে লোকটার হাতে পাঁচ ডলারের একটা নোট ধরিয়ে দিলো। 'এটা শেষ হবার আগেই আসবো আমি।'

বিশাল কালো চাদরের মতো ঝুপ করে নেমেছে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশে ঘন কালো মেঘ। এক পলকের জন্যে উঁকি দিলো আধখানা চাঁদ।

থমকে গেছে বাতাস। চারদিক অসম্ভব শান্ত লাগলো ম্যাক্সের। গানফাইটের আগমুহূর্তের মতো পরিস্থিতি মনে হচ্ছে। বিন্দু বিন্দু

ঘাম জমেছে ওর মুখে।

দু'পা এগোলো ম্যাক্স। কানে তালা ধরিয়ে দিলো হঠাৎ ভেসে আসা মেঘের গর্জন। গুরুগুরু শব্দে হুঙ্কার ছাড়লো যেন। সেই সাথে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঝলসে গেল বিদ্যুতের বাঁকা রেখায়।

দৌড় দেবে কি দেবে না সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই হুড়মুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়লো বৃষ্টি। প্রথমে ছোট, তারপর বড় বড় ফোঁটায়। এর পরপরই ছুটে এলো ঠাণ্ডা বাতাস।

ভাগ্যকে অভিশাপ দিলো ম্যাক্স। পড়িমরি করে ছুটলো সামনে।

বৃষ্টির ঘন একটা পর্দা সামনে। শুধু ঘোলাটে কিছু আলো দেখে আন্দাজ করে নিচ্ছে ঘরবাড়ির।

রাস্তায়, ছাতে ফটফট আওয়াজ তুলছে বৃষ্টির ফোঁটা। খালের ওপাশে একটা কুকুর ডেকে উঠলো। সেলুনের বারান্দায় পৌঁছুলো ম্যাক্স। চওড়া হ্যাট থাকায় মাথাটা শুধু শুকনো রয়েছে, তাছাড়া বাকি শরীর ভিজে একেবারে চুপচুপে হয়ে গেছে ওর। চিপে কাপড় থেকে যতটা সম্ভব পানি ঝরালো ও। ঘষে ঘষে গোড়ালি থেকে কাদা মুছলো।

সেলুনের বারান্দায় লণ্ঠন ঝোলানো। শাদা ধোঁয়া উঠছে, এঁকেবেঁকে উড়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাসে।

একটু মাথা নিচু করে দরজার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। দু'হাতে স্কার্টটা একটু তুলে ধরেছে কাদার ছোঁয়া বাঁচাতে।

এগিয়ে গেল ম্যাক্স। দরজাটা খুলে ধরলো মেয়েটার জন্যে।

'ধন্যবাদ,' মিষ্টি করে হাসলো মেয়েটা। মুখ তুললো।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো ম্যাক্স। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো ওর। হাঁ করে তাকিয়ে রইলো সামনে। লিজা, নাকি লিজার প্রেতাত্মা?

বছর পঁচিশেক বয়স হবে মেয়েটার। পরিপূর্ণ ভরাট শরীর। গোলাপী গাল, মরাল গ্রীবা, খাড়া নাক। হালকা নীল পোশাক পরেছে সে।

'কোনো সমস্যা?' রিনরিন করে উঠলো মেয়েটার গলা। একটু বিস্ময়, একটু অস্বস্তি মাখা।

'ও, নাহ্‌...' সামলে নিলো ম্যাক্স, 'দুঃখিত।'

'মনে হলো, তোমার কবরের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল কেউ।'

হাসলো ম্যাক্স। 'আমার নয়, অন্য কারো।'

'মানে?

'না, কিছু নয়,' প্রসঙ্গ বদলালো ও, 'তোমাকে খুব চেনা একজনের মতো লাগছিল।'

কথা বলতে বলতে আলোর একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। এবারে ভালো করে মেয়েটাকে লক্ষ্য করলো ম্যাক্স। প্রথমে যতটা লিজার মতো মনে হয়েছিল, এখন আর অতটা লাগছে না।

হাসলো মেয়েটা। টোল পড়লো গালে। মনে হচ্ছে কারো সাথে দেখা করতে যাবার তাড়া আছে ওর। কিন্তু ছুট্‌ করে চলেও যেতে পারছে না এখন।

'আসলে,' একটু লাজুক গলায় বললো ম্যাক্স, 'ঠিক তোমার মতই দেখতে ছিলো মেয়েটা। অবশ্য সে অনেক দিন আগের কথা।'

'বোঝাই যাচ্ছে, তার সাথে গভীর সম্পর্ক ছিলো তোমার।'

'তা ছিলো,' স্বীকার করলো ম্যাক্স।

'আচ্ছা, আসি তাহলে।'

'দুঃখিত। কিছু মনে করো না, আমার ওভাবে তাকানোটা উচিত হয়নি।'

'মেয়েরাও তো চায়, মাঝে মাঝে কেউ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকুক,' হেসে উঠলো মেয়েটা। ম্যাক্সও।

সেলুনের দরজা ঠেলে লম্বামতো একটা লোক বেরিয়ে এলো। চওড়া কাঁধ, কালো চুল। আকর্ষণীয় চেহারা। বারান্দার শেষ মাথায় গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সে। আপনা থেকেই লোকটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো ম্যাক্স। নাহ্, কোনো কাটা দাগ নেই মুখে, মসৃণ চামড়া।

'আবার ভূত দেখছো নাকি!' খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটা।

'না, এবারে জ্যান্ত লোকের সাথে চেহারা মেলাচ্ছিলাম,' হেসে উত্তর দিলো ম্যাক্স।

'কিন্তু নিউমোনিয়ায় মারা যেতে না চাইলে তোমার পোশাক বদলানো দরকার।'

এতক্ষণে নিজের ভেজা পোশাক সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলো ম্যাক্স। খেয়াল করলো, ওর পায়ের নিচ থেকে পানির স্রোত বয়ে

যাচ্ছে।

দরজা খুলে ধরলো ও। ভেতরে ঢুকলো মেয়েটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি সিনথিয়া—সিনথিয়া স্মিথ। আমার বাবা এ-শহরের ডাক্তার।'

'আমি ম্যাক্স ওয়াইল্ডার।'

হেসে চলে গেল সিনথিয়া। ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকলো ম্যাক্স। মনে মনে স্বীকার করলো, মেয়েটার হাঁটার ভঙ্গিটি বড় সুন্দর। অনেক অনেক দিন পরে কোনো মেয়ের দিকে অমন করে তাকালো ও।

একটা রুম ভাড়া করলো ম্যাক্স। ডেস্ক ক্লার্কের কাছ থেকে চাবি নিলো। ঘরে এক বোতল হুইস্কি আর গোসলের জন্যে গরম পানির ব্যবস্থা করতে বলে উঠে গেল ওপরে।

দোতলায় প্যাসেজের শেষ মাথায় ঘরটা। রাস্তার ঠিক ওপরে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো ও। ছোট ঘরটা। টেবিল, বিছানা আর আলমারিতেই প্রায় ভরে গেছে সবটা জায়গা। ছাতে লণ্ঠন ঝুলানো।

স্যাডল ব্যাগটা টেবিলে রাখলো ও। চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ম্যাচ জ্বাললো। লণ্ঠন জ্বেলে ঝুলিয়ে রাখলো ছাতে। একটু পরেই টোকা পড়লো দরজায়।

দরজা খুললো ম্যাক্স। মাঝবয়সী এক মহিলা দাঁড়িয়ে। হাতে তোয়ালে, ট্রে-তে হুইস্কির বোতল আর গ্লাস। জানালো, গোসলের পানি দেয়া হয়েছে নিচে। ভেজা জামা কাপড়গুলো শুকোনোর জন্যে তার কাছে দিয়ে বোতলের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকালো

ম্যাক্স। লোভ সামলে নিলো সাথে সাথে। গোসল সেরে তারপর খাবে।

ভেজা ট্রাউজার পরে গায়ে তোয়ালে জড়িয়ে গোসলখানার উদ্দেশে রওনা হলো ও। কি মনে করে তোয়ালের আড়ালে রিভলভারটা লুকিয়ে নিলো সাথে।

গরম পানিতে গোসল করে পাঁচ দিনের ক্লান্তি নিমেষে প্রায় দূর হয়ে গেল ম্যাক্সের। ঘষে ঘষে ময়লা তুললো গায়ের। এ ক'দিনে ময়লার পুরু একটা আস্তরণ পড়ে গিয়েছিল শরীরে।

পোশাক বদলে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো ও। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকলো। কান পেতে বাইরের কিছু শোনার চেষ্টা করলো, তারপর এক ঝটকায় খুলে ফেললো দরজা।

খাঁ খাঁ করছে শূন্য করিডর। নিজের এতো সতর্কতায় নিজেই হাসলো ম্যাক্স। ব্যাপারটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে ওর।

রুমে ঢুকে বোতল খুললো। ভেতরের পদার্থ গ্লাসে ঢালার আগেই টোকা পড়লো দরজায়। খাবার নিয়ে এসেছে সেই মেয়েটা। ট্রে-টা ভেতরে রেখে চলে গেল সে।

ট্রে-র ঢাকনা সরালো ম্যাক্স। গন্ধে জিভে জল এসে গেল ওর। হুইস্কি বাদ দিয়ে গোগ্রাসে খাওয়া শুরু করলো। চেটে-পুটে শেষ করে ফেললো যা ছিলো সব। তৃপ্তির সাথে একটা ঢেকুর তুললো। ট্রে-টা দরজার বাইরে রেখে ভেতর থেকে আটকে দিলো দরজা।

স্যাডল ব্যাগ থেকে কাগজে মোড়া চুরুট বের করলো ম্যাক্স। চমৎকার তামাকের গন্ধে ভরে উঠলো বাতাস। চুরুট ধরিয়ে বোতল থেকে হুইস্কি ঢাললো। আয়েশ করে চুমুক দিলো গ্লাসে।

বাইরে বৃষ্টির ছন্দময় সঙ্গীত, ঝুমুরঝুমুর ঝুমুরঝুমুর। কখনো দ্রুত, কখনো মৃদুলয়ে। কখনো কাছে, কখনো দূরে। অস্ফুট সঙ্কোচমাখা। যেন কোনো কুমারীর প্রথম সমর্পণের কুণ্ঠা জড়ানো। চোখ মুদে এলো ম্যাক্সের। দুলছে, দুলছে সবকিছু।

একটা আলো ফুটে উঠলো কোথাও। কাছে এলে বোঝা গেল ওটা সিনথিয়া, হাসছে সে। মেয়েটা ওর সমস্ত দুঃখের স্মৃতিকে জাগিয়ে দিয়েছে আজ।

হঠাৎ মুখটা বদলে গেল সিনথিয়ার। তার বদলে দেখা গেল লিজাকে। চায়ের টেবিলে বসে হাসছে ও। দৃশ্য বদলে গেল। বনের ভেতর দিয়ে দৌড়ুচ্ছে ওরা, লিজা আর ম্যাক্স। খিলখিল করে হাসছে লিজা। এক সময় বাহুবন্ধনে ধরা পড়লো ওর। সমুদ্রের তীর। পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে শাদা ফেনা, বাতাসে শোঁ শোঁ গর্জন, হাওয়ায় উচ্ছল লিজার চুল। হাত ধরাধরি করে হাঁটছে ওরা। হাসছে। তারপরই বীভৎস দৃশ্য। রক্তাক্ত, মুখের অর্ধেকটা নেই। কে ও? লিজা? পাশে নিক গ্যাটোর কুৎসিত মুখ।

থিরথির করে কাঁপছে ম্যাক্স। কামড়ে ধরে আছে ঠোঁট। বালিশ ভিজে উঠেছে লোনা পানিতে। খামচে ধরেছে বিছানা। স্বপ্ন, সব স্বপ্ন। ছারখার হয়ে গেছে সব।

পাগলের মতো বিছানায় উঠে বসলো ও। বোতল থেকে ঢকঢক করে নির্জলা হুইস্কি ঢাললো গলায়। জ্বলতে জ্বলতে নেমে

গেল তরল আগুন।

বুকের ভেতরে কী যে কষ্ট।

বোতলটা খালি করে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো রাস্তায়। বৃষ্টির আওয়াজে চাপা পড়ে গেল বোতল ভাঙার শব্দ।

টলতে টলতে বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাক্স। হুইস্কি শুধু কষ্টই বাড়ালো ওর। না শান্তি, না সাহস— কিছুই পেলো না ও। সাহস যথেষ্ট আছে ওর। শান্তি, সে আর কতদূর?

ক্লান্ত হয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো ম্যাক্স। ওর দুঃখে সারারাত ধরে অঝোর ধারায় কাঁদলো আকাশ।

পাঁচ

বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙলো ম্যাক্সের। মেঘের গর্জন থেমে গেছে, তবে বৃষ্টি আছে এখনো। ভালো করে কান পাতলে শোনা যায় বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ।

চোখ মেললো ম্যাক্স। হাউ-উ···করে লম্বা একটা হাই তুললো। মুখের ভেতরটা বিস্বাদ হয়ে আছে, মাথার ওজন মনে হচ্ছে তিন মন।

উঠে বসলো ও। মাথার ভেতরে অসংখ্য পিন ফোটালো কেউ। একঝাঁক তারা জ্বলে উঠলো চোখের সামনে। তাড়াতাড়ি টেবিল আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকালো। এ হচ্ছে কালকের হুইস্কি গেলার ফল। জীবনে কখনো এভাবে মদ খায়নি ও।

টপটপ করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে গা বেয়ে। জগের দিকে হাত বাড়ালো। খেয়াল করলো, একটু একটু কাঁপছে হাতটা। ঢকঢক করে আধ জগ পানি খেলো। একটু সুস্থ লাগলো শরীরটা।

লণ্ঠনের দিকে তাকালো ও। এখনো জ্বলছে সেটা। কালি পড়ে প্রায় কালো হয়ে গেছে চিমনি।

লণ্ঠন নিবিয়ে দিয়ে জানালা খুললো ম্যাক্স। এক ঝলক ঠাণ্ডা

হাওয়া ঢুকলো ঘরে। শরীরটা জুড়িয়ে গেল ওর।

ধূসর ইস্পাতের মতো আকাশ। বৃষ্টির বেগ রাতের চেয়ে কম। তবে তাড়াতাড়ি থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

ছাত থেকে অনেকগুলো সরু ধারায় গড়িয়ে নামছে পানি। জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়ালো ম্যাক্স। তালুতে পানি জমিয়ে মাথায় ঢাললো। বারকয়েক এভাবে মাথা ভেজালো ও।

চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলো ও। আরেকটু সুস্থ হয়ে শেভ করতে বসলো। গাল না কেটেই শেষ করতে পারলো কাজটা।

দরজার বাইরে হুকের সাথে ঝোলানো ওর জামা কাপড়-গুলো, শুকিয়ে ইস্ত্রি করে দেয়া। খুশি হয়ে উঠলো ম্যাক্স। গুনগুন করে গান ধরলো একটা।

সবসময় ফিটফাট থাকতে পছন্দ করে ও। আজকে কেন যেন পোশাকের ব্যাপারে আরেকটু বেশি নজর দিলো। শাদা শার্ট, ধূসর স্যুট, কালো বো টাই। ডান পকেটে সোনার চেন লাগানো ঘড়ি। চেনটা দেখা যায় বাইরে থেকে।

পরিপাটি করে চুল আঁচড়ালো ম্যাক্স। ভালভাবে মুছে চকচকে করলো জুতোজোড়া। কোমরে গানবেল্ট ঝুলিয়ে বারকয়েক পরীক্ষা করলো, দরকারের সময় দ্রুত বের করতে পারবে কিনা অস্ত্র। সন্তুষ্ট হলো। অতটা অসুস্থ লাগছে না এখন আর।

ঘড়ি দেখলো ম্যাক্স। প্রায় দুপুর। খিদে পেয়েছে বেজায়। তাড়াতাড়ি ডাইনিং রুমের উদ্দেশে পা বাড়ালো।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে চুপচাপ ডাইনিং হলে বসে আছে ম্যাক্স।

চুরুট ধরিয়ে টানছে মাঝে মাঝে। দৃষ্টি রাস্তার দিকে। এখনো বৃষ্টি পড়ছে।

সময়টা কিভাবে কাটানো যায়, ভাবছে ও। সারা বিকেল সেলুনে বসে কাটানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই ওর। একা একা থাকতে কিংবা রুমে ফিরতেও ভয় পাচ্ছে। আবার যদি তাড়া করে ফেরে স্মৃতি? পোকার খেলে যে সময় কাটাবে, সে উপায়ও নেই। তাস খেলার সময়ই হয়নি এখনো।

সিনথিয়ার কথা মনে এলো ম্যাক্সের। আর তক্ষুণি মনে পড়লো, তার বাবা এ-শহরের ডাক্তার। তার সাথে দেখা করতে গেলে কেমন হয়?

রুমে ফিরে ডাক্তারী ব্যাগ খুললো ম্যাক্স। কি কি লাগতে পারে দেখলো। প্রায় সবই আছে, শুধু মরফিন দরকার। মরফিন থাকলে হ্যারি গিলবার্টের মতো রোগীর যন্ত্রণা কিছুটা কমানো যাবে।

দরজায় তালা দিলো ম্যাক্স। ডেস্ক ক্লার্কের কাছ থেকে ডা: স্মিথের বাড়ির অবস্থানটা জেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

শহরের এক প্রান্তে ছোটখাট একতলা বাড়ি। সামনে লন, শাদা রঙ করা কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। গেট থেকে রাস্তা চলে গেছে সোজা সদর দরজায়। দু'পাশে বাগান। বাগানের এক কোণে প্রায় পত্রহীন শীর্ণ একটা আপেল গাছ।

গেটে পেতলের ঝকঝকে নেমপ্লেট: কলিন স্মিথ, এম. ডি. ফিলাডেলফিয়া।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকলো ম্যাক্স। নক্ করলো দরজায়। দরজা

খুললো সিনথিয়া। হালকা সবুজ পোশাক পড়েছে সে, চুল-গুলো ফিতে দিয়ে বাঁধা। কোমরে বাঁধা এপ্রন, হাতে লম্বা ঝাড়ন। লিজার কথা মনে পড়লো ম্যাক্সের। তার কখনো ঘর ঝাড়ু দেয়ার সৌভাগ্য হয়নি।

'আমি জানতাম, বাবার সাথে দেখা করতে আসবে তুমি,' হেসে বললো সিনথিয়া। 'তবে এ-চেহারায় দেখে কিছু মনে করো না যেন। বৃষ্টির দিন, অন্য কোন কাজ নেই, তাই ধুলোবালি পরিষ্কার করছি।'

'না না, খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলো ম্যাক্স, 'দুঃখিত, তোমার কাজের ব্যাঘাত ঘটালাম।'

'দুঃখিত হবার কিছু নেই,' ঝাড়নটা দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখলো সিনথিয়া। 'লোকজন এতই কম আসে এখানে যে মাঝে মাঝে কেউ কাজের ব্যাঘাত ঘটালে খুশিই হই।' খিলখিল করে হেসে উঠলো ও।

হাসলো ম্যাক্স। একটু অস্বস্তি বোধ করছে। ভাবছে, এখানে আসাটা ঠিক হলো কিনা। সিনথিয়াকে দেখে লিজার কথা মনে পড়ছে বারবার।

'তুমি বসো, বাবাকে বলছি তোমার কথা।'

একটু পরেই ফিরে এলো ও। পাশের একটা দরজা খুলে ধরলো। হেসে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলো ভেতরে যাবার।

চওড়া একটা ডেস্কের পেছনে বসে আছে ডাঃ স্মিথ। বিশাল শরীর, শরীর অনুপাতে চওড়া কাঁধ আর ভারী মুখ। পরিপাটি করে আঁচড়ানো রুপোলি চুল। গালের দু'পাশে গভীর দু'টো

ভাঁজ চেহারাটাকে বন্ধুত্বপূর্ণ আর হাসিখুসি করে তুলেছে। দেখেই বোঝা যায়, এককালে যথেষ্ট সুপুরুষ ছিলো সে। নীল চোখ-জোড়া কৌতুকে নাচছে সারাক্ষণ।

শাদা শার্ট আর কালো কোট পরেছে ডাঃ স্মিথ। ম্যাক্স ঢুকতেই হাত বাড়িয়ে দিলো ওর দিকে, 'গুড ইভনিং, মিঃ ওয়াইল্ডার।'

'গুড ইভনিং, ডঃ স্মিথ,' হ্যাণ্ডশেক করতে করতে প্রত্যুত্তর দিলো ম্যাক্স।

'বলো, তোমার জন্যে কি করতে পারি।

'আমার কিছু মরফিন দরকার।'

'মরফিন?' থমথমে হয়ে উঠলো ডাঃ স্মিথের চেহারা। ভুরু কুঁচকে বললো, 'যুদ্ধে ছিলে নাকি তুমি?'

ম্যাক্স বুঝলো, ভুল বুঝেছে ডাক্তার। ওকে ভেবেছে যুদ্ধ-ফেরতা সৈনিক, যারা ব্যথা কমাতে মরফিন ব্যবহার করতে করতে আসক্ত হয়ে গেছে মরফিনে। যাদের সামর্থ্য আছে তারা ধরেছে হেরোইন।

হাসলো ম্যাক্স, 'ভুল বুঝেছেন, ডক্টর। আমি নেশাসক্ত নই। আমিও একজন ডাক্তার।'

'ডাক্তার?' চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলো ডাঃ স্মিথ, 'বলো কি? ওহ্ ঈশ্বর, কতদিন পরে যে নিজের পেশার একজনকে দেখলাম!'

'অবশ্য আমি এখন ঠিক নিয়মিত প্র্যাকটিস করছি না,' ডাক্তারের উৎসাহ দেখে তাড়াতাড়ি জানালো ম্যাক্স। 'অন্য একটা কাজে ব্যস্ত আছি। তবে সময় পেলেই ডাক্তারী করি। সেজন্যেই

মরফিন দরকার।'

আবার ভুরু কুঁচকে গেল ডাক্তারের।

এ-ধরনের আশঙ্কা আগেই করেছিল ম্যাক্স। পকেট থেকে ওর মেডিক্যাল সার্টিফিকেটটা বের করে ডাঃ স্মিথের হাতে দিলো ও। ধারগুলো কুঁচকে গেছে ওটার, ভাঁজ বরাবর ছেঁড়ার পূর্বাভাস।

গভীর মনোযোগ দিয়ে সার্টিফিকেটটা দেখলো ডাক্তার। চেহারায় কোনো পরিবর্তন হলো না তার। কাগজটা ফেরত দিয়ে ডাক্তারী সম্পর্কে এটা ওটা জিজ্ঞেস করতে শুরু করলো।

মনে মনে হাসলো ম্যাক্স। ইংল্যাণ্ডে পড়ার সময় বহুবার এমন অবস্থার মোকাবেলা করেছে ও। প্রশ্নের সাথে সাথে উত্তর দিয়ে গেল। ভাবতে সময়ই নিলো না। শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হলো ডাঃ স্মিথ।

'কিছু মনে করো না, ডাক্তার,' হাসলো ডাঃ স্মিথ, 'আমার নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার ছিলো।'

'ভালোই লাগলো আমার। ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ে গেল। আমার প্রফেসররাও এভাবে প্রশ্ন করতেন।'

ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলো ডাক্তার। উঠে কাবার্ডের দিকে এগিয়ে গেল। হাসি আর উচ্চতা কোত্থেকে পেয়েছে সিনথিয়া, বুঝলো ম্যাক্স।

'একেবারে খাঁটি ফরাসী ব্রান্ডি,' দু'টো গ্লাসের একটা ম্যাক্সের দিকে এগিয়ে দিলো ডাঃ স্মিথ, 'শুধুমাত্র বিশেষ সময়ে বের করি।'

একটু দ্বিধার সাথে গ্লাসটা নিলো ম্যাক্স। ভয় পাচ্ছে, আবার যদি পুরনো স্মৃতি উথলে ওঠে।

ওর দ্বিধার ভুল ব্যাখ্যা করলো ডাক্তার। বললো, 'ভয় পাবার কিছু নেই। রোগী আর আসছে না আজকে। বৃষ্টি হলে দু'দিক থেকেই লোকশান। লোকজন ঘর ছেড়ে বেরোয় না, আবার মাথা ঠাণ্ডা থাকে বলে বন্দুকবাজিও করতে যায় না ওরা। সুতরাং দুঃখ ভুলতে এছাড়া উপায় কি।' অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সে। লম্বা চুমুক দিলো গ্লাসে।

ব্রান্ডিটা চমৎকার লাগলো ম্যাক্সের। কিন্তু সকালের কথা ভেবে দ্বিতীয়বার নিলো না আর।

'কতটা মরফিন দরকার তোমার?' গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো ডাঃ স্মিথ।

'এক বোতলই যথেষ্ট। আশা করি সমস্যা হবে না আপনার।'

'আরে, না না, টাকাস আর এল পাসো তো কাছেই। ওগুলো জোগাড় করা কোনো সমস্যাই নয়। তাছাড়া মরফিন ব্যবহার করার প্রায় দরকারই পড়ে না আমার। এ-শহরে গোলমাল নেই বললেই চলে। শনিবারে অবশ্য আলাদা কথা। কাউবয়রা আসে সেদিন, যত কাটাছেঁড়া জখম আর ভাঙ্গা হাড় নিয়ে। আরেকটা দিন হলো মাসের বেতন দেয়ার দিন।'

'কি রকম?'

'আশেপাশের পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে ব্যাংক আছে শুধু এখানেই,' ব্যাখ্যা করলো ডাক্তার, 'ফলে স্থানীয় র‍্যাঞ্চাররা মাসে একবার পেমেন্ট করে ব্যাংক থেকে। বেশ ক'জন মেক্সিকানও তাদের পেমেন্ট দেয়ার জন্যে ব্যবহার করে ব্যাংকটাকে। অনেক সুবিধা হয় ওদের।'

'অর্থাৎ মোটা টাকার ব্যাপার,' মন্তব্য করলো ম্যাক্স, 'কাউকে এ-ব্যাপারে উৎসাহী করে তোলার জন্যে যথেষ্ট।'

'তা ঠিক,' সায় দিলো ডাঃ স্মিথ। আবার ব্রাণ্ডি ঢেলে নিলো গ্লাসে। 'এদিন কাউবয়রা মদ খেয়ে মাতাল হয়। মাতাল হয়ে মাথা গরম করে, মাথা গরম করে গোলাগুলি করে। অধিকাংশই মিস্‌ করে, যে-ক'টা জায়গামতো লাগাতে পারে সে-ক'টাই আমার জন্যে যথেষ্ট।' হো হো করে আবার ঘর কাঁপালো ডাক্তার, 'মাসের এই একটা দিনই যা লাভ হয় আমার।'

'তার মানে, এখানে থাকলে না খেয়ে মরতে হবে আমাকে,' রসিকতার সুরে বললো ম্যাক্স।

'আমিও থাকতাম না এখানে,' একটু গম্ভীর হলো ডাঃ স্মিথ, 'শার্লি, আমার স্ত্রী পছন্দ করেছিল জায়গাটা। ও নেই, ওর পছন্দের জায়গা ছেড়ে যাই কি করে?' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে।

হঠাৎ করে ভারী হয়ে উঠলো পরিবেশ। ডাঃ স্মিথের ব্যথা হৃদয় দিয়ে অনুভব করলো ম্যাক্স। সমবেদনা জানাবার মতো কোনো কথা খুঁজে পেলো না ও। চুপচাপ বসে রইলো।

'সিনথিয়া তখন এক মাসের শিশু,' যেন আপনমনেই কথা বলছে ডাক্তার, 'অ্যাপাচিদের হাতে খুন হলো ওর মা। সেই থেকে আমার কাছ ছাড়া হয়নি মেয়েটা। কতবার ওকে পুবে পাঠাতে চেয়েছি, সে কথা কানেই তোলে না ও।'

'হ্যাঁ, ওর সাথে গতরাতে দেখা হয়েছিল আমার,' জানালো ম্যাক্স, 'হোটেলে।'

'হোটেলে?' ভুরু কুঁচকে গেল ডাক্তারের। আরেকটু যেন ব্যথা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো মুখটা, 'তারমানে উইলি ছোঁড়াটার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল।'

'কেন, আপনার পছন্দ নয় তাকে?' ডাক্তারের সাথে ঘণ্টা-খানেকের পরিচয়, তবু সমব্যথী আর একই পেশার লোক বলে তার পারিবারিক ব্যাপারে প্রশ্ন করার সাহস পেলো ম্যাক্স। সম্ভবত লিজার কথা এতো বেশি করে মনে করিয়ে দিচ্ছে সিন-থিয়া যে মনের ভেতরে মেয়েটার ভালমন্দ দেখার প্রচণ্ড তাগিদ অনুভব করছে ও। নামও শোনেনি আগে, তবু ডাক্তারের কথা শোনার সাথে সাথে উইলির প্রতি একটা বিতৃষ্ণা অনুভব করছে ও।

'সমস্যাটা হচ্ছে টাকা,' ম্যাক্সের দিকে ব্যথাভরা হাসি নিয়ে তাকালো ডাঃ স্মিথ, 'ওদের প্রচুর টাকা। আর উইলি ওড়ায়ও তেমনি। এই একটা জিনিস একেবারে সহ্য করতে পারে না সিনথিয়া। তাছাড়া এক মাতাল কাউবয়ের বিরুদ্ধে জিতে নিজেকে মস্তবড় গানফাইটার ভাবছে ছোকরা। মেয়েটার জন্যে আমি আসলে চাইছিলাম একজন নির্ভরযোগ্য মানুষ। ডাক্তার বা এই ধরনের কিছু। ধরো, তোমার মতো কাউকে।'

কান্নাঝরা হাসি হাসলো ম্যাক্স। ওর মতো ভাগ্য যেন সিন-থিয়ার মনের মানুষের না হয়।

ছয়

রাতে ডাঃ স্মিথের ওখানে খাবে ম্যাক্স। বহুদিন পরে কথা বলার লোক পেয়ে ওকে আর ছাড়তে চাইছিল না ডাক্তার। রাতে ওদের সাথে ডিনার খাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে বেরোতে পেরেছে ও। খুশিও হয়েছে। নিজেও বহুদিন পরে এমন একজনকে পেয়েছে যার সাথে মনের মিল খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু শুধু-ই কি তাই। সিনথিয়া থাকবে ওখানে, সেটা কি কোনো কারণ নয়? মনের কাছে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে ভয় পেয়েছে ম্যাক্স। তাড়াতাড়ি অন্য কিছু ভাবতে চেষ্টা করেছে।

সময় বলাই ছিলো। কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে গিয়ে উপস্থিত হলো ও। দরজা খুলে দিলো সিনথিয়া। ঘরে ঢুকতেই অপরিচিত একজনকে দেখতে পেলো ম্যাক্স। পরিচয় করিয়ে দিলো সিনথিয়া, 'উইলি। আর ইনি ডঃ ম্যাক্স ওয়াইল্ডার।'

উইলিকেও যে আসতে বলা হয়েছে, জানা ছিলো না ম্যাক্সের। অস্বস্তি বোধ করছে ও। তবে চেহারায় প্রকাশ হতে দিলো না সেটা।

সাতাশ-আটাশ বছর বয়স হবে উইলির। মোলায়েম চেহারা, সুদর্শন। অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েনি চোখেমুখে। নিজেকে গানফাইটার মনে করে সে, পোশাকও পড়েছে সেরকমই : কালো ভেস্টের নিচে ফ্রিল দেয়া শাদা শার্ট। পেছনে ঠেলে দেয়া কালো কোট। কোমরে চকচক করছে পিস্তল। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা চামড়ার জুতো। ভেতরে গুঁজে দেয়া কালো প্যান্ট। বুটের গোড়ালিতে ভারী মেক্সিকান স্পার।

ম্যাক্সের দিকে তাকিয়ে সৌজন্যসূচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো সে। হ্যাণ্ডশেকের জন্যে হাত এগিয়ে দিলো না।

'ডক্টর ওয়াইল্ডার কি পাইড্রাসে থাকার চিন্তাভাবনা করছেন?' জিজ্ঞেস করলো উইলি। তার কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ ব্যঙ্গের আভাস।

'সেটা নির্ভর করছে লোকজনের সঙ্গ কেমন লাগে তার ওপর,' সিনথিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলো ম্যাক্স। উইলির উষ্মায় ভেতরে ভেতরে মজা পাচ্ছে ও।

'আশা করি ভালোই লাগবে আপনার। বিশেষ করে...।' ওর কথা শেষ হবার আগেই একটা বোতল নাড়াতে নাড়াতে ঘরে ঢুকলো ডাঃ স্মিথ, 'মা সিনথিয়া, কোথায় গেলি, গ্লাসগুলো আন।'

খুব মুডে আছে ডাক্তার। ওদের দিকে বোতলটা বাড়িয়ে দিয়ে গর্বের সাথে জানালো, 'শেরী, একেবারে আদি অকৃত্রিম স্প্যানিশ শেরী। জানতাম, অন্তত একটা বোতল সিনথিয়ার চোখের আড়ালে রাখতে পারবো। নাও, শুরু করো। ফিলাডেলফিয়াতে বহু খেয়েছি।' ম্যাক্সের দিকে ফিরলো সে, 'ইংল্যাণ্ডেও চলে

এ-জিনিস, তাই না ?'

হেসে মাথা ঝাঁকালো ম্যাক্স। চুমুক দিলো সিনথিয়ার বাড়িয়ে দেয়া হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে। সবুজ পোশাক পাল্টে নীল পোশাক পড়েছে সিনথিয়া। 'কার জন্যে—আমার, না উইলির ?' ভাবলো ম্যাক্স। তবে অদ্ভুত মানিয়েছে ওকে, মনে মনে স্বীকার করলো ও। মেয়েটার পছন্দ আছে।

'রান্না খেলে বুঝবে, কত বড় রাঁধুনী ও,' মেয়ের প্রশংসা করলো ডাঃ স্মিথ।

লাল হয়ে উঠলো সিনথিয়া। মৃদু ধমক দিলো বাবাকে।

অনায়াসে মাটি হতে পারতো রাতটা। উইলির ভাবভঙ্গিতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, ম্যাক্সের উপস্থিতি একেবারেই সহ্য করতে পারছে না সে। বার দু'য়েক চলেও যেতে চেয়েছিল। সিনথিয়া বাধা দিয়েছে। অত্যন্ত সুকৌশলে মোকাবেলা করেছে পরিস্থিতির। ম্যাক্স, উইলি দু'জনের দিকেই সমান নজর দিয়েছে। কথাবার্তা নিয়ে গেছে এমন সব বিষয়ের দিকে যেসব নিয়ে সবাই স্বচ্ছন্দে আলোচনা করতে পারে। ওর বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে গেল ম্যাক্স।

কথায় কথায় ম্যাক্সকে জানাতে হলো ওর অতীত জীবনের কথা। সহানুভূতির সাথে শুনলো সিনথিয়া। এটা-সেটা জিজ্ঞেস করে ম্যাক্সের দুঃখ বাড়াতে গেল না। ও যেটুকু বললো শুধু সেটুকুই গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনলো। কিন্তু উইলি ইচ্ছে করে খুঁচিয়ে তুলতে চাইলো সব কথা। দু'বারই চমৎকারভাবে ওকে অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে গেল সিনথিয়া।

জ্বালাতে ঘা লাগলো উইলির। ভুল বুঝলো সে, ওর চাইতে ম্যাক্সকেই বেশি পছন্দ সিনথিয়ার। খাবার পর এক গ্লাস ব্রান্ডি পেটে পড়তেই আরো অভব্য হয়ে উঠলো।

যাবার সময় হয়েছে, বুঝলো ম্যাক্স। উঠে দাঁড়ালো। দু'গ্লাস শেরী খেয়েছে শুধু, তাতেই পরিবেশটা অন্য রকম লাগছে। সিনথিয়াকে আরো বেশি সুন্দরী লাগছে এখন। ওকে দেখে লিজার সাথে কাটানো স্বপ্নের মতো সময়ের কথা মনে পড়ছে বারবার। তাতে ব্যথার চেয়ে পরিতৃপ্তির ভাব জাগছে মনে। কিন্তু সিনথিয়াকে নিয়ে কিছু ভাবতেও ভয় হচ্ছে ওর। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এলো ম্যাক্স।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে ঝিরিঝিরি। বর্ষাতিটা গায়ে চাপালো ও। আজকেই দোকান থেকে কিনেছে ওটা।

ঘন অন্ধকার রাত। ম্লান দেখাচ্ছে শহরের বাতিগুলো। রাস্তা-ঘাট কাদায় থকথকে।

কাদা বাঁচিয়ে দোকানপাটের পাশে চলে এলো ম্যাক্স। সাবধানে এগোচ্ছে সেলুনের দিকে।

রাস্তার দিকে চোখ ছিলো ওর। ঘোড়ার খুরের শব্দে মুখ তুললো। কাছে আসতেই বুঝলো, লোকটা মেক্সিকান। অবাক হলো ও, এতো রাতে একজন মেক্সিকানের কি দরকার পড়লো এদিকে ?

সেলুনে যেতে যেতে লোকটার ওপর নজর রাখলো ম্যাক্স। দেখলো শহরের একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেল লোকটা। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রওনা হলো উল্টো দিকে। এবারে

লোকটাকে ভালমতো লক্ষ্য করলো ও।

পরনে ভারী বর্ষাতি আর মাথায় চওড়া হ্যাট লোকটার। ম্যাক্সের কাছে এসে মাথা কাত করলো। টপটপ করে পানি ঝরে পড়লো স্ক্যাবার্ডে রাখা উইনচেস্টার কারবাইনের ওপর।

'সিনর, ব্যাংকটা কোথায় বলতে পারো?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'সামনে, কিন্তু সেটা তো বন্ধ এখন।'

'ধন্যবাদ, আমি কালকে যাবো ওখানে।'

ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিলো লোকটা। জোরকদমে ছুটলো ঘোড়াটা। একটু পরেই হারিয়ে গেল অন্ধকারে। ম্যাক্সের কাছে কেমন যেন ভৌতিক লাগলো ব্যাপারটা।

সেলুনে ফিরে ক্যালেণ্ডার দেখলো ও। আগস্টের তিরিশ তারিখ। সম্ভবত ভুল করেছে মেক্সিকানটা, বেতনের তারিখের আগেই এসে পড়েছে সে।

দোতলায় নিজের রুমে ফিরে এলো ম্যাক্স। দরজা বন্ধ করে লম্বা একটা ঘুমের প্রস্তুতি নিলো। শুধু অন্তর্বাস রেখে সমস্ত জামাকাপড় খুলে ফেললো ও। বিছানায় শুয়ে চাদরটা টেনে নিলো গায়ে।

হালকা তন্দ্রা মতো আসতেই সিনথিয়া এলো। সাথে লিজা। তারপর দু'জনে মিশে একজন হয়ে গেল। ভিড় করে এলো, স্বপ্ন আর স্মৃতি, স্মৃতি আর বেদনা। বেদনা, ব্যর্থতা, রক্ত, মৃত্যু, ভালোবাসা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। আবার ফিরে এসেছে অতীত। এখন অতীত আর বর্তমানের মধ্যে যে-কোনো

একটাকে বেছে নিতে হবে ওকে। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল ম্যাক্স। ঘুম ভাঙলো দরজায় দমাদ্দম করাঘাতের শব্দে।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই আপনাআপনি বালিশের নিচে হাত চলে গেল। রিভলভারটা হাতে ঠেকতেই গড়িয়ে নামলো বিছানা থেকে। দরজার একপাশে সরে গেল দ্রুত। ডান হাতে রিভলভার, হ্যামারটা পেছনে সরানো।

'কে?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো ম্যাক্স।

'উইলি গান্ট,' ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা গেল ওপাশ থেকে, 'দরজা খোলো।'

আস্তে করে তালায় চাবি ঢুকিয়ে ঘোরালো ম্যাক্স। ওপাশ থেকে আবার চিৎকার শোনা গেল উইলির, 'কি হলো?'

'খোলাই আছে দরজা।'

খ্যাপা ষাঁড়ের মতো ঘরে ঢুকলো উইলি। এক ধাক্কায় দরজার পাল্লা হাট করে দিয়ে ছুটে গেল বিছানার দিকে। পেছনের দিকে সরিয়ে দিয়েছে কোট। ডান হাত চেপে বসেছে পিস্তলের বাঁটে।

রাগে অন্ধ হয়ে আছে বলে বিছানাটা যে খালি সেটা বুঝতে সময় লাগলো উইলির। বোঝার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াতে গেল সে। গোড়ালির ধাক্কায় দরজাটা বন্ধ করলো ম্যাক্স, অন্য পায়ে লাথি মারলো উইলির হাঁটুর পেছনে। উল্টো দিকে হেলে পড়লো উইলি। সাথে সাথে এক ধাক্কায় ওকে বিছানার ওপর চিৎ করে ফেললো ম্যাক্স। থুতনির নিচে ঠেসে ধরলো রিভলভার।

পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালো উইলি।

'সাবধান,' রিভলভারের নল দিয়ে খোঁচা দিলো ম্যাক্স, 'ওদিকে হাত বাড়ালে দেয়াল থেকে তোমার মগজ চেঁছে পরিষ্কার করতে হবে।'

স্থির হয়ে গেল উইলি। আস্তে করে সরিয়ে নিলো হাতটা। কুৎসিত একটা গালি ঝাড়লো ম্যাক্সের উদ্দেশে।

উইলিকে বিছানায় উপুড় করলো ম্যাক্স। ওর হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নিয়ে ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিলো সেটা। উইলির দিক থেকে চোখ না সরিয়েই পোশাক পড়ে নিলো।

'সাতসকালে এভাবে? কি মনে করে? নিশ্চয়ই ভালোবাসা জানাতে আসোনি?' ব্যঙ্গ করলো ম্যাক্স।

'এ-শহর থেকে বিদায় হও,' হিসহিস করে উঠলো উইলি।

'তুমি এ-ঘর থেকে বিদায় হও,' দরজার দিকে ইঙ্গিত করলো ম্যাক্স।

'শালা বেজন্মা,' কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো উইলি, 'সাবধান করে দিচ্ছি, ফের সিনথিয়ার কাছে গেলে স্রেফ খুন করে ফেলবো।'

হাসলো ম্যাক্স। 'হামবড়া বুড়োদের থোড়াই কেয়ার করি।' রিভলভার দিয়ে ইশারা করলো ওকে উঠে বসতে।

উঠে বসলো উইলি। মুখচোখ টকটকে লাল। দেখেই বোঝা যায়, ঠেসে হুইস্কি গিলে এসেছে সে।

'আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি কিন্তু, এই সাতসকালে কি মনে করে?'

ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠলো উইলির চেহারা। চিবিয়ে চিবিয়ে

বললো, 'সিনথিয়াকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা হচ্ছে? ভুলে যাও ওসব। ও আমার।'

'আমার শত্রুটার গভীরতা অনেক,' ভেতরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে রাগ, বুঝতে পারছে ম্যাক্স।

'বুলেটের গভীরতাও অনেক। সিনথিয়াকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেয়ার ফন্দি থাকলে বুলেটের ক্ষমতা মনে রেখো।'

প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো ম্যাক্স। মনের কাছে যে-প্রশ্নটা করতে ভয় পাচ্ছিলো, সেটারই উত্তর দিয়ে ফেলেছে উইলি। ঠিকই বলেছে সে, অন্তরের অন্তস্থলে সিনথিয়াকেই আপন করে চাইছে ও।

রিভলভার ধরা হাত কিছুটা নেমে গেল ওর। কেমন যেন বিভ্রান্ত বোধ করছে। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লো উইলি। মাথা নিচু করে দ্রুত একপাশে সরে গিয়ে বাঁ হাতের ঝাপটায় সরিয়ে দিলো ম্যাক্সের রিভলভার ধরা হাত। প্রায় একই সাথে মাথা দিয়ে গুঁতো দিলো ম্যাক্সের পেটে।

মুখ দিয়ে 'হুঁক' করে আওয়াজ বেরোলো ম্যাক্সের। আপনা থেকেই ট্রিগারে চেপে বসলো আঙুল। কানফাটানো আওয়াজ হলো রিভলভারের। চাদর-তোশক ফুটো করে বেরিয়ে গেল গুলিটা।

একসাথে মেঝেতে আছড়ে পড়লো দু'জন। নিজের পুরো ওজন ম্যাক্সের পিঠে চাপিয়ে দিয়েছে উইলি। দ্বিতীয়বার গুলি ছোঁড়ার কোনো উপায়ই নেই ম্যাক্সের।

রিভলভারটা ছেড়ে দিলো ম্যাক্স। হাতের ধাক্কায় খাটের নিচে

পাঠিয়ে দিলো সেটা। রাগে অন্ধ হয়ে গেছে ও। টানটান হয়ে গেছে মুখের পেশী. নাকের পাশে জ্বলজ্বল করছে ক্ষতচিহ্নটা।

ডান পা তুলে উল্টোদিকে লাথি মারার চেষ্টা করলো ম্যাক্স। ওর মতলব বুঝতে পেরে লাফ দিয়ে সরে গেল উইলি। আলতো-ভাবে লাথিটা লাগলো তার উরুতে।

পা নামাচ্ছে ম্যাক্স। ডানপাশে সামান্য কাত হয়ে আছে শরীর। এমন সময় সর্বশক্তি দিয়ে বাঁ হাতে ঘুসি ছুঁড়লো উইলি। ম্যাক্সের বাঁ গালে নাকের পাশে পড়লো ঘুসিটা।

মারপিটে অভ্যস্ত না হলে ওই এক ঘুসিতেই দফারফা হয়ে যেত ম্যাক্সের। মাথার ভেতরে বোমা ফাটালো যেন। বোধশক্তি হারিয়ে ফেললো কিছুক্ষণের জন্যে। চোখের সামনে হলুদ তারার নাচানাচি। তার ভেতরেই, শ্রেফ রিফ্লেক্সের বশে হাত চালালো ও। আর্তনাদ শুনে বুঝলো, জায়গামতো পড়েছে ঘুসিটা। ঠোঁট কেটে রক্ত ঝরছে উইলির।

মাথা ঝাঁকিয়ে ধোঁয়াটে ভাবটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে ম্যাক্স। ঝাপসা ভাবে দেখলো, দ্রুত এগিয়ে আসছে উইলির ডান হাত। বাঁ কনুই দিয়ে ঘুসিটা ঠেকালো ও। একই সাথে অন্য হাতে ঘুসি চালালো উইলির মুখে।

শক্ত হাড়ের ওপর পড়লো ঘুসিটা। ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠলো উইলি। সরে যাবার চেষ্টা করলো ম্যাক্সের হাতের নাগাল থেকে।

সুযোগ পেয়ে গেল ম্যাক্স। দ্রুত পা-দুটো তুলে আনলো বুকের কাছে। প্রাণপণে ধাক্কা দিলো উইলির বুকে।

ঘরের কোণে ছিটকে পড়লো উইলি। গুঙিয়ে উঠলো ব্যথায়। বুকের ভেতর জমে থাকা বাতাসটুকু ভুশ্ করে বেরিয়ে গেল ওর। আঁকুপাঁকু করছে শ্বাস নেয়ার জন্যে।

উঠে দাঁড়ালো ম্যাক্স। দেখলো পিস্তলের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে উইলি। ওর সামান্য ডানে রয়েছে সেটা। দেখতে পেয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লো সেদিকে।

লাফ দিলো ম্যাক্স। উড়ে গিয়ে বুটসুদ্ধ পা নিয়ে লাফিয়ে নামলো উইলির পিস্তল ধরা আঙুলের ওপর। থেঁতলে গেল আঙুল-গুলো। তীব্র চিৎকার করে পিস্তলটা ছেড়ে দিলো উইলি।

টেনে ওকে ঘরের মাঝখানে এনে দাঁড় করালো ম্যাক্স। ঘুসি মারতে গেল উইলি।

শাঁৎ করে মাথা সরিয়ে নিলো ম্যাক্স। ডান পায়ে ঝেড়ে লাথি কষালো পেটে। 'কোঁক' করে উঠলো উইলি। ছিটকে গিয়ে পড়লো খোলা জানালার ওপর।

আস্তে করে পেছনে হেললো ওর শরীর। পা দুটো উঠে গেল শূন্যে। ভয়ার্ত আর্তনাদ বেরিয়ে এলো উইলির গলা দিয়ে। ডান হাতে খামচে ধরলো সে জানালার ফ্রেম। কিন্তু শরীরের ভারে খসে গেল হাত। ঢালু কার্নিশের ওপর পড়ে সেখান থেকে গড়িয়ে গেল নিচে। দড়াম করে আছড়ে পড়লো রাস্তায়। কাদা-পানি ছিটকে উঠলো চারপাশে।

জগ থেকে ঢকঢক করে পানি খেলো ম্যাক্স। মুখ থেকে রক্ত ধুয়ে ফেললো। জানালা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে তাকালো নিচে।

রাস্তায় পড়ে গোঙাচ্ছে উইলি। হঠাৎ ভেজা মাটিতে ঘোড়ার খুরের শব্দে চোখ তুললো ম্যাক্স। পঁচিশ থেকে তিরিশজন ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে শহরের দিকে। সব ক'জন মেক্সিকান। হাতে রাইফেল আর হ্যাণ্ডগান। কারো কারো কোমরে ভারী ছোরা। স্বাভাবিকের চাইতে অনেক দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে ওরা।

কাছে আসতেই সবার সামনের লোকটাকে চিনতে পারলো ম্যাক্স। গত রাতের সেই মেক্সিকান। ওকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়লো লোকটা। হ্যাট ছুঁয়ে অভিবাদন জানালো।

অতিকষ্টে দু'পায়ে ভর করে সোজা হলো উইলি। মাতালের মতো টলতে টলতে এগিয়ে গেল রাস্তার মাঝখানে। দু'হাত তুলে থামতে বলছে মেক্সিকানদের। কেন, ওই জানে।

ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে সোজা ওর ওপর ঘোড়া তুলে দিলো প্রথম জন। চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল উইলি। পরমুহূর্তে ঘোড়ার পায়ের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। খুরের আওয়াজে চাপা পড়ে গেল ওর মরণ আর্তনাদ।

পুরো দলটা পার হয়ে যাবার পর দেখা গেল উইলিকে। মানুষ বলে আর চেনার উপায় নেই। স্রেফ কাদায় লেপটানো রক্তমাংসের দলা একটা। আশেপাশে পড়ে আছে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো।

ঘুরে দাঁড়ালো ম্যাক্স। ক্রোধের আগুন নিবে গেছে ওর। স্পেন্সারটা লোড করলো। গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে হ্যাট পড়লো।

বাইরে তাকিয়েই ভুরু কুঁচকে উঠলো ওরা। মেক্সিকানদের পুরো দলটা দাঁড়িয়ে আছে ব্যাংকের সামনে। রাস্তা থেকে আড়াল করে ঘিরে রেখেছে ব্যাংকটা।

সাত

রাইফেল হাতে নিচে নেমে এলো ম্যাক্স। সকাল হচ্ছে। আলো ফুটলেও হোটেলের ভেতরে এখনও বেশ অন্ধকার। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে।

সাবধানে দরজা দিয়ে বাইরে উঁকি দিলো ম্যাক্স। বেশির ভাগ মেক্সিকানই ঘোড়ার পিঠে। পাঁচ সাতজন অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে ব্যাংকের দরজার সামনে। কি করছে বোঝা যাচ্ছে না।

মেক্সিকানগুলো ছাড়া অন্য কোনো লোক নেই রাস্তায়। আসলে এতো সকালে কেউ ওঠে না এখানে।

দরজার সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোর মাঝখানে ব্যস্ততা দেখা দিলো হঠাৎ। দৌড়ে আড়ালে সরে এলো সবাই। প্রায় সাথে সাথেই শোনা গেল বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ। ধোঁয়া আর আগুনের ফুলকি ছিটকে উঠতে দেখলো ম্যাক্স।

চিৎকার করে উঠলো মেক্সিকানগুলো। দশ-বারোজন ছুটলো দরজার দিকে। ধাক্কা দিতেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো ভারী

দরজা। ঘোড়াগুলো দেখাশোনার জন্যে তিনজনকে রেখে বাকিরা তাড়াহুড়ো করে ঢুকে গেল ভেতরে।

চট করে দরজার আড়ালে সরে এলো ম্যাক্স। কি করবে এখন, ভাবছে।

সেলুনের ভেতরে আলো জ্বাললো কেউ। ঘাড় ফেরালো ম্যাক্স। ডেস্ক ক্লার্ক, একহাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে অন্যহাতে চোখ ডলতে ডলতে এগিয়ে আসছে। এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে সে।

'শিগগির মার্শালকে খবর দাও,' দ্রুত চাপা গলায় বললো ম্যাক্স। 'ব্যাংক লুঠ হচ্ছে তোমাদের।'

'কি?' চোখ খুলতে পারছে না ক্লার্ক. 'কি হচ্ছে?'

'ব্যাংক লুঠ হচ্ছে,' ধমকে উঠলো ম্যাক্স, 'মার্শালকে ডাকো তাড়াতাড়ি।'

ঘোর কাটেনি ক্লার্কের। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। 'কই, কোথায়?'

খেপে উঠলো ম্যাক্স। ঘাড় ধরে ওকে টেনে নিয়ে এলো দরজার কাছে। রাইফেলটা ঠেকালো ওর চিবুকে। গুঁতো খেয়ে দরজা দিয়ে মাথা বের করলো ডেস্কক্লার্ক। সেকেণ্ড পাঁচেক ব্যাপারটা দেখতে দিয়ে ওকে ভেতরে টেনে আনলো ম্যাক্স।

ঘোর কেটে গেছে ক্লার্কের। হাত দিয়ে চিবুক ঘষছে সে।

'যাও.' হুকুম দিলো ম্যাক্স।

'যাচ্ছি স্যার, এক্ষুণি যাচ্ছি।' লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে ছুটলো ক্লার্ক। সেলুনের পেছনে দরজা খোলার আওয়াজ পেলো ম্যাক্স।

সেলুনের ভেতরে নজর ফেরালো ও। ভারী একটা চেয়ার

দেখতে পেয়ে নিয়ে এলো সেটা। দরজার পাশে রেখে ওটার পেছনে হাঁটু মুড়ে বসলো। চেয়ারের হাতলে রেখে রাইফেল তাক করলো সামনে।

তিনজন মেক্সিকান বেরিয়ে এলো ব্যাংক থেকে। আগের তিন-জনের পাশে এসে দাঁড়ালো। সবার হাতের রাইফেলের নল মাটির দিকে নামিয়ে রাখা। গোলমালের কোনো আশঙ্কাই করছে না ওরা।

পেছনে দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকালো ম্যাক্স। সবার সামনে মোটাসোটা এক লোক। শার্টের হাতায় আর পকেটে তারকাচিহ্ন দেখে বুঝলো, সে-ই এখানকার মার্শাল। হাতে বিশাল এক রেমিংটন শটগান। কোমরে কোল্ট ক্যাভালরি, পয়েন্ট ফোর ফাইভ মডেল। ঘামে ভেজা শরীর। অস্থিরভাবে গোঁফ পাকাচ্ছে বারবার। দেখেই বোঝা যায়, অত্যন্ত উত্তেজিত।

মার্শালের পেছনে আরো দু'জন লোক। একজন রোগা পাতলা। শার্ট-প্যান্ট দুটোই বড় হয়ে গেছে ওর জন্যে। বুকে ডেপুটি মার্শালের ব্যাজ। ঘুমঘুম চোখে দাঁড়িয়ে আছে সে। হাতে তার তুলনায় অস্বাভাবিক ভারী একটা বাফেলো রাইফেল। অন্য ডেপুটি মার্শাল কিছুটা অল্পবয়সী, বছর বিশেক হবে হয়তো বয়স। দু'কোমরে দুটো রেমিংটন পয়েন্ট ফোর ফোর আর্মি মডেল পিস্তল।

'কি হচ্ছে?' উত্তেজিত চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো মার্শাল।

'ব্যাংক লুঠ।'

সাবধানে খোলা দরজা দিয়ে মাথা গলালো মার্শাল। এক

পলকেই বুঝে নিলো পরিস্থিতি।

'গিল,' রোগা পাতলাকে নির্দেশ দিলো মার্শাল, 'ঘুরপথে ওই দোকানটার আড়ালে গিয়ে পজিশন নাও।' হাত দিয়ে রাস্তার উল্টোদিকের দোকানটা দেখালো সে। 'আর আমার হুকুম না পেলে ওই কামান দাগবে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল গিল। কিছুক্ষণ পরে এক ঝলকের জন্যে দেখা গেল তাকে রাস্তা পার হতে। একটু পরেই মার্শালের দেখানো জায়গায় পজিশন নিলো সে।

ম্যাক্সের দিকে ঘুরলো মার্শাল, 'তুমি সিভিলিয়ান, আমার মনে হয় তোমার কর্তব্য তুমি করেছো।'

রাস্তার মাঝখানে পড়ে থাকা উইলির লাশের দিকে চোখ ফেরালো ম্যাক্স। আবার শুরু হয়েছে বৃষ্টি। মাংসপিণ্ডের নিচ থেকে আস্তে আস্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে রক্ত। খুরের আঘাতে মাঝে-মাঝে হাড় পর্যন্ত বেরিয়ে গেছে। উইলির মৃত্যুর জন্যে মোটেও দুঃখ বোধ করছে না ও। কিন্তু মনের ভেতরে কোথায় যেন একটা টান অনুভব করছে ওর জন্যে, সেই সাথে মেক্সিকানদের বিরুদ্ধে দানা বেঁধে উঠছে প্রচণ্ড ক্রোধ। হয়তো এমন নৃশংসভাবে উইলিকে ওরা খুন করেছে বলে, কিংবা এভাবে উইলির মৃত্যুটা ও চায়নি বলে। যে কারণেই হোক মেক্সিকানদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে ব্যাপার-টা।

মাথা ঝাঁকালো ম্যাক্স, 'আমি আছি।'

'তোমার ইচ্ছে,' শ্রাগ করলো মার্শাল, 'রাইফেলটা চালাতে জানো?'

'বেশ ভালভাবেই।'

'দেখা যাবে সময়মতো।' শটগানের হ্যামার দুটো পেছনে টেনে দিলো মার্শাল, 'আমি ওদের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি। ভদ্রলোকের মতো কেটে পড়তে বলবো। যদি বেচাল দেখো, গুলি চালাবে।'

'মাথা খারাপ হলো নাকি তোমার?' চোখ কপালে তুললো অল্পবয়সী, 'স্রেফ ঝাঁঝরা করে ফেলবে তোমাকে।'

'অতো ঘাবড়িয়ো না, বিলি। আমি এ-শহরের মার্শাল। তাছাড়া কাছ থেকে শটগানের মোকাবেলা করতে যথেষ্ট সাহস দরকার।'

দৃঢ় পা ফেলে হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল মার্শাল। এগোলো ব্যাংকের দিকে।

রাইফেল কক্ করলো ম্যাক্স। আপন মনেই বিড়বিড় করলো, 'সংখ্যায় অনেক ওরা। ওরা কি করবে সেটা নির্ভর করছে ওরা কি চাইছে তার ওপর।'

বৃষ্টির হালকা একটা পর্দা ঝুলছে সবখানে। সে-কারণে বেশ-কিছুটা পরে মার্শালকে দেখতে পেলো ব্যাংকের বাইরে দাঁড়ানো মেক্সিকানগুলো। সাথে সাথে চিৎকার করে সাবধান করে দিলো অন্যদের।

শটগানের ব্যারেল ওপরে ওঠালো মার্শাল, 'বন্দুক ফেলে দিয়ে সোজা কেটে পড়ো।'

দু'জন লোককে নড়ে উঠতে দেখলো ম্যাক্স। প্রায় একই সাথে গর্জে উঠলো রাইফেল আর শটগান।

শূন্যে উঠে গেল মার্শালের বিশাল শরীর। আধপাক ঘুরে ধড়াস করে পড়লো কাদায়। হ্যাটসুদ্ধ ওর মাথার খুলি উড়িয়ে নিয়ে গেছে প্রথম বুলেট। দ্বিতীয়টা ঢুকেছে বুকে। কোনো ব্যথা অনুভব করার আগেই মারা গেছে সে।

হঠাৎ চোখের পলকে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা একজন মেক্সিকানের মাথা নেই হয়ে গেল। মুণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে শটগানের গুলি। ঝর্ণার মতো রক্ত ছিটকে উঠলো ধড়ের ভেতর থেকে। কয়েক সেকেণ্ড অনড় হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকলো কবন্ধ লোকটা। তারপর আস্তে করে গড়িয়ে পড়লো নিচে।

দ্বিতীয়জন দু'হাতে বুক চেপে ধরেছে। হাত সরিয়ে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালো আঙুলগুলোর দিকে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠ। গুলির শব্দে আর রক্তের গন্ধে অস্থির হয়ে উঠলো ঘোড়াটা। দু'পা আকাশে তুলে চিঁহি চিঁহি হাঁক ছাড়লো।

হাত থেকে টুপ করে রাইফেল খসে পড়লো লোকটার। লাগাম ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করলো ভারসাম্য বজায় রাখতে। জোর পেলো না হাতে। গড়িয়ে পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে। একটা পা আটকে থাকলো রেকাবে। ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করলো ঘোড়াটা। কাদার ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো লাশটাকে।

পাশেরজন চিৎকার করছে সমানে। বাঁ হাতে গাল চেপে ধরে আছে সে। রক্তে লাল হয়ে উঠেছে হাত। একটুর জন্যে ছররার হাত থেকে বেঁচে গেছে লোকটা।

লক্ষ্যহীন ভাবে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ব্যাংকের ভেতর থেকে

ছুটে বেরিয়ে এলো তিনজন। উদ্দেশ্য, আক্রমণকারীকে ভড়কে দেয়া।

বোকার মতো আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলো গিল। সমানে ট্রিগার টানছে রাইফেলের।

তিনজন মেক্সিকানকে পড়ে যেতে দেখলো ম্যাক্স। তারপরই কেঁপে উঠলো গিল। পরমুহূর্তে আবার। দুটো গুলি খেয়েছে সে। দুটোই বুকে। টলমল পায়ে চেষ্টা করলো দাঁড়িয়ে থাকতে। তৃতীয় গুলির ধাক্কায় চিৎ হয়ে পড়ে গেল রাস্তায়। শেষবিন্দু শক্তি খরচ করে হাত বাড়ালো পিস্তলের দিকে। বেরও করলো। আস্তে করে কাদাপানির ভেতরে ডুব দিলো পিস্তলটা।

গিলের খুনীর দিকে রাইফেল তুলেই গুলি করলো ম্যাক্স। ডিগবাজি খেয়ে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়লো লোকটা। পড়ে নড়লো না একটুও।

কাভার নেয়ার জন্যে ব্যাংকের দরজার দিকে ছুটলো একজন। ছুটন্ত অবস্থাতেই গুলি খেলো সে। মেঝের ওপর আছড়ে পড়লো। শরীরের অর্ধেকটা থাকলো ব্যাংকের ভেতরে। একটু পরেই লাশটাকে টেনে ভেতরে নিয়ে গেল কেউ।

ঘোড়াগুলো আর বশে রইলো না। আতংকিত হয়ে লাফা-লাফি শুরু করলো সেগুলো। ছুটলো যে যেদিকে পারে।

ব্যাংকের দরজার ফাঁকে কালো কালো নল দেখা গেল অনেক-গুলো। একসাথে অগ্নিবর্ষণ করলো সবক'টা রাইফেল। একটুখানি মাথা তুলে সেদিকে গুলি করতে গেল বিলি, একটুর জন্যে বেঁচে গেল সে। এবারের মতো হ্যাটের ওপর দিয়েই ফাঁড়াটা গেল ওর।

ওপাশ থেকে বন্ধ হয়ে গেছে গুলিবর্ষণ। হঠাৎ করে অসম্ভব শান্ত লাগলো চারপাশ। কোনো শব্দ নেই, শুধু ছাতে আর রাস্তায় টাপুর-টুপুর শব্দ তুলছে বৃষ্টি।

ম্যাক্সের কাছে সরে এলো বিলি। ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলো, 'ভেতরে ক'জন আছে আর?'

'যতজন মারা গেছে, তার চেয়ে বেশি,' জবাব দিলো ম্যাক্স, 'পাঁচ, দশ, পনেরো – যে-কোনো সংখ্যা হ'তে পারে।'

'শালা বেজন্মার দল,' গাল দিলো বিলি। মাথা তুলেই গুলি ছুঁড়লো সামনে। দেয়ালে লেগে সামান্য ছাল তুললো গুলিটা।

'এখন কি করবে?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে ম্যাক্সের দিকে তাকালো সে, 'দেখতেই পাচ্ছো, কামান ছাড়া ব্যাংকের দেয়াল ফুটো করা সম্ভব নয়। আর ওই একটাই দরজা বেরোনোর। জানালা-টানালা কিছু নেই। একেবারে দুর্গের মতো। ওরা না চাইলে কারো সাধ্য নেই ওদের বের করে।'

'চমৎকার,' খুশি হয়ে উঠলো ম্যাক্স, 'ফাঁদে আটকা পড়েছে ব্যাটারা। খেয়াল রাখতে হবে যেন বেরোতে না পারে। ওদের খিদে পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো আমরা।'

'তাই তো। এই সাধারণ জিনিসটা মাথায় আসেনি আমার।' নিজের ওপরই খেপে উঠলো বিলি। থুঃ করে একদলা চিবোনো তামাক ফেললো মাটিতে। 'দুপুর পর্যন্ত আটকে রাখতে পারলেই যথেষ্ট। দুপুর থেকেই কাউবয়রা আসতে শুরু করবে। ব্যাংক লুঠ হলে বেতন পাবে না, কথাটা মাথায় ঢুকলেই খেপে উঠবে ওরা।'

মাথা ঝাঁকালো ম্যাক্স। কোনো মন্তব্য করলো না। উত্তেজনায়

আজকের তারিখটা ভুলে গেছে বিলি। আজকে বেতন দেয়ার তারিখ, অর্থাৎ ব্যাংক টাকায় ভর্তি। ঠিক দিনটাই বেছে নিয়েছে মেক্সিকানরা। চিন্তায় পড়ে গেল ম্যাক্স। যদি পুরোদস্তুর গোলাগুলি শুরু হয়, বেশ কিছু নিরীহ লোক মারা যাবে।

হঠাৎ মনে হলো ওর, এই ঝামেলার ভেতরে নিজেকে কেন জড়াচ্ছে ও? নিজেকেই প্রশ্ন করলো, উত্তরও পেলো। অন্যায়ের প্রতিরোধ করছে ও। এবং এটা সিনথিয়ার শহর।

পেছনে লাকজনের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরালো ম্যাক্স। ছোটখাট একটা জটলার সৃষ্টি হয়েছে এর মধ্যে।

মার্শাল খুন হবার পর আধ ঘন্টা মতো পেরিয়ে গেছে। গোলাগুলির শব্দে প্রায় সবারই ঘুম ভেঙে গেছে, শহরবাসী উঠে পড়েছে বিছানা ছেড়ে। জানালার আড়ালে কৌতূহলী লোকজনের নড়াচড়ার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দেয়াল কিংবা অন্য কোনো কিছুর আড়ালে ভিড় জমাচ্ছে লোকজন। খালের ওপাড়ে জড়ো হয়েছে মেক্সিকানরা। হাত তুলে এদিকে দেখিয়ে কি যেন বলাবলি করছে নিজেদের মধ্যে।

'যদি টের পায় ওরা, আটকে পড়া লোকগুলো মেক্সিকান, নির্ঘাত আমাদের ওপর গুলি ছুঁড়তে শুরু করবে শালারা,' রাগের চোটে আধ চিবানো তামাকই থুঃ করে মাটিতে ফেললো বিলি। 'তার মানে পুরোদস্তুর যুদ্ধ। শালাদের জাতের টান বটে।'

ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করছিল ম্যাক্স। বিলির কথা কানেই যায়নি ওর। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'ব্যাংকে ঘর গরম করার জন্যে ফায়ারপ্লেস আছে?'

'তিনটে। কেন?' কিছুটা অবাক হলো বিলি।

'চিমনি?' পাল্টা প্রশ্ন করলো ম্যাক্স।

মুখ কুঁচকে গাল চুলকালো বিলি। মনে আনতে চেষ্টা করছে। 'একটা ফায়ারপ্লেস কাউন্টারের বাইরে, আরেকটা ভেতরে। তিন নম্বরটা...মনে পড়েছে, ভেতরের অফিসঘরে। তিনটে চিমনি ছাতে গিয়ে একসাথে মিশেছে। কিন্তু লাভ কি তাতে?'

ধীরে ধীরে পুরো পরিকল্পনাটা ব্যাখ্যা করলো ম্যাক্স।

একঘন্টা পরে। সবকিছুর ব্যবস্থা শেষ। সিটিজেন কমিটি থেকে শক্তসমর্থ পাঁচজন লোক বাছাই করলো বিলি। সবাই স্বেচ্ছায় আসতে চেয়েছে এ-কাজে।

পাঁচজনকে হোটেল আর দোকানপাটের নিরাপদ আড়ালে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখলো ম্যাক্স। কড়া নির্দেশ দিলো কোনরকম ঝুঁকি না নিতে। ওদেরকে শুধু খেয়াল রাখতে হবে ব্যাংক থেকে যেন পালাতে না পারে কেউ, এবং সমানে গুলি ছুঁড়ে ডাকাতদেরকে ব্যস্ত রাখতে হবে।

বিলিকে নিয়ে ঘুরপথে ব্যাংকের পেছনে চলে এলো ম্যাক্স। এরমধ্যেই তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে ওপাশে।

সামান্য কমেছে বৃষ্টি। ঘোলাটে আকাশ। আবছাভাবে বোঝা যাচ্ছে সূর্যের অবস্থান।

চারজন কাউবয় আর ওরা দু'জন মিলে মই নিয়ে এলো একটা। ব্যাংকের পেছনের দেয়ালে মইটা ঠেস দিয়ে তরতর করে ছাতে উঠে গেল ম্যাক্স। ওর পেছনে পেছনে বারুদ ভর্তি তিনটে থলি হাতে উঠে এলো বিলি আর দু'জন কাউবয়। থলিগুলো রেখে

নেমে গেল কাউবয় দু'জন।

নিঃশব্দে চিমনির ঢাকনাটা সরালো ম্যাক্স। অনেকগুলো কণ্ঠস্বরের ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এলো ওর কানে। স্প্যানিশে খুব তাড়াতাড়ি কথা বলছে লোকগুলো। বোঝাই যাচ্ছে, ভয় পেয়েছে ওরা।

নিচ থেকে তিনটে পাইপ এসে মিশেছে এক জায়গায়। সেখান থেকে মোটা একটা পাইপ উঠে এসেছে ওপরে। কালি-ঝুলিতে কালো হয়ে আছে পাইপগুলো।

হাত বাড়িয়ে বারুদ ভর্তি একটা থলে নিলো ম্যাক্স। শরীর দিয়ে আড়াল করলো চিমনির মুখ, যেন বৃষ্টিতে ভিজে না যায়। থলের মুখ খুলে আস্তে আস্তে উপুর করলো থলেটা। কালিঝুলির ওপর দিয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে গেল পাউডারটুকু।

একে একে তিনটে পাইপেই বারুদ ঢাললো ম্যাক্স। পকেট থেকে একটা চুরুট বের করলো। তিনটে সমান টুকরো করলো চুরুটটাকে। একটা টুকরো ধরিয়ে আপনমনে টানলো কিছুক্ষণ। বাকি দু'টো টুকরোতেও একইভাবে আগুন ধরালো। যখন বুঝলো না টানলেও চট্ করে নিববে না আগুন, হাতের ইশারায় নেমে যেতে বললো বিলিকে।

চুরুটের টুকরোগুলো তিনটে পাইপের মুখে চটপট ছেড়ে দিয়েই দৌড় দিলো ম্যাক্স। ছাতের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়লো নিচে। নরম মাটিতে দেবে গেল পা। ভারসাম্য সামলে নিয়েই ছুটলো ও। ঝাঁপিয়ে পড়লো একটা দোকান ঘরের আড়ালে।

বিস্ফোরণের শব্দে কানে প্রায় তালা লেগে গেল ওর। কেঁপে

উঠলো পুরো ব্যাংক। কামানের নলের মতো চিমনি দিয়ে বেরিয়ে এলো আগুনের হলকা আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ভেতরে চিৎকার আর্তনাদ আর গোঙানির শব্দ দূর থেকেই শুনতে পেলো ও।

দড়াম করে খুলে গেল ব্যাংকের সামনের দরজাটা। গলগল করে বেরিয়ে এলো ঘন কালো ধোঁয়া। দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে।

একজন মেক্সিকানকে দেখা গেল দরজায়। জামাকাপড় ছিঁড়ে কুটিকুটি, কনুইয়ের কাছ থেকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঝুলছে একটা হাত। সারা শরীর কালো কুচকুচে। চুলগুলো পুড়ছে পটপট করে। দরজা খুলে টলতে টলতে দু'পা এগোলো, তারপরই শরীরে গোটাতিনেক বুলেটের ক্ষত নিয়ে মারা গেল সে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে খক্‌খক্ করে কাশতে কাশতে বেরিয়ে এলো আরো দু'জন। ওদের সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে রক্তে। সেই অবস্থাতেই ছুটলো রাস্তার উল্টোদিকে। মাঝামাঝি পৌঁছোনোর আগেই ঝাঁঝরা হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ আর বেরোলো না কেউ। উত্তেজনায় টানটান হয়ে অপেক্ষা করছে সবাই। রাইফেল হাতে সতর্ক ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল ম্যাক্স আর বিলি।

ধোঁয়া আরেকটু সরতেই মাথার পেছনে দু'হাত রেখে বেরিয়ে এলো একজন। পরনে কালিঝুলি মাখা শাদা শার্ট। এখানে ওখানে রক্তের ছোপ। পায়ে বাঁধা আগুনে কালো হয়ে যাওয়া চামড়ার আবরণ।

সুদর্শন লোকটা, বেশ লম্বা। দু'পাশে দু'টো হোলস্টার।

ছুটোই খালি এখন। বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে চলে গেছে গানবেল্ট। ধোঁয়ার ভেতর থেকে আরো কিছুটা বেরিয়ে আসতেই লোকটাকে চিনতে পারলো ম্যাক্স। গতরাতের সেই মেক্সিকান।

'জেসাস,' বিস্ফারিত হয়ে উঠলো বিলির চোখজোড়া, 'এ তো ডন পেড্রো! ওর মাথার দাম এক হাজার ডলার!'

হাসলো পেড্রো। 'ঠিকই চিনেছো দেখছি।' মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে বাউ করলো সে। বিশাল কানওয়ালা হ্যাট বুকের অধিকাংশই ঢেকে দিলো ওর। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু যেন বেশি ঝুঁকলো পেড্রো।

বিলির ঘোর কাটেনি এখনো। পুরস্কারের কথাই চিন্তা করছিল সে। ঠিক তখনি বাঁ হাতে ভারী ছুরিটা ছুঁড়লো পেড্রো। বৃষ্টি আর ধোঁয়ার ভেতরে অস্পষ্টভাবে ঝিলিক দিয়ে উঠলো ছুরিটা।

কেঁপে উঠলো বিলি। তীক্ষ্ণ একটা ব্যথা অনুভব করলো গলায়। এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের একভাগের ভেতরে তীব্র হয়ে উঠলো ব্যথাটা, দ্রুত ছড়িয়ে গেল সারা শরীরে। ওর মনে হলো, আগুন ধরে গেছে গলায়। কিছু বলতে চাইলো, রক্ত এসে কণ্ঠরোধ করে দিলো ওর।

গলার কাছে হাত তুললো বিলি। ছুরির বাঁটটা হাতে ঠেকলো। হঠাৎ করেই বুঝতে পারলো, মারা যাচ্ছে ও। জীবনের সমস্ত আতঙ্ক এসে ভর করলো দু'চোখে। এ কি করে হয়? এক-মুহূর্ত আগেও তো টগবগে তরতাজা মানুষ ছিলো ও, লড়াই

করেছে বন্দুক হাতে। সবাইকে দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার, অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। আরেকটু দূরে, দ্রুত সরে যাচ্ছে পেড্রো।

খালি হয়ে গেছে ফুসফুস। মুখ দিয়ে বাতাস টানার চেষ্টা করলো বিলি। শুধু রক্ত উঠে এলো মুখে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো ও। দুর্বল হাতে কণ্ঠার মাঝখানে ঢুকে থাকা ছুরির বাঁট ধরে টানলো একবার। বেরোলো না ছুরিটা।

রক্তে বুকের কাছটা পুরোপুরি ভিজে গেছে বিলির। এখন আর ব্যথা করছে না গলায়। দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছে চারপাশে। ঝাপসাভাবে চোখে পড়ছে পানির ফোঁটা। আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। বড় হতে হতে ঢেউ এর সমান হয়ে উঠলো ফোঁটাগুলো। দুলছে, দুলছে সবকিছু। ঝপ্ করে নিকষ কালো অন্ধকার এসে ঢেকে দিলো ওর সমস্ত চেতনা।

ছুরিটা ছুঁড়ে দিয়েই উল্টোদিকে ঝেড়ে দৌড় দিয়েছে পেড্রো। ঘরবাড়ির আড়ালে বাঁধা ঘোড়াটা এতক্ষণে চোখে পড়লো ম্যাক্সের। ওদিকেই ছুটছে পেড্রো। প্রায় পৌঁছে গেছে। গুলি করলো ম্যাক্স। ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে উল্টে পড়লো পেড্রো। কাদার ভেতরে দু'টো গড়ান দিলো। ঘোড়াটা তখনো ওর ফুট তিনেক দূরে। হাঁচড়েপাঁচড়ে আবার ওঠার চেষ্টা করতেই দড়াম করে আছাড় খেলো ও মাটিতে। ওর বাঁ উরু থেকে এক খাবলা মাংস উড়িয়ে নিয়ে গেছে গুলিটা।

শটগান হাতে এগিয়ে গেল একজন। আস্তে করে পেড্রোর কানের পেছনে ঠেকালো নলটা।

'না,' চিৎকার করে উঠলো ম্যাক্স। ছুটলো পড়ে থাকা পেদ্রোর দিকে।

'কেন?' ঘুরে তাকালো কাউবয় ছেলেটা, 'হারামজাদা খুনী, শেষ করে দেই ব্যাটাকে।' ক্রোধে বিকৃত শোনালো ওর গলা।

'ওর বিচার হওয়া দরকার।'

'দেশের পয়সা খরচ করে ওর বিচার করার দরকার কি? এটাই ওর যোগ্য শাস্তি। খুনের বদলা খুন।'

'আইনকে ভুলে যেয়ো না। ওর বিচার করবে আইনের লোক। মার্শাল, গিল, বিলি ওরা ওর বিচার করতে চেয়েছিল, খুন করতে চায়নি। চাইলে সে-কাজটা ওরা আগেই পারতো। তাতে নিজেদের মরতে হতো না। ওকে খুন করলে তোমার আর এই খুনীর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখবো না আমি।'

শটগানের ব্যারেল সরিয়ে নিলো কাউবয়।

'ওকে সেলুনে নিয়ে চলো,' নির্দেশ দিলো ম্যাক্স, 'আহত যত-জন আছে সবাইকে।'

ব্যাংকের ভেতরে চারজনকে পাওয়া গেল মৃত অবস্থায়। দু'জন একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। মারা যায়নি, কিন্তু শিগগিরই যাবে, এমন পাওয়া গেল তিনজনকে। সেলুনে নিয়ে আসার পরপরই মারা গেল লোকগুলো।

অবিশ্বাস্যভাবে অক্ষত ছিলো পেদ্রো। হয়তো লোকজনের আড়ালে ছিলো বলে সামান্য কেটে-ছড়ে যাওয়া ছাড়া প্রায় কিছুই হয়নি ওর বিস্ফোরণের সময়।

দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে পেদ্রোর পা থেকে। আর কিছুক্ষণ

ওভাবে চললে মারা পড়বে সে। ওকে সেলুনে নিয়ে আসবার পর ক্ষতটা পরিষ্কার করলো ম্যাক্স। ওষুধ দিয়ে ভালমতো ব্যাণ্ডেজ করে দিলো।

'আমাকে বাঁচিয়ে লাভ কি তোমার?' জিজ্ঞেস করলো পেদ্রো। এখন মোটামুটি সুস্থ লাগছে তাকে।

'আমি ডাক্তার, মানুষকে বাঁচানোই আমার কাজ। তাছাড়া তোমাকে ধরিয়ে দেয়ার পুরস্কারটাও দরকার আমার।'

'অর্থাৎ, আমার জীবনের বিনিময়ে পুরস্কার?' অতিকষ্টে মুখ বেঁকিয়ে হাসলো পেদ্রো।

'দুঃখিত, কিছু করার নেই। সে ভাগ্য তোমার নিজের হাতে গড়া।'

আট

ম্যাক্সের কাজ মাত্র শেষ হয়েছে, এমন সময় ছুটতে ছুটতে এলো ডাঃ স্মিথ। পেছনে সিনথিয়া। ডাঃ স্মিথের হাতে বড়সড় মেডিক্যাল ব্যাগ।

'আমার জন্যে বোধ হয় কোনো কাজ বাকি নেই?' চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলো ডাক্তার।

সাথে সাথে হড়বড় করে পুরো ঘটনা বর্ণনা করলো একজন। ডন পেড্রোর নাম শুনে চোখ কপালে তুললো ডাঃ স্মিথ, 'বলো কি? ওই খুনীটাকে পাকড়াও করেছো?'

বাঁ পা-টা লম্বা করে দিয়ে চেয়ারে বসে ছিলো পেড্রো। ওর হাতদুটো এক করে পেছনে বাঁধা, পুরো শরীর দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা চেয়ারের সাথে। ডাঃ স্মিথের কথা শুনে সাথে সাথে প্রতিবাদ করলো সে, 'ওভাবে বলবেন না, সিনর। আপনার বন্ধুও খুনী। আমি সরাসরি খুন করি, সে করে একটু ঘুরিয়ে। এখন সে টাকাস-এ নিয়ে গিয়ে আইনের হাতে তুলে দেবে আমাকে যাতে ধীরে ধীরে মারা যাই আমি।'

ম্যাক্সের দিকে ঘুরলো ডাঃ স্মিথ। চোখে অবাক দৃষ্টি। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই প্রশ্ন করলো সিনথিয়া, 'উইলি কোথায়?'

'মারা গেছে। এরা সবাই ঘোড়া চালিয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে,' পেড্রোকে দেখালো ম্যাক্স। 'রাস্তায় পড়ে আছে লাশটা।'

কুটিল হাসি হাসলো পেড্রো। বললো, 'তুমি কিভাবে জানালা দিয়ে আমাদের ঘোড়ার সামনে ফেলে দিলে ওকে, সে-কথাটাও জানিয়ে দাও।'

চট করে ঘুরে দাঁড়ালো সিনথিয়া। ছুটলো দরজার দিকে। কাছে গিয়েই থমকে গেল। দু'জন লোক ধরাধরি করে মাংসপিণ্ডটা সেলুনের বারান্দায় এনে রাখছে।

'ওহ্ ঈশ্বর,' দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো সিনথিয়া।

'কী, চুপ করে গেলে কেন?' হাসিতে ভরে গেল পেড্রোর মুখ, 'আমাদের খুন করার আগে ওকে কিভাবে খতম করলে বলে দাও সবাইকে।'

মুখ তুলে ম্যাক্সের দিকে তাকালো সিনথিয়া। অস্বস্তি বোধ করছে ম্যাক্স। আত্মরক্ষার জন্যে জীবনে প্রথম মানুষ খুন করার পর নিজের চোখে এই দৃষ্টি দেখেছিল ও। যা ঘটেছে সেটা এ-মুহূর্তে ব্যাখ্যা করে বলা সম্ভব নয় ওর পক্ষে।

'তুমি খুন করেছো উইলিকে?' ঠাণ্ডা, নিরুত্তাপ গলায় জিজ্ঞেস করলো সিনথিয়া।

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো ম্যাক্স। 'আমার সাথে লড়াই হচ্ছিলো ওর,' বিব্রতভাবে উত্তর দিলো ও, 'ভোরবেলায় এসে

দরজা ধাক্কাতে শুরু করেছিল। আমাকে পিটিয়ে বিদায় করে দিতে চেয়েছিল এ-শহর থেকে। ওর ধারণা হয়েছিল, তুমি পছন্দ করো আমাকে। মারপিটের এক পর্যায়ে জানালা দিয়ে নিচে পড়ে যায় উইলি। তখনি ওর ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায় ওরা।'

গুঙিয়ে উঠলো সিনথিয়া। দু'হাত মুঠো করে চেপে ধরলো ঠোঁটের ওপর। অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখ ফিরিয়ে তাকালো উইলির লাশের দিকে।

রক্ত জমেছে লাশের নিচে। তালগোল পাকানো মাংসপিণ্ডের সঙ্গে মিশে আছে কাদা। এখানে-সেখানে বেরিয়ে পড়েছে শাদা হাড়।

চিৎকার ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না সিনথিয়া। দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সেলুন থেকে।

'এক হাজার ডলার পুরস্কার হয়তো পাবে তুমি, তবে মেয়েটাকে হারালে,' বিদ্রূপ ঝরে পড়লো পেড্রোর কণ্ঠে। প্রতিশোধের জ্বলজ্বলে হাসি ওর মুখে।

ক্রোধ, হতাশা, ব্যর্থতাবোধ একসাথে ভর করলো ম্যাক্সের মনে। স্পেনসারটা ধরাই ছিলো হাতে। কেউ কিছু বোঝার আগেই বিদ্যুৎ-গতিতে তুলে আনলো সেটা। কুঁদো দিয়ে সর্বশক্তিতে ঘা মারলো পেড্রোর চিবুকে। মাথাটা প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকি খেলো পেড্রোর। চেয়ারসুদ্ধ উল্টে পড়লো মেঝেতে। তার আগেই জ্ঞান হারিয়েছে সে। একমুহূর্ত পরেই গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এলো তার চিবুকের গভীর ক্ষত থেকে।

সন্ত্রস্ত চোখে ম্যাক্সের দিকে তাকালো ডাঃ স্মিথ। একটু সরে গেল পেছনে।

কেউ একজন বলে উঠলো, 'ব্যাটাকে শেষই করে দাও। কি দরকার অতদূর টেনে নিয়ে যাবার ?'

'না,' শীতল কণ্ঠস্বর ম্যাক্সের, 'ওকে আইনের হাতে তুলে দেবো আমি। আইনই বিচার করবে ওর।'

'টাকাস-এ ?' পেছন থেকে অবাক গলা শোনা গেল একজনের, 'পুরো চারদিনের রাস্তা। কে নিয়ে যাবে ওকে ?'

'আমি। কোনো আপত্তি আছে ?'

সবার হয়ে জবাব দিলো ডাঃ স্মিথ, 'কোনো আপত্তি নেই আমাদের। কিন্তু যাবে কি করে ? নদী পার হলেই ওদের এলাকা। চারদিন অনেক লম্বা সময়।'

'যেভাবে হোক যাবোই,' দৃঢ় গলায় জবাব দিলো ম্যাক্স, 'মার্শাল, গিলি, বিল বেঁচে থাকলে ওরাও তাই করতো।'

'মার্শালের একটা লোহার খাঁচা আছে,' আস্তাবলের সেই মেক্সিকান লোকটার গলা চিনতে পারলো ম্যাক্স, 'সে মাঝে মাঝে আউট-লদের আটক রাখার কাজে ব্যবহার করতো খাঁচাটা।'

'হার্নেসের পয়সা আমি দেবো,' বাদামী কোট পরা ছোটখাট একজন প্রস্তাব দিলো।

'যে সাথে যাবে সে ব্যাংকের তরফ থেকে দিনে পাঁচ ডলার করে পাবে।' লম্বা, সুদর্শন লোকটার প্রস্তাবে মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল সবার মধ্যে। পেছন থেকে আস্তে করে কেটে পড়লো কয়েকজন।

'ঠিক আছে, বোঝা হয়ে গেছে আমার,' ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো

ম্যাক্স. 'আমি একাই যাবো। খাঁচা, ওয়াগন আর দু'জনের জন্যে এক সপ্তাহের খাবার চাই। যত তাড়াতাড়ি রওনা দেয়া যায় ততই ভালো।'

তাড়াতাড়ি দরজার দিকে ছুটলো লোকজন। কাউকে ছাড়াই ম্যাক্স যাবে শুনে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে ওরা।

আরো কয়েকজনের সাথে হোটেলে রয়ে গেছে ডাঃ স্মিথ। ভিড় পাতলা হতেই নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো ম্যাক্সকে, 'উই-লিকে কি সত্যিই — ?' বাকি কথাটুকু উহ্য রাখলো সে।

আগের কথাগুলোরই পুনরাবৃত্তি করলো ম্যাক্স। সব শুনে মাথা ঝাঁকালো ডাঃ স্মিথ। কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

মুহূর্তের জন্যে ভাবলো ম্যাক্স. ডাকে ডাক্তারকে। ওর সাথে গিয়ে সিনথিয়াকে বুঝিয়ে বলে সব কথা। শেষ মুহূর্তে ইচ্ছেটা বাতিল করলো ও। কি দরকার? দুঃখের সাথে একটা অভিমান ফেনিয়ে উঠলো বুকের ভেতরে, কেউ যদি ভুল বুঝে থাকে তো থাক না। কি লাভ স্বপ্ন দেখে? ভাঙার জন্যেই তো স্বপ্ন ধরা দেয় ওর কাছে। তার চেয়ে বরং বাস্তবকেই মেনে নেবে। ঠেলে আসা দীর্ঘশ্বাসটাকে আস্তে আস্তে ছাড়লো ও।

মেক্সিকান সহিসকে দেখা গেল দূরে। লোহার খাঁচাটা টেনে আনছে। চারফুট বাই চারফুট হবে খাঁচাটা। ছ'ফুট উঁচু। শক্ত মোটা ফ্ল্যাটবার দিয়ে তৈরি। খাঁচার তিন দিকে তারের জালে ঘেরা। ভেতরে একপাশে বসার জন্যে ছোট একটা বেঞ্চ। একটা ওয়াগনের মেঝেতে শক্তভাবে আটকানো খাঁচাটা। জিনিসটা

আসলে কাউন্টি শেরিফদের প্রিজনার ভ্যান। ভ্যানের পেছনে সরু দরজা। শক্ত সমর্থ হুড়কোর সাথে ভারী তালা ঝুলছে দরজায়।

ছ'টা খচ্চর জুড়ে দেয়া হলো ওয়াগনে। বৃষ্টিতে ভিজে অস্থির হয়ে উঠেছে জানোয়ারগুলো। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছে আর পা ঠুকছে মাটিতে।

পেড্রোকে ভ্যানে তুলে দরজা বন্ধ করলো ম্যাক্স। তালা আটকে পকেটে রাখলো চাবিটা।

ভ্যানের সামনের দিকে দু পিপে পানি ওঠানো হলো সেই সাথে দু'জনের একসপ্তাহের খাবার। উপহার হিসেবে চারবোতল হুইস্কি পেলো ও। রাইফেল আর রিভলভারের বাড়তি কিছু গুলি নিলো সাথে।

ঘোড়াটাকে পাশে বেঁধে ওয়াগনে উঠে বসলো ম্যাক্স। চার-পাশে তাকালো। কোথাও ডাঃ স্মিথ বা সিনথিয়ার চিহ্ন দেখলো না। আশাও করেনি।

'আমার কাছে কিছু টাকা পাওনা থাকলো তোমার।'

মেক্সিকান সাহিসের কথায় চমক ভাঙলো ম্যাক্সের। হাসলো ও। 'আপাতত ভুলে যাও। ফিরে এসে আদায় করবো ওটা।'

আশেপাশে যে-ক জন ছিলো, হেসে উঠলো ওর কথায়।

লাগাম ধরে নাড়া দিলো ম্যাক্স। চলতে শুরু করলো ওয়াগন।

ডাঃ স্মিথের বাড়ির কাছে পৌঁছে সিনথিয়াকে দেখতে পেলো ও। বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

অস্বস্তিভরা চোখে ওদিকে তাকালো ম্যাক্স। একটু মাথা

ঝোঁকালো। চোখে পলক পড়লো না সিনথিয়ার। ওর ঠাণ্ডা দৃষ্টি শুধু অনুসরণ করলো ম্যাক্সকে। বৃষ্টি আর বাড়িঘরের আড়ালে ওয়াগনটা অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকলো সে।

শহর ছাড়ার পরপরই শুরু হলো কাদাভর্তি রাস্তা। সোজা পুবে চলে গেছে ট্রেইলটা। বেশ কিছুক্ষণ পরে পেছনে ফিরে তাকালো ম্যাক্স। বৃষ্টিটা আরো জোরে চেপে এসেছে। ধূসর একটা পর্দার আড়ালে হারিয়ে গেছে পাইড্রাস ব্লাঙ্কাস। পুরো নিউ মেক্সিকো জুড়ে শুরু হয়েছে বৃষ্টি, গুয়াডালুপস থেকে চিহুয়াহুয়ার হাইল্যাণ্ড পর্যন্ত ঢেকে গেছে ঘন কালো মেঘে।

ম্যাক্সের মনের সাথে একাকার হয়ে গেছে প্রকৃতি। ধূসর, ভারাক্রান্ত, কান্নাভেজা। মনে মনে নিজেকেই প্রবোধ দিতে চেষ্টা করছে ম্যাক্স। সিনথিয়ার কি দরকার পড়েছে যে ওর জন্যে ভাবতে যাবে? লিজার স্মৃতিকে জীবন্ত করে তুলেছিল সে, সেজন্যেই ওকে এতো করে মনে পড়ছে ম্যাক্সের। উইলির কথা মনে পড়লো ওর, সিনথিয়ার ভেতরে ম্যাক্সের জন্যে ভালোবাসার স্ফুলিঙ্গ নাকি দেখতে পেয়েছিল সে। কিন্তু উইলির মৃত্যুর সাথে সাথে সেটা স্ফুলিঙ্গের মতোই নিবে গেছে। আচ্ছা, উইলিকে কি ভালোবাসতো সিনথিয়া? মনে হয় না। হয়তো ভালোলাগা ছিলো, ভালোবাসা ছিলো না।

'লিজা, সিনথিয়া.' ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ উঠলো বাতাসে। লিজার মতোই শান্ত, নির্মল সিনথিয়া। আশার প্রদীপ জ্বালানো সোনালি স্বপ্নের মতো, বসন্তের দোলা দেয়া সূর্যোদয়ের মতো। কিন্তু ওর সে-স্বপ্ন এখন কঠোর বাস্তবতার কাদায় মুখ থুবড়ে

পড়ে আছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ম্যাক্স। আবোল তাবোল ভাবনার জন্যে বকুনি দিলো নিজেকে। চাবুক দিয়ে শপাং করে বাড়ি মারলো খচ্চরগুলোর পিঠে। দ্রুত ছুটতে শুরু করলো সেগুলো।

অন্ধকার গাঢ় হতেই ব্যস্ত হয়ে উঠলো ম্যাক্স। এদিকের পথঘাট বিশেষ জানা নেই ওর। সে-কারণে রাতে চলার ঝুঁকি নিতে চায় না। ট্রেইল থেকে একবার সরে গেলে কপালে খারাবী আছে।

তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশে নজর রাখতে রাখতে যাচ্ছে ও। একটু পরেই বক্স ক্যানিয়নটা চোখে পড়লো। ক্যানিয়নে ঢোকার মুখে দু'পাশ থেকে চেপে এসেছে পাহাড়। সরু মুখ দিয়ে কোনরকমে ঢুকবে ওয়াগনটা।

জায়গাটা দেখেই পছন্দ হয়ে গেল ম্যাক্সের। ওয়াগনের কাছে কাছে ফিরে এলো ও। স্ট্যালিয়নটার বাঁধন খুলে চাপলো ওটাতে। খচ্চরগুলোর লাগাম থাকলো বাঁ হাতে।

পথ দেখিয়ে ওয়াগনটাকে ক্যানিয়নের ভেতরে নিয়ে গেল ম্যাক্স। একটা বাঁক পেরোলো। বেশ খানিকটা সামনে ছাতের মতো ঠেলে বেরিয়েছে পাহাড়ের একটা অংশ। বাঁ পাশে বড়সড় একটা গুহা। ওয়াগন থামালো ও। এখানেই রাত কাটাবে।

ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে ক্যানিয়নের মুখে ফিরে গেল ম্যাক্স। অত্যন্ত যত্নের সাথে ক্যানিয়নে ঢোকার সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেললো। ঘন্টাখানেক লাগলো কাজটা শেষ করতে। একনাগাড়ে খেটে সন্তুষ্ট হলো শেষ পর্যন্ত।

খড়কুটো জোগাড় করে আগুন জ্বাললো ও।

মাংসের কুচি সেদ্ধ করে স্যুপ বানালো। একটা বাটিতে খানিকটা স্যুপ ঢেলে এগোলো ওয়াগনের দিকে। খাবার দেয়ার ফোকর দিয়ে খাঁচার ভেতরে ঠেলে দিলো বাটিটা। ফিরে এসে নিজে খেতে বসলো।

সপসপ শব্দ তুলে খেয়ে চলেছে পেদ্রো, তার ফাঁকেই কথা শুরু করলো সে। 'সিনর, আশা করছি অল্প সময়ের ভেতরেই আমার বন্ধুরা খুঁজে বের করবে আমাকে। কমপক্ষে তিরিশ-জন। এদিকে, নদীর ওপারে, পুরো জায়গাটাই আমার এলাকা। শুধু শুধু কষ্ট করছো তুমি।'

'যদি খুঁজে পায়ই ওরা,' স্যুপের বাটিতে চামচ ডোবালো ম্যাক্স, 'তোমার লাশ পাবে।'

'তাতে লাভ কি তোমার?'

'আত্মতৃপ্তি, আমাকে মৃত অবস্থায় দেখার সৌভাগ্য তোমার হলো না বলে।'

'কিন্তু জীবিত অবস্থায় ধরিয়ে দেয়ার পুরস্কার? তারজন্যেই তো এতো ঝামেলা ঘাড়ে নিয়েছো। অবশ্য মেয়েটার কথাও বাদ দিচ্ছি না।'

সিনথিয়ার প্রসঙ্গ উঠতেই এক নিমিষে রাগে অন্ধ হয়ে উঠলো ম্যাক্স। দাঁতে দাঁত চেপে বসলো ওর। নিজের ক্রোধে নিজেই অবাক হলো। কোমর থেকে আস্তে করে রিভলভার বের করলো। বাঁ হাতে দরজা খুললো খাঁচার। 'বেরোও।' অসম্ভব শান্ত শোনালো ওর গলাটা।

প্রথমে ডান পা নামালো পেদ্রো। তারপর দু'হাতে ধরে বাঁ পা-টাকে মাটিতে রাখলো সে। 'আমাকে খুন করতে চাইছো নাকি?' ভয়ের লেশমাত্র নেই তার চোখে।

'সামনে এগোও।' রিভলভার দিয়ে ইশারা করলো ম্যাক্স। ঘুরে পেছনে চলে এলো পেদ্রোর। কিছু বলার জন্যে মুখ খুললো সে। কানের নিচে ঠক্ করে রিভলভারের বাঁট পড়তেই নিঃশব্দে জ্ঞান হারালো। আস্তে করে জ্ঞানহীন দেহটা মাটিতে শুইয়ে দিলো ম্যাক্স।

নয়

আগুনের পাশে বসে পেদ্রোর জ্ঞান ফেরার জন্যে অপেক্ষা করছে ম্যাক্স। পেদ্রোর হাতদু'টো পিছমোড়া করে বাঁধা। কোনরকম ঝুঁকি নিতে চায়নি বলেই ওকে অজ্ঞান করতে হয়েছে ম্যাক্সকে।

একটু পরেই নড়েচড়ে উঠলো পেদ্রো। জ্ঞান ফিরেছে। হাত ধরে তাকে মাটি থেকে টেনে তুললো ম্যাক্স। হাঁটিয়ে নিয়ে গেল গুহার ভেতরে। পরিষ্কার একটা জায়গা দেখিয়ে উপুড় হয়ে শুতে বললো ওকে। সটান শুয়ে পড়লো পেদ্রো। গোড়ালির কাছে ওর পা দু'টো শক্ত করে বাঁধলো ম্যাক্স। নিশ্চিন্ত এখন ও। পালাতে পারবে না দস্যু সর্দার।

ওয়াগনের কাছে ফিরে গিয়ে ঘোড়া আর খচ্চরগুলোকে ছেড়ে দিলো ম্যাক্স। সতর্ক দৃষ্টি রাখলো যাতে বেশি দূরে চলে না যায় ওরা। ক্যানিয়নের ভেতরদিকে কিছু ঘাস দেখেছে। সেদিকেই গেল জন্তুগুলো।

ঘণ্টাখানেক পর ওদেরকে ফিরিয়ে আনলো ম্যাক্স। পানি খাইয়ে

বেঁধে রাখলো ওয়াগনের সাথে। অগ্নিকুণ্ড থেকে জ্বলন্ত একটা কাঠ বের করে নিবিয়ে দিলো আগুন। বালি দিয়ে চিহ্নগুলো ঢেকে দিলো।

গুহায় ফিরে এলো ম্যাক্স। বেশ বড়সড় গুহাটা। প্রায় বিশ-ফুট উঁচুতে ছাত। লম্বা চওড়ায় ফুট তিরিশেক করে হবে। বেড-রোল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো ও।

কোনো তারা নেই আকাশে। টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছে ক্যানিয়নে। কেউ চুপিচুপি এগিয়ে এলেও সহজে বোঝার উপায় নেই ওর।

'যতটা ভাবছো ততটা নিরাপদ নয় কিন্তু জায়গাটা,' অন্ধকারে ভেসে এলো পেদ্রোর কণ্ঠস্বর. 'ঠিক ব্যাংকটার মতো। বেরোনোর রাস্তা একটাই।'

'বেশি বেচাল দেখলে এই ব্যাংকেই তোমাকে স্থায়ীভাবে জমা করে দেবো।' পাশ ফিরে শুলো ম্যাক্স। সারাদিনের পরিশ্রম আর উত্তেজনার পর অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়লো।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো ওর। কোণের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে আছে পেদ্রো।

গুহার বাইরে এলো ম্যাক্স। ঝকঝকে নীল আকাশ. মাঝে মাঝে পেঁজা তুলোর মতো শাদা মেঘের ভেলা। ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঝাপটা মারলো গায়ে। নির্মল বিশুদ্ধ বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল ওর।

ট্রেইলটা পরীক্ষা করতে গেল ও। ক্যানিয়নের মুখে এসে সাবধানে উঁকি দিলো বাইরে। কেউ নেই আশেপাশে। বেরিয়ে ট্রেইলের কাছে পৌঁছুতেই বুকের ভেতরে ধড়াস করে উঠলো ওর।

ঘোড়ার খুরের ছাপ, একেবারে টাটকা। তিনজন লোক গেছে ঘোড়ায় চেপে। ধারগুলো এখনো অক্ষত আছে ছাপের। অল্প একটু পানি জমে আছে গর্তে। এর অর্থ একটাই, বৃষ্টি প্রায় থেমে যাবার সময় গেছে লোকগুলো। খুব সম্ভব মাঝরাত বা তারকিছুটা পরে।

ফিরে এসে কফি চড়ালো ম্যাক্স। চিন্তা করছে। কিছুক্ষণ পরই লোকগুলো বুঝবে; সামনে যায়নি ওয়াগন। সাথে সাথে ফিরতি পথ ধরবে ওরা। বুঝে নেবে মাঝখানে কোথাও লুকানো হয়েছে ওয়াগনটা। তিনজনের বিরুদ্ধে একজন ও. কথাটা ওরা জানে কিনা সেটাই প্রশ্ন। এমনও হতে পারে, ওয়াগনটা খুঁজে পেয়ে অন্যদের অপেক্ষায় না থেকে আক্রমণ করে বসবে লোকগুলো।

পেটের ভেতরে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি পাক দিয়ে উঠলো ম্যাক্সের। ভয় পায়নি, তবে দমে গেছে কিছুটা। পেড্রোকে নিয়ে টাকাস-এ পৌছুতে না পারলে পাইড্রাস ব্লাঙ্কাসের লোকজন কি ভাববে, সেটাই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে ওর কাছে। মনে হচ্ছে, এভাবে ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে না পড়লেই ভালো করতো। কিন্তু এখন সেটা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। বাস্তবকে মোকাবেলা করাটাই জরুরী এখন। মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো ও।

হাতপায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে পেড্রোকে নাশতা করালো ম্যাক্স। ওর খাওয়া শেষ হলে খাঁচায় পুরে তালা দিলো দরজায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ওদের রাত্রিবাসের চিহ্ন যতটা সম্ভব মুছে ফেললো।

খাঁচা খুলে পেড্রোকে নামতে বললো ও। অবাক হলো

পেড্রো। 'মতলব কি তোমার?'

'ওয়াগনে ওঠো,' উত্তর না দিয়ে হুকুম দিলো ম্যাক্স।

কোনরকমে টেনে হিঁচড়ে শরীরটাকে ওয়াগনে তুললো পেড্রো। এটুকুতেই ঘাম ছুটে গেছে ওর। ঝাঁকুনিতে আহত পায়ে ব্যথা পাওয়ায় মুখ বিকৃত করে ফেলেছে সে।

'সাইড রেইলের সাথে পা বাঁধো,' পেড্রোর হাতে এক টুকরো দড়ি ধরিয়ে দিলো ম্যাক্স। বিনা বাক্যব্যয়ে নির্দেশ পালন করলো সে। রিভলভার হাতে এগিয়ে গেল ম্যাক্স। পেড্রোর দিক থেকে চোখ না সরিয়েই বাঁধনগুলো পরীক্ষা করলো। আরেক টুকরো দড়ি দিয়ে খাঁচার সাথে বাঁধলো পেড্রোকে, যাতে সে চট্ করে সরে না যেতে পারে।

ক্যানিয়নের মুখে এসে ট্রেইলের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ভালো করে দেখে নিলো ম্যাক্স। কেউ নেই নিশ্চিত হয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। ঘোড়াটাকে সাইড রেইলের সাথে বেঁধে চড়ে বসলো খাঁচার ভেতরে এমনভাবে দরজাটা টেনে রাখলো যেন প্রয়োজনের মুহূর্তে একলাফে বেরোতে পারে খাঁচা থেকে। ফোকর দিয়ে রাইফেলের নল বের করে খোঁচা দিলো পেড্রোর পিঠে, 'চলো।'

'চমৎকার বুদ্ধি,' প্রশংসা ঝরে পড়লো পেড্রোর কণ্ঠে, 'তবে শেষ পর্যন্ত কাজ হবে না, এই যা।'

'না হলেও সেটা দেখে যাবার সৌভাগ্য হবে না তোমার।'

বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চললো ওরা। হঠাৎ করে প্রশ্ন করলো পেড্রো, মাত্র এক হাজার ডলারের জন্যে এতো কষ্ট করছো

তুমি? কথা দিচ্ছি, আমাকে ছেড়ে দিলে এর চেয়ে বেশি পাবে। টাকাস এখনো তিন দিনের পথ। তোমার পক্ষে পৌছুনো অসম্ভব। রাস্তায় আমার বন্ধুদের ঘোড়ার খুরের চিহ্ন চোখ এড়ানোর কথা নয় তোমার।'

কোনো উত্তর দিলো না ম্যাক্স। আরো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পর আবার শুরু করলো পেড্রো, 'পাইড্রাস ব্লাঙ্কাসের লোক-জন তো কোনো সাহায্যই করলো না তোমাকে। তারপরেও এত কষ্ট করতে গেলে কেন তুমি? শুধু টাকার জন্যে?'

ম্যাক্সের তরফ থেকে উত্তর না পেয়ে হেসে মাথা ঝাঁকালো পেড্রো। 'বুঝেছি, ওই মেয়েটার কাছে নিজেকে সাহসী প্রমাণ করতে চাইছো তুমি।'

দাঁতে দাঁত চেপে বসলো ম্যাক্স। চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, 'ফের যদি ওর কথা তোলো, দ্বিতীয় একটা শব্দ উচ্চারণ করার সৌভাগ্য হবে না তোমার।' পেড্রোর ঘাড়ের ওপরে খোঁচা মারলো রাইফেল দিয়ে।

নিজের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় মনে মনে লজ্জা পেয়ে গেছে ম্যাক্স। সত্যি কথাটাই বলে ফেলেছে পেড্রো। অবচেতন মনে আসলে এ-উদ্দেশ্যই কাজ করছে ওর। সিনথিয়াকে বোঝাতে চেয়েছে, খুনী নয় ও, ও সাহসী এবং আইনের স্বপক্ষে।

বক্স ক্যানিয়নের পর থেকে ঢালু হতে শুরু করেছে পাথুরে দেয়াল। নিচু হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেছে দিগন্তবিস্তৃত প্রেইরীতে। ট্রেইলের বাঁ পাশে উত্তরে যতদূর দৃষ্টি যায়, বৈশিষ্ট্য-হীন সমতলভূমি। ডান পাশে পাথুরে দেয়াল আস্তে আস্তে বাঁক

নিয়েছে মেক্সিকোর দিকে। একজায়গায় এসে ট্রেইল থেকে ফুট দশেক উচ্চতা দাঁড়িয়েছে দেয়ালের। বিশাল নীল আকাশের পটে স্পষ্ট ফুটে আছে ছবিটা। ঘোড়ার পিঠে বসা একজন লোক। শান্ত এবং স্থির।

কাছাকাছি এসে আরো ভালো করে দেখা গেল লোকটাকে। ধূসর-বাদামী রঙের ঘোড়ার পিঠে বসে আছে সে। চিবুকের সাথে বাঁধা বিশাল কানাওয়ালা হ্যাট আর ঝুলে পড়া গোঁফ দেখে লোকটাকে মেক্সিকান বলে চিনতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না। পরনে ময়লা একটা শাদা শার্ট। বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে চলে গেছে গানবেল্ট। ভারী মেক্সিকান স্পার। সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে জিন আর গানবেল্টে লাগানো রূপোর পেরেক। হাতে ধরা উইনচেস্টার কারবাইন। নলটা ওদের দিকে তাক করা।

'ও হার্নান্দো।' হাসিমুখে ঘাড় ফেরালো পেড্রো, 'আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাকে খুঁজছিল।'

'খুঁজে পেয়েছে ও, তবে তোমাদের কারুরই লাভ দেখছি না তাতে।' রাইফেলের নলটা পেড্রোর ঘাড়ের ওপর ঠেসে ধরলো ম্যাক্স।

'ও অন্যদের খবর দেবে।'

'এবং তারা এসে তোমার শবযাত্রায় শরিক হবে।'

চিৎকার করে স্প্যানিশে কি যেন বললো পেড্রো। স্থির হয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে থাকলো হার্নান্দো। ওয়াগনটা ওকে পার হয়ে যেতেই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দক্ষিণে ছুটলো সে। আধ মাইল পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা গেল তাকে। তারপর হারিয়ে গেল উঁচু নিচু পাহা-

ড়ের ওপাশে।

'চাবুক চালাও,' আদেশ দিলো ম্যাক্স।

'লাভ হবে না কোনো,' বাতাসে শিস্ দিয়ে উঠলো চাবুক। 'ধরে ফেলবেই ওরা।'

'দেখা যাক।'

দ্রুত ছুটছে খচ্চরগুলো। ঝাঁকুনি সামলাতে একহাতে খাঁচার বার চেপে ধরে আছে ম্যাক্স।

ঘন্টাখানেক একনাগাড়ে ছুটলো ওয়াগন। দ্রুত ছোটায় ঘোড়াটাও বেশ চাঙা হয়ে উঠেছে।

বিকেল গড়িয়ে গেছে। দিগন্তরেখা ছুঁই ছুঁই করছে সূর্য। বেলাশেষের সোনালি আলোয় অদ্ভুত সুন্দর লাগছে সবকিছু।

গতি কমাতে বললো ম্যাক্স। ট্রেইল থেকে সরে গেল কিছুটা। পছন্দসই একটা জায়গায় পৌঁছে থামতে বললো পেড্রোকে।

লাফ দিয়ে ওয়াগন থেকে নামলো ম্যাক্স। একহাতে রিভলভার নিয়ে অন্যহাতে বুকের বাঁধন আলগা করে দিলো পেড্রোর। দড়িটা দিয়ে হাত দু'টো বাঁধলো ওর। খাবারের বাক্স থেকে দু'জনের খাবার আলাদা করে রেখে বাকিটুকু স্যাডল ব্যাগে ভরলো। ঘোড়া আর খচ্চরগুলোকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিয়ে নিজে খেতে বসলো।

'বোঝাই যাচ্ছে, ওয়াগনের মায়া কাটাচ্ছো তুমি। বুদ্ধিমানের কাজ হবে সেটা। আরো বেশি বুদ্ধিমানের কাজ হবে আমাকে এখানে ছেড়ে দিলে। কথা দিচ্ছি, তোমার কথা ভুলে যাবো আমি।' হাত বাঁধা থাকায় দু'হাতে খেতে খেতে বললো পেড্রো।

বাটি থেকে চোখ তোলেনি সে।

'তোমার স্বপ্নগুলো চমৎকার,' মন্তব্য করলো ম্যাক্স, 'বেশ লাগে শুনতে।'

খাওয়া শেষ করে মেডিক্যাল ব্যাগটা খুললো ও। বেশ খানিকটা তুলো আর ব্যান্ডেজ বের করে বন্ধ করলো ব্যাগটা। হাত ধরে ওয়াগন থেকে পেড্রোকে সাহায্য করলো নামতে। পেড্রোর পা'বাটিতে ঠেকতেই ধাক্কা দিলো ম্যাক্স। উপুড় হয়ে পড়ে গেল পেড্রো।

সাথে সাথে ওর পিঠে চেপে বসলো ম্যাক্স। ডান হাঁটু দিয়ে চাপ দিলো কাঁধে। বাঁ হাতে তুলো নিয়ে গুঁজে দিলো পেড্রোর মুখে।

ছটফট করে উঠলো পেড্রো। হাঁটুতে চাপ বাড়ালো ম্যাক্স। সেই সাথে টান দিলো বাঁ হাতে। ঘাড় পেছনে সরে এলো পেড্রোর। নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল সাথে সাথে। ব্যান্ডেজ দিয়ে কষে ওর মুখ বাঁধলো ম্যাক্স। বাঁধা শেষ হলে ঠেলে ওকে খাঁচায় তুলে দিয়ে দরজা বন্ধ করলো খাঁচার। তালা আটকে খচ্চরগুলোর খোঁজে এগোলো।

ঘোড়া আর খচ্চরগুলোকে পরিমাণমতো পানি খাওয়ালো ও। বেশি খেলে ভারী হয়ে যাবে শরীর। দরকারের সময় দ্রুত ছুটতে পারবে না।

অন্ধকার গাঢ় হতেই রওনা হলো ও। উঠে এলো ট্রেইলে। কিছুক্ষণ পর চাঁদ উঠলো আকাশে। ঝকঝকে জোৎস্নায় ভেসে গেল প্রান্তর। পাহাড়ের ওপাশ থেকে ধেয়ে এলো। উদাস করা

ঠাণ্ডা হাওয়া।

দ্রুত ঘোড়া ছোটালো ম্যাক্স। আলোটা ওর প্রয়োজনের তুলনায় বড্ড বেশি। যতটা সম্ভব অন্ধকারে সরে যেতে চায় ও।

আবার শুরু হয়েছে পাহাড়ের সারি। সামনে একটা গিরিপথ। মাঝামাঝি জায়গায় এসে দু'পাশ থেকে এগিয়ে এসেছে ঘন কালো নিরেট পাথরের দেয়াল। খাড়া উঠে গেছে কয়েক'শ ফুট। রাশ টেনে ওয়াগন থামালো ম্যাক্স। তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করলো জায়গাটা।

খাঁচা খুলে পেদ্রোকে বের করলো ও। সরু জায়গাটা পার হয়ে বেশ খানিকটা সামনে এগোলো। পেদ্রোকে রেখে ফিরে এলো ওয়াগনের কাছে। হাঁটতে গেলে এখনো যথেষ্ট কষ্ট হয় পেদ্রোর। সুতরাং পালিয়ে যাবে এমন ভয় নেই। তবুও সতর্ক নজর রাখলো ম্যাক্স তার ওপর।

ঘোড়াটাকে খচ্চর গুলোর সামনে জুড়লো ও। কয়েকবার সামনে পেছনে করে গিরিপথের সবচেয়ে সরু জায়গাটাতে দাঁড় করালো ওয়াগনটা।

পাহাড় আর ওয়াগনের ফাঁক গলে পেছনে চলে গেল ও। মাপমতো পাথর খুঁজে এনে ডান চাকার সামনে জড়ো করতে শুরু করলো। পাথরগুলোকে এমনভাবে সাজালো যেন পাথরের ওপর চাকা উঠলেই উল্টে যায় ওয়াগনটা।

ফাঁক দিয়ে আবার সামনে চলে এলো ম্যাক্স। দূরে বসে বসে ওর কাজ দেখছে পেদ্রো।

খচ্চরগুলোর পিঠে চাপড় দিলো ম্যাক্স। টানতে শুরু করলো

ওরা। সামান্য একটু নড়লো ওয়াগনটা। তারপর অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। কষে চাবুক চালালো ম্যাক্স। আবার প্রাণপণে টানতে শুরু করলো খচ্চরগুলো। ঘোড়াটাও যোগ দিয়েছে সাথে। একটু একটু করে এগোচ্ছে, সেই সাথে ডান পাশে কাত হচ্ছে ওয়াগন। থেমে না যায় যাতে সে জন্যে নির্দয় ভাবে চাবুক চালাচ্ছে ম্যাক্স। একসময় হুড়মুড় করে উল্টে গেল ওয়াগনটা। সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে গিরিপথ। ওয়াগনটা ওখান থেকে সরাতে কমপক্ষে একঘন্টা ব্যয় করতে হবে এখন।

খচ্চর আর ঘোড়াটাকে পড়ে থাকা ওয়াগন থেকে মুক্ত করলো ম্যাক্স। ওদেরকে নিয়ে এগোলো সামনে। পেদ্রোর কাছে এসে থামলো। রিভলভার আর রাইফেল দূরে সরিয়ে রেখে পাঁজাকোলা করে খচ্চরের পিঠে বসিয়ে দিলো পেদ্রোকে। হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে খচ্চরটার পিঠে উপুড় করে শোয়ালো ওকে। খচ্চরের পেটের নিচ দিয়ে ফের বেঁধে দিলো হাত দু'টো।

লাফ দিয়ে স্ট্যালিয়নের পিঠে উঠে বসলো ম্যাক্স। পেটে খোঁচা খেয়ে চলতে শুরু করলো ঘোড়াটা। লাগামের টানে পেছনে পেছনে ছুটছে খচ্চরগুলো। গিরিপথ থেকে বেরিয়ে এলো খোলা প্রান্তরে।

বাঁ পাশে খরস্রোতা জলধারা। পাথরে ঘা খেয়ে ছিটকে উঠছে রূপোলি জল। চিকচিক করছে মায়াবী চাঁদের আলোয়। জলের টানে স্রোতস্বিনীর পাশে এগিয়ে গেছে ডান পাশের পাহাড়। সুবিধাই হলো ম্যাক্সের। আচমকা আক্রমণের আশঙ্কা নেই এখানে।

জঙ্গলের পাশ দিয়ে চলে গেছে আঁকাবাঁকা রুক্ষ পাথুরে পথ। ঘোড়া নিয়ে অত্যন্ত সাবধানে এগোচ্ছে ম্যাক্স। ঘোড়াটা আহত হওয়া মানে অনিবার্য মৃত্যু। মাঝে মাঝেই তীক্ষ্ণ চোখে জলের গভীরতা মাপছে ও। কিছুটা সামনে গিয়ে চওড়া হয়ে গেছে স্রোতস্বিনী। চাঁদের আলোয় চকচক করছে তলার নুড়িপাথর। খুশি হয়ে উঠলো ম্যাক্স। ঘোড়াসুদ্ধ নেমে পড়লো জলে। হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল ঘোড়ার। ওপারের কাছাকাছি পৌঁছে থামলো ও। দু'টো খচ্চরকে টেনে নিয়ে এলো কাছে। লাগাম খুলে পাড়ের দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করালো সেগুলোকে। অস্বস্তির সাথে কান নাড়তে থাকলো খচ্চর দু'টো। শপাং করে চাবুক চালালো ম্যাক্স। চমকে উঠে দৌড়ুতে শুরু করলো জানোয়ারদু'টো। ছুটতে ছুটতে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

পাড়ে না উঠে পাড়ের সমান্তরালভাবে চলতে থাকলো ও। স্রোত অনেক কম এখানে। জলও বেশ অগভীর। সোজা পুবদিকে ঘোড়া ছাটালো।

ঘণ্টাখানেক একনাগাড়ে ছোটার পর থামলো ম্যাক্স। বিকল্প একটা পথের সন্ধান করছে ও। দেখেশুনে পছন্দ হলো না জায়গাটা। আরো মাইলখানেক সামনে গিয়ে থামলো।

পাড়ে নরম বালি। একটু দূর থেকেই শুরু হয়েছে নিচু পাহাড়ের সারি। পাড়ে উঠে এলো ম্যাক্স। ইচ্ছাকৃতভাবে গভীর ছাপ ফেললো বালিতে। পাথুরে রাস্তায় উঠে উত্তরের ট্রেইল ধরলো। টাকাস-এ যাবার রাস্তা নয় এটা।

ঘড়ি দেখলো ম্যাক্স, রাত তিনটে। আবার একজোড়া খচ্চরকে

দল থেকে আলাদা করলো। নরম বালিতে নামিয়ে দিয়ে কষে চাপড় দিলো পিঠে। সামান্য একটু দৌড়ে গিয়েই থেমে গেল ওরা। সরে এলো পাহাড়ের পাশে। সাংঘাতিক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে জন্তুগুলো।

অন্যসময় হলে অপেক্ষা করতো ম্যাক্স। কিন্তু এ-মুহূর্তে কিছুটা নিষ্ঠুর হতে হলো ওকে। আশেপাশে তাকালো ও। একটা ক্যাকটাসের ঝোপ দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। পকেট থেকে ছুরি বের করে বেশ কাঁটাওয়ালা দু'টো টুকরো কাটলো। মাটি থেকে একমুঠো বালি তুলে কাটা জায়গাতে ছড়িয়ে দিলো। এখন আর বোঝা যাবে না সদ্য কেটে নেয়া হয়েছে ওখান থেকে।

দু'টো খচ্চরের লেজের সাথেই শক্ত করে কাঁটাওয়ালা কাণ্ড বাঁধলো ম্যাক্স। তারপর চাপড় দিলো খচ্চরদু'টোর পিঠে। এক পা এগোতেই লেজে ঝোলানো কাঁটা খোঁচা দিলো পায়ে। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিলো খচ্চরদু'টো। অমনি আরো জোরে ঘা পড়লো পায়ে। কাঁটার ঘায়ে ছুটতে ছুটতে অন্ধকারে মিশে গেল জানোয়ারদু'টো। পেছনে বালির ওপরে গভীর ছাপ রেখে সোজা উত্তরে ছুটছে ওরা।

ঘোড়ার মুখ দক্ষিণে ঘুরিয়ে নিলো ম্যাক্স। উঁচু নিচু পাথুরে ট্রেইল ধরে অত্যন্ত সাবধানে রওনা হলো সামনে।

অস্পষ্ট আলো ফুটছে পুবের আকাশে। উঠি উঠি করছে সূর্য। ঠাণ্ডা ভেজে ভেজে বাতাস। টাকাস যাবার ট্রেইলের পাশে পৌঁছুলো ম্যাক্স। আরেকটা খচ্চরকে মুক্ত করলো। ক্লান্ত পদক্ষেপে ঘাসের খোঁজে সামনে এগিয়ে গেল জানোয়ারটা।

উচিত হচ্ছে না জেনেও জোরে ঘোড়া ছোটালো ম্যাক্স। সূর্য ওঠার আগেই পছন্দসই একটা গুহা খুঁজে পেলো। ঘোড়া আর খচ্চরটাকে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পেদ্রোকে মুক্ত করলো ও। গুহার ভেতরে ঢুকলো দু'জন।

মুখের বাঁধন আলগা করলো পেদ্রো। থুঃ থুঃ করে থুথু ছিটিয়ে জিভে লেগে থাকা তুলো পরিষ্কার করলো। 'বুদ্ধিটা চমৎকার ঠাউরেছো, তবে বেশিক্ষণ বোকা বানাতে পারবে না ওদের।' বাঁধন খোলার পর প্রথম কথা পেদ্রোর।

'বেশিক্ষণ না হলেও ক্ষতি নেই। ওয়াগনে এলে চারদিনের পথ টাকাস, ঘোড়ায় এসে আমি অনেক সময় বাঁচিয়েছি।'

'সময় বাঁচিয়েছো, তবে আয়ু কমিয়েছো,' গরগর করে উঠলো পেদ্রো। 'তোমার চামড়া খুলে নেবো আমি।'

'আমার চামড়া খুব পাতলা, খুলতে পারবে না। আর তার আগেই ফাঁসিতে ঝুলবে তুমি,' নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর ম্যাক্সের।

'জানোয়ারগু'টোই ক্লান্ত। জোরে ছুটতে পারবে না আজকে। ওদের ঘোড়াগুলো তরতাজা থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস।' হাসলো পেদ্রো। গলার স্বরে প্রচ্ছন্ন হুমকি।

'তোমার বিশ্বাস নিয়ে সুখে থাকো তুমি।' পেদ্রোর হাত-পা বেঁধে গুহার কোণে সরিয়ে দিলো ওকে। নিজে দেয়ালে হেলান দিয়ে চোখ মুদলো।

বিকেল নামলো পাহাড়ে। যাত্রার প্রস্তুতি নিলো ম্যাক্স। তুলো আর ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ফের মুখ বাঁধলো পেদ্রোর। এবার আর বাধা দিলো না সে। আগের মতই খচ্চরের সাথে তাকে বেঁধে নিয়ে

রওনা হলো ও।

দীর্ঘ যাত্রায় ক্লান্ত জানোয়ারগু'টো। তবে আশার কথা, সারাদিন বিশ্রাম পেয়েছে ওরা। ফলে মোটামুটি দ্রুতই ছুটতে পারছে। ম্যাক্সের সমস্যা হয়েছে নিজেকে নিয়ে। দুপুরে সামান্য তন্দ্রামতো এসেছিল, এখন ঘুমে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। একনাগাড়ে কয়েক দিনের প্রচণ্ড পরিশ্রম, উৎকণ্ঠা আর আচমকা আক্রমণের আশঙ্কা ক্লান্তির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে ওকে। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে চোখজোড়া। জল গড়াচ্ছে সমানে। ওয়াগনে বসে উঁচু-নিচু ট্রেইলে চলার ফলে সর্বাঙ্গে ব্যথা। রাইফেলটা শক্ত হাতে ধরে রেখেছে। তবে প্রয়োজনের মুহূর্তে কতোটা কাজে লাগাতে পারবে সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু এত সবের পরে বরং আরো বেশি রোখ চেপে গেছে ওর। পেদ্রোকে টাকাস জেলহাউসে তুলে তবে ছাড়বে ও। দেখা যাবে কে বেশি ক্ষমতা রাখে—ও নিজে, নাকি আউট-ল গ্রুপ।

সামনে বিছিয়ে আছে নিউ মেক্সিকোর দিগন্ত বিস্তৃত ধূসর নির্জন প্রান্তর। সূর্যের শেষ রশ্মিও যেন আগুন ঢালছে গায়ে। ঘামে সারা শরীর চটচট করছে ম্যাক্সের। ক'দিনের না কামানো দাড়িতে কুটকুট করছে মুখ। হাতের তালু দিয়ে গাল ঘষলো ও।

সন্ধ্যা। দিগন্তের গায়ে ফুটে উঠলো একসার ঘোড়সওয়ার। সংখ্যায় বারোজন। জোরকদমে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে তারা। খুরের ঘায়ে ছিটকে উঠেছে ধুলো।

ঘোড়া থামালো ম্যাক্স। মাটিতে নামলো। রাইফেল কক করে

এগিয়ে গেল পেড্রোর কাছে। বাঁ হাতে খুলে দিলো ওর মুখের বাঁধন। রাইফেলের নল চেপে ধরলো কানের পেছনে।

'তোমার জন্যেই আসছে ওরা সিনর,' বিদ্রূপ মাখা কণ্ঠ পেড্রোর। চোখেমুখে পৈশাচিক উল্লাস। 'এবার?'

রোদে গরম হয়ে ওঠা রাইফেলের ব্যারেল পেড্রোর গালে ছোঁয়ালো ম্যাক্স। মাথা সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলো সে। ব্যারেলটা ঠেসে ধরলো ম্যাক্স। হিসহিস করে উঠলো ওর গলা, 'ওদের জানিয়ে দাও, সামান্য বেচাল দেখলে কে আগে মারা যাবে।'

'সিনর,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো পেড্রো। যেন ম্যাক্সের নির্বুদ্ধিতায় গভীর দুঃখ পেয়েছে। 'বুঝতে পারছো না কেন, তোমার পক্ষে সম্ভব নয় জেতা।'

'হারিনি এখনো, হারবোও না,' অনুত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দিলো ম্যাক্স।

কাছে এসে পড়েছে ঘোড়সওয়ারেরা। দু'দলে ভাগ হয়ে একেক দলে ছ'জন করে ছড়িয়ে গেছে ট্রেইলের দু'পাশে। সিকি মাইল দূরে আছে এখনো। কোনো তাড়া নেই ওদের। জানে, পালাতে পারবে না ম্যাক্স। ধীরেসুস্থে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ডানপাশের লাইনের মাথায় হার্নান্দোকে চিনতে পারলো ও।

বেশ কিছুটা সামনে হঠাৎ মিটমিট করে জ্বলে উঠলো একটা আলো। সারি সারি আরো অনেক ক'টা। টাকাস। বুঝতেই পারেনি ম্যাক্স, টাকাস-এর এতো কাছে চলে এসেছে ওরা।

আরো কাছে এসে গেছে দলটা। সবাই যাতে দেখতে পায়

সেজন্যে স্পেনসারটাকে সামান্য একটু ওপরে তুললো ম্যাক্স। আবার নামিয়ে এনে পেড্রোর কানের পেছনে ঠেকালো নলটা।

'মারাত্মক ভুল করছো তুমি,' দাঁতে দাঁত পিষলো পেড্রো, 'যদি টাকাস-এ পৌঁছুতেও পারো, জ্যান্ত বেরোতে পারবে না ওখান থেকে।'

'সে তখন দেখা যাবে। এখন তোমার লোকদেরকে সুবোধ ছেলের মতো বন্দুকগুলো ফেলে দিতে বলো।'

কাছে এসে ছড়িয়ে গেল মেক্সিকানরা। ওদেরকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়লো। সবার হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ম্যাক্সের দিকে তাক করা।

'যা বললাম, বলো ওদের। জোরে বলবে, যাতে শুনতে পায় সবাই।' রাইফেল দিয়ে খোঁচা দিলো ম্যাক্স।

'টাকার লোভ খুব বেশি তোমার,' গরগর করে উঠলো পেড্রো। 'প্রাণের কথাটা ভেবো মাঝেমাঝে।'

ধমকে উঠলো ম্যাক্স, 'যা বললাম, করো।'

যতদূর সম্ভব মাথা তুললো পেড্রো। চিৎকার করে স্প্যানিশে কিছু বললো। তারপর ইংরেজিতে তরজমা করলো, 'এখন কোনো ঝামেলায় যেয়ো না। অপেক্ষা করো। সুযোগ পেলেই খতম করবে।'

'সরে যাও রাস্তা থেকে,' চেঁচিয়ে উঠলো ম্যাক্স, 'বন্দুক নামিয়ে রাখো।'

হাত থেকে বন্দুক ছেড়ে দিলো লোকগুলো। সরে গেল ট্রেইল থেকে। পেড্রোকে সামনে রেখে অত্যন্ত সাবধানে লোকগুলোকে

পেরিয়ে এলো ম্যাক্স।

বেশ খানিকটা সামনে এগিয়ে তারপর ঘোড়ায় চড়লো।

পেড্রোর খচ্চরটাকে সামনে রেখে তার সাথে ঘোড়াটাকে একটা সরলরেখায় নিয়ে এলো ও। এখন আর অন্ধকারে পেছন থেকে গুলি করার ঝুঁকি নিতে চাইবে না কেউ।

উজ্জ্বল হয়ে উঠছে সামনের আলোকমালা। পাহাড়ের আড়ালে টুপ করে ডুব দিয়েছে সূর্য। তার শেষ আলোয় এখনো দেখা যাচ্ছে পথঘাট। একটু পরেই টাকাস-এ ঢুকলো ওরা। 'শেষ পর্যন্ত পৌঁছুলাম তাহলে!' বিরাট একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো ম্যাক্স।

'তোমার মৃত্যু পরোয়ানায় সই করলে, সিনর,' অসম্ভব শান্ত শোনালো পেড্রোর গলা, 'আমাকে ছেড়ে দেয়া উচিত ছিলো তোমার।'

দশ

নিরেট পাথরে তৈরি টাকাস জেলহাউস। শহরের দক্ষিণে পাহাড় কেটে বানানো জেলখানাটা। সেলগুলো ভেতরের দিকে, সেজন্যে সারাক্ষণই প্রায় অন্ধকার। ভয়ঙ্কর এবং নির্জন। জেলখানার ওপর থেকে ধাপে ধাপে উঠে গেছে পাথরের গ্যালারী। দু'পাশে দু'টো ওয়াচ টাওয়ার। গ্যালারী থেকে ঘোরানো সিঁড়ি চলে গেছে টাওয়ারে। ওখানে চব্বিশ ঘণ্টা রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে দু'জন গার্ড।

জেলখানার চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া। বেড়ার ধার ঘেঁষে কিছুটা পরপরই অস্ত্রধারী গার্ড। ভারী কাঠের দরজায় রাইফেল হাতে চারজন গার্ড দাঁড়িয়ে।

খোলা গেট দিয়ে জেলখানার চত্বরে ঢুকলো ম্যাক্স। সবক'টা রাইফেলের নল ঘুরে গেল ওর দিকে। পেছনে গেট বন্ধ হবার ভোঁতা আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুললো পাহাড়ে। কাছে এসে ওদের ঘিরে ফেললো গার্ডগুলো।

ঘোড়া থেকে নামলো ম্যাক্স। ছুরি দিয়ে বাঁধন কাটলো

পেদ্রোর। মুখের ব্যাণ্ডেজ নিজেই আলগা করলো সে। খচ্চর থেকে ওকে নামতে সাহায্য করলো ম্যাক্স।

'ধন্যবাদ,' হাত দু'টো ঘষছে পেদ্রো। সম্পূর্ণ শান্ত দেখাচ্ছে ওকে। চোখেমুখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। 'তোমার অনুগ্রহের কথা আজীবন মনে থাকবে। কথা দিচ্ছি, মৃত্যুর আগে যাতে খুব কম যন্ত্রণা পাও, সেদিকে নজর থাকবে আমার।'

'সেজন্যে আস্তানায় ফিরে যেতে হবে তোমাকে,' মনে মনে লোকটার সাহসের প্রশংসা করলো ম্যাক্স, 'তার অনেক আগেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমি।'

'ধরেই নাও, আমি আস্তানায় ফিরে গেছি। সুতরাং তোমার সাথে বোঝাপড়ার বিশেষ দেরি নেই।'

হাসলো ম্যাক্স, 'দেখা যাক।' সবচেয়ে কাছের গার্ডকে ডাকলো ইশারায়। 'আমি ম্যাক্স ওয়াইল্ডার। পাইড্রাস ব্লাঙ্কাস থেকে আসছি। ওখানে শুনলাম, এ-লোকের দাম নাকি হাজার ডলার। তাই নিয়ে এলাম। ওর নাম ডন পেদ্রো।'

এক ঝটকায় টানটান হয়ে গেল সবক'জন গার্ড। 'জেসাস। বলো কি? সবখানে খোঁজা হচ্ছে ওকে।' ঝট্ করে রাইফেল বক্ করলো ওরা। তাক করলো পেদ্রোর দিকে।

দাঁত বের করে হাসলো পেদ্রো। ক'দিনের না কামানো দাড়িতে হাত ঘষলো। পেছন থেকে রাইফেলের কুঁদো দিয়ে ঘা মারলো একজন। হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে। কিন্তু হাসি মুছলো না তার মুখ থেকে। ম্যাক্সের কাছে হিংস্রশ্বাপদের মতো লাগলো ওকে। আরেকজন গার্ড পেদ্রোর ঘাড়ে ঠেসে

ধরলো রাইফেলের বাঁট।

'থামো,' একটু কঠোর শোনালো ম্যাক্সের গলা, 'আহত ও, তাছাড়া শিগগিরই ফাঁসিতে ঝুলবে।'

পকেট থেকে পাইড্রাস ব্লাঙ্কাসের সিটিজেন কমিটির দেয়া কাগজটা বের করে কাছের গার্ডের দিকে বাড়িয়ে দিলো ম্যাক্স। ভাঁজ খুলে মন দিয়ে লেখাটা পড়লো গার্ড। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হুকুম দিলো অন্যদের, 'ওকে এক্ষুনি সেলে পোরো। সারাক্ষণ একজন গার্ড রাখবে সেলের সামনে। যখন দরজা খোলা হবে, খেয়াল রাখবে দু'জনের কম গার্ড যেন না থাকে।' ম্যাক্সের দিকে ফিরলো সে, 'তোমার টাকা পেতে একটু দেরি হবে, ধরো সপ্তাহখানেক। এখানকার জাজ মিঃ আর্থার বাইরে গেছেন। তিনি ফিরে এসে কাগজপত্রে সই করলেই পেয়ে যাবে টাকাটা।'

'অসুবিধা নেই আমার,' ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডলব্যাগটা নামালো ম্যাক্স, 'তবে আসার পথে পেদ্রোর লোকজনের সাথে দেখা হয়েছিল। বারোজন আছে ওরা। সুযোগ পেলেই জেল ভেঙে ওকে বের করে নিয়ে যেতে বলেছে পেদ্রো।'

'কোনো আশা নেই,' হাসলো গার্ড, 'জেলখানাটা বানানো হয়েছে শুধু ঢোকার জন্যে।'

'দেখা যাবে,' মন্তব্য করলো ম্যাক্স। 'এখানে সবচেয়ে ভালো হোটেল কোনটা?'

'কুইন'স রয়্যাল, সামনে।'

অনেক বড় হোটেল রয়্যাল, খরচও দ্বিগুণ। তবে হিসেব করে

দেখলো ম্যাক্স, ওর পকেটে যা আছে আর সেই সঙ্গে এক হাজার ডলার পেলে যা হবে, তাতে দিব্যি কুলিয়ে যাবে।

একটা রুম ভাড়া নিলো ও। বেশ বড়সড় রুমটা, উঁচু ছাদ। গোসলখানাসহ পাশের লাগোয়া কামরার জন্যে দিনে অতিরিক্ত পাঁচ ডলার দিতে হবে ওকে।

রুমে গিয়ে পোশাক বদলে গোসল করতে ঢুকলো ম্যাক্স। সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে গায়ের ময়লা দূর করলো। পুরো এক ঘন্টা ব্যয় হলো গোসল সারতে। রুমে ফিরে শেভ করলো। দরজায় তালা দিয়ে নিচে নেমে গেল খেতে।

রাতের খাবারটা একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গেল ওর। খাবার শেষ করে কফির কাপে চুমুক দিলো, সেই সাথে ধরালো দিনের দ্বিতীয় চুরুট।

রুমে ফিরে জামাকাপড়গুলো ধোয়ার ব্যবস্থা করলো ও। কোটটা দিলো ধুলো ঝেড়ে ইস্ত্রি করার জন্যে। সবশেষে দরজা বন্ধ করে ঝাঁপিয়ে পড়লো বিছানায়। নরম বিছানায় ডুবে গেল শরীর।

পুরো বারো ঘন্টা ঘুমোলো ম্যাক্স। ঘুম ভাঙলো যখন, তখন জানালা দিয়ে উজ্জ্বল আলো এসে ঢুকেছে ঘরে। আরো কিছুক্ষণ গড়াগড়ি দিয়ে উঠে পড়লো ও। হাতমুখ ধুয়ে পোশাক পাল্টে নিচে নামলো। ঘড়ি দেখে বুঝলো নাশতা খাওয়ার সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। অগত্যা সকাল সকাল দুপুরের খাবার সেরে নিয়ে ঘুরতে বেরোলো বাইরে।

দিনের বেলায় দেখে বুঝলো ম্যাক্স, শহরের দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে

প্রথমেই আসে টাকাস জেলহাউস। পাহাড়ের ওপর দিকে অনেক গুলো গুহা। খনিতে ঢোকার পথ ছিলো ওগুলো। দেখে মনে হয় প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আবাসস্থল ছিলো জায়গাটা। পাহাড়ের ধার ঘেঁষে বাড়িঘর, কোর্টহাউস। পাহাড়ের দিকে মুখ করা কয়েকটা কাঠের ঘরবাড়ি চোখে পড়লো ওর। ওগুলো ক্যাটল হাউস আর আস্তাবল। শহরের দু'ধারের স্টকইয়ার্ডই চিনিয়ে দিচ্ছে শহরের প্রধান আয়ের উৎস।

সারা দুপুর, সারা বিকেল টো টো করে ঘুরলো ম্যাক্স। সন্ধ্যায় ফিরলো হোটেলে। তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে সেলুনে ঢুকলো। উদ্দেশ্য, তাস পেটানো।

প্যালেস গ্রাণ্ড দেখে পছন্দ হয়ে গেল ওর। অর্ডারের পর হুইস্কি এলো। গ্লাসে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে দিতে ঘরের ভেতরে হালকা নজর বুলালো।

দেয়ালে লাগানো ভাগ্য পরীক্ষার চাকতি, বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে। ঘরের কোণে রুলেত টেবিল। এক জায়গায় বিলিয়ার্ড খেলছে দু'জন। পাঁচটা টেবিলে পোকার চলছে। ফাঁক পেয়ে খেলায় যোগ দিলো ও।

একজনের ওপর হঠাৎ চোখ পড়লো ম্যাক্সের। একহাতে তাস অন্য হাতে নোটের তাড়া নিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এসে ওদের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসলো সে।

কথায় বুঝলো ম্যাক্স, ব্যাঙ্কার লোকটা। ওর সাথের অন্যদের একজন র‍্যাঞ্চার, বাকি দু'জন ডিলার আর দোকানের মালিক।

কিছুক্ষণ খেলা চললো। সরাসরি খেলা। প্রথমবারেই চল্লিশ ডলার জিতলো ম্যাক্স। খেয়াল করলো, লোকজন লক্ষ্য করছে ওকে। প্রথমে ফিসফাস চললো কিছুক্ষণ। তারপর সেলুনে ঢুকলো জেলখানার একজন গার্ড। ম্যাক্সের ওপর চোখ পড়তেই সরবে বর্ণনা করতে শুরু করলো ওর কৃতিত্বের কথা। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় সব লোক এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ওর টেবিলের চারপাশে। সবাই শুনতে চায়, কি করে ও পাকড়াও করেছে পেড্রোকে, আর কি করেই বা এতো দূরের পথ পাড়ি দিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে।

বিরক্তি বোধ করলো ম্যাক্স। এ-ধরনের সঙ্গ এড়ানোর জন্যেই আগুয়াব্রাভা ছেড়েছে ও। কিন্তু এখানেও দেখছে সেই একই সমস্যা। যতটা সম্ভব অল্প কথায় উত্তর দিয়ে রুমে ফিরে এলো ও। বিছানায় শোয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল।

মাঝরাত। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ম্যাক্স। জেলহাউসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো পেড্রোর লোকজন। সম্ভাব্য সব ধরনের বিপদ মোকাবেলার ব্যবস্থা করেই কাজে নেমেছে ওরা। এতই নিখুঁত পরিকল্পনা ওদের যে বাধা দেয়ার আগেই খড়কুটোর মতো ভেসে গেল সমস্ত প্রতিরোধ।

তিন দিক থেকে একসাথে এলো ওরা। উত্তরে, আস্তাবলের কাছে ক্ষীণ একটা আগুনের শিখা জ্বলে উঠলো। একটু কাঁপলো, তারপর স্থির হলো। আস্তে করে খড়ের গাদায় ছড়িয়ে গেল আগুন। দু'টো হাত ব্যস্তভাবে খড়গুলোকে এগিয়ে দিলো

আস্তাবলের দিকে। কাঠের দেয়ালে আগুন ধরতে সময় লাগলো না। একটু পরেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো অগ্নিশিখা। ভেতরে আর্তনাদ শুরু করলো ভয়ার্ত ঘোড়াগুলো।

ঘুমের ঘোরে টলতে টলতে উঠে এলো সহিস। আস্তাবলের দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়লো জন্তুগুলো। খোলা রাস্তা পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো দক্ষিণে। ওদের পেছনে পেছনে ষাট-সত্তরটা গরুর একটা পাল ছুটিয়ে নিয়ে গেল দু'জন মেক্সিকান। গরুগুলো শহরের স্টকইয়ার্ড থেকে বের করে নিয়েছে ওরা।

উদ্‌ভ্রান্ত জন্তুগুলো প্রধান সড়ক ভরে ফেলার সাথে সাথে পশ্চিম দিক থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো দশজন অশ্বারোহী। প্রত্যেকের সাথে দু'টো করে কেরোসিন ভর্তি জ্বলন্ত লণ্ঠন। রাস্তার দু'পাশের দোকান আর বাড়িঘরের জানালা দিয়ে লণ্ঠনগুলো ছুঁড়ে দিলো লোকগুলো। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙলো চিমনির। সাথে সাথে দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। লকলকে শিখা জড়িয়ে ধরলো যা কিছু পেলো আশেপাশে।

পাঁচটা দোকান, তিনটে সেলুন, দু'টো হোটেল আর ব্যাংকে আগুন ধরালো মেক্সিকানরা। হঠাৎ করেই যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো টাকাস। ধোঁয়া, আগুন আর আতঙ্কিত জন্তুর উন্মাদের মতো ছোটাছুটিতে নরক গুলজার হয়ে উঠলো। হোটেল আর সেলুনের বেশ কিছু লোকজনের ঘুম ভেঙে গেছে। কেউ কেউ বালতিতে পানি ছিটাচ্ছে আগুন নেবাতে, বাকিরা পুরোপুরি হতচকিত। গোটাকয়েক মেয়ে ছিলো সেলুনে, চেঁচিয়ে

মাথায় করেছে বাড়িঘর। বেরোনোর জন্যে ছটফট করছে সবাই। দরজা দিয়ে ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে রাস্তার পাশে জমা হচ্ছে। ছুটন্ত জন্তুর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে সরে এসেছে দেয়ালের পাশে।

সমস্ত বিশৃঙ্খলা থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ আড়ালে রাখলো মেক্সিকানরা। সবাই যখন আগুন নেবাতে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে মূল আক্রমণ এলো পাহাড়ের চূড়া থেকে।

ওয়াচ টাওয়ারের গার্ডগুলো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো শহরের দিকে। ওদের মাথায়ই ঢোকেনি, হঠাৎ করে এতগুলো দোকান-পাটে আগুন লাগলো কি করে।

পাহাড়ের চূড়া থেকে সাবধানে উঁকি দিলো কয়েকটা মাথা। তারপরই দেখা গেল খাড়া ঢাল বেয়ে ঝুলছে সাতটা চামড়ার পাকানো দড়ি। বানরের মতো দ্রুত অথচ নিঃশব্দে চোদ্দজন মেক্সিকান নেমে এলো জেলহাউসের মাথায়, গ্যালারীর শেষ প্রান্তে।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওয়াচ টাওয়ারে উঠলো কয়েকজন। অন্ধকারে একবার শুধু ঝিক্ করে উঠলো ধারালো অস্ত্রের ফলা। কিছু টের পাওয়ার আগেই ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা হয়ে গেল গার্ডগুলোর।

ওয়াচ টাওয়ার আর জেলখানার ছাতে দ্রুত ছড়িয়ে গিয়ে পজিশন নিলো লোকগুলো। কড়াৎ করে গর্জে উঠলো রাইফেল, শটগান আর পিস্তল। শহরের হৈ-হট্টগোল আর আগুনের সোঁ-সোঁ শব্দের নিচে চাপা পড়ে গেল গুলির আওয়াজ।

জেলখানার সীমানার পাশে পাহারা দিচ্ছিলো যারা, কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে আছড়ে পড়লো সবক'জন। মরার আগে দু একবার হাত-পা ছোঁড়ার সুযোগ পেলো শুধু।

জেলখানার মসৃণ দেয়ালের পাশ দিয়ে চামড়ার দড়ি নামিয়ে দিলো মেক্সিকানরা।

ব্লক হাউস থেকে রাইফেল হাতে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলো তিনজন গার্ড। ঘুমোচ্ছিলো ওরা। মেক্সিকানদের ওপর চোখ পড়তেই রাইফেল তুললো। রাস্তার উল্টোপাশের ঘরগুলোর আড়াল থেকে ছুটে এলো অগ্নিবাণ। পুরোপুরি ঝাঁঝরা হয়ে গেল গার্ড তিনজন।

ঝুপঝুপ করে ছাত থেকে মাটিতে লাফিয়ে নামলো আউট-ল গ্রুপটা। নেমেই জেলহাউসের দরজার দিকে ছুটলো সবাই।

রাস্তার ওপাশের অন্ধকারে নড়ে উঠলো অনেকগুলো ছায়া। ছুটে এসে আছড়ে পড়লো বিশাল গেটের ওপরে। লাফ দিয়ে ভেতরে নেমে পড়লো একজন। গেট খুলে দিতেই বন্যার মতো জেলহাউসে ঢুকে পড়লো লোকগুলো। সবার সামনে হার্নান্দো। ওরা ঢুকতেই পেছন থেকে একজন বন্ধ করে দিলো গেট। দু'জনকে পাহারায় রেখে বাকিরা ছুটলো সামনে।

ভেতরের দিকের একটা ঘর থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরিয়ে এলো পাঁচজন গার্ড। আর্তনাদ করে বসে পড়লো দু'জন মেক্সি-কান। ওদের চিৎকার বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই গর্জে উঠলো অসংখ্য রাইফেল। ধড়াস করে মেঝেতে আছড়ে পড়লো লাশগুলো।

একপাশে সরে জেলখানায় ঢোকার দরজায় গুলি করলো হার্নান্দো। দু'টো গুলির ঘায়েই ছিটকে পড়লো ভারী তালা। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকলো মেক্সিকানরা।

লম্বা প্যাসেজ। মাঝামাঝি জায়গায় একটা ঘরে আলো জ্বলছে। দলবল নিয়ে ভেতরে ঢুকলো হার্নান্দো।

ছোট একটা টেবিলের উল্টোপাশে একজন বসে। পেছনের দেয়ালে সারি সারি চাবি ঝুলছে। ঘর্মাক্ত মুখে চেয়ার খামচে ধরে আছে লোকটা। কাঁপছে থরথর করে।

কলার চেপে ধরে লোকটাকে দাঁড় করালো হার্নান্দো। ক্রোধ আর ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেছে ওর মুখ। জিজ্ঞেস করলো, 'ডন পেড্রো কোথায়?'

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়লো লোকটা। হাঁ হয়ে তার মুখ, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। জল পড়ার মৃদু শব্দে নিচের দিকে তাকালো হার্নান্দো। লোকটার পায়ের নিচে ছোট্ট একটা পুকুর তৈরি হচ্ছে। ভিজে উঠেছে প্যান্টের সামনের দিকটা।

হাসলো হার্নান্দো। কলার ধরা হাতটা সরিয়ে নিলো। সোজা হলো লোকটা। সাথে সাথে বিদ্যুদ্বেগে উঠে এলো হার্নান্দোর ডান হাত। মুঠিতে উল্টো করে ধরা রিভলভার।

ডেস্কের ওপর ছিটকে পড়লো লোকটা। থুঃ করে রক্তমাখা দুটো ভাঙা দাঁত ফেললো মুখ থেকে। টেনে ফের ওকে সোজা করলো হার্নান্দো। কানের নিচে রিভলভারের নল ছুঁইয়ে এক-টানে নামিয়ে আনলো নিচে। সরু একটা শাদা দাগ ফুটলো লোক-টার গালে। আস্তে আস্তে লাল হয়ে উঠলো দাগটা।

রিভলভারের নল লোকটার চিবুকে ঠেসে ধরলো হার্নান্দো। 'তিন পর্যন্ত গুনবো আমি। তারপর ট্রিগার টানবো।'

'বাঁ দিকের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হবে,' ফুঁপিয়ে উঠলো লোকটা। দু'বার থামলো ঢোক গিলতে। 'একেবারে শেষ মাথায় পেড্রোর সেল।'

'কতজন গার্ড আছে ওখানে?' খোঁচা দিলো হার্নান্দো।

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ বেরোলো লোকটার গলা দিয়ে। কোন-রকমে জানালো, 'দু'জন।'

'আশা করি সত্যি কথাই বলেছো। না হলে তোমার জীবনের শেষ কথাটা একটা মিথ্যা কথাই থেকে যাবে।' গুলি করলো হার্নান্দো।

পেছন দিকে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেলো লোকটা। দেয়ালে নকশা তুললো হাড় আর রক্তমাখা মগজ। চিবুকের নিচে ছোট্ট পোড়া গর্ত থেকে ছিপি খোলা মদের বোতলের মতো বেরিয়ে আসছে রক্ত। লাশটা মাটিতে পড়ার আগেই ঘুরে দাঁড়ালো হার্না-ন্দো। ছুটলো সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ির বাঁকে লুকিয়ে থাকা গার্ডকে খতম করতে নিজের দু'জন লোককে হারাতে হলো হার্নান্দোকে। তাতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করলো না সে। দ্বিতীয় গার্ডটা প্রায় সাবড়ে দিয়েছিল ওকে। আচমকা গুলির শব্দের সাথে সাথে শার্টের হাতায় হ্যাঁচকা টান অনুভব করলো হার্নান্দো। সাথে সাথে ওর পাশের জনকে পেট চেপে ধরে বসে পড়তে দেখলো সে। লোকটার হাতের ফাঁক দিয়ে গল-গল করে বেরিয়ে আসছে রক্ত। পরমুহূর্তেই শটগানের গুলিতে

প্রায় দু'টুকরো হয়ে গেল গার্ডটা।

পড়ে থাকা লাশ টপকে করিডোরের শেষপ্রান্তে ছুটলো হার্নান্দো। লাশটার গায়ে ততক্ষণে আরো গোটাপাঁচেক বুলেটের ক্ষত তৈরি হয়ে গেছে।

পেড্রোর সেল দেখতে পেয়েই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো হার্নান্দোর মুখ। দ্রুত হাতে দু'বার গুলি করলো তালায়। ছিটকে পড়লো তালাটা।

শান্তভাবে সেল থেকে বেরিয়ে এলো পেড্রো। উত্তেজনার কোনো চিহ্নই নেই তার মুখে। যেন যা ঘটলো সেটাই স্বাভাবিক।

বাইরে বেরিয়ে এলো আউট-ল গ্রুপটা। সবার সামনে পেড্রো, তার পেছনে হার্নান্দো। পেড্রোকে দেখতে পেয়েই হর্ষধ্বনি করে উঠলো বাইরে দাঁড়ানো মেক্সিকানগুলো। টেনে ভারী গেটটা খুলে দিলো একজন। ঘোড়া ছুটিয়ে ভেতরে ঢুকলো বাইরে যারা অপেক্ষা করছিল।

বিশাল ধূসর রঙের একটা স্ট্যালিয়নের পিঠে চড়ে বসলো পেড্রো। তার ডান হাতে এখন শোভা পাচ্ছে একটা উইনচেস্টার রাইফেল। রাইফেল ধরা হাত শূন্যে তুলে বিজয় হুঙ্কার ছাড়লো সে। সাথে সাথে বাকি সবাই চিৎকার করে উঠলো।

'এবারে যাওয়া যাক,' প্রস্তাব দিলো হার্নান্দো।

'না' হাসলো পেড্রো। আলতো করে টোকা মেরে পোশাক থেকে ছাইয়ের টুকরো ঝাড়লো। 'একজনের কাছে কিছু ঋণ আছে আমার, সেটা শোধ না করে যেতে পারি না আমি। লোকটাকে

খুঁজে বের করতে হবে।'

ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিলো সে। এগিয়ে গেল শহরের দিকে। ওর পিছু পিছু রওনা হলো পুরো দল।

ভয়ার্ত, উন্মত্ত জানোয়ারের চিৎকার আর ছুটোছুটির শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ম্যাক্সের। প্রথমে কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে বুঝতে চেষ্টা করলো ব্যাপারটা। মাথা উঁচু করে বাইরে তাকালো একবার। কিছু না দেখতে পেয়ে শুয়ে পড়লো ফের। ধরেই নিলো কোনো ঝামেলা হয়েছে আস্তাবলে। লম্বা একটা শ্বাস টেনে পাশ ফিরলো।

ছুটন্ত জন্তুর পায়ের আওয়াজে কাঁচ ভাঙার শব্দ কানে যায়নি ওর। একটু পরেই লোকজনের চেঁচামেচি আর ভয়ার্ত চিৎকার শুনে এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো ও। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই অবাক হয়ে গেল। আগুনের লেলিহান শিখায় দাউদাউ করে জ্বলছে ঘরবাড়ি। অন্য কোনো সম্ভাবনার কথা মাথায়ই এলো না ওর। আগুনের হাত থেকে বাঁচার তাগিদে দ্রুত পোশাক পাল্টে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নিচে নেমে এলো।

চরম বিশৃঙ্খলা বাইরে। সমানে চিৎকার করছে মেয়েরা। আগুন নেবানোর জন্যে বালতি হাতে ছোটাছুটি করছে লোকজন।

মড়মড় করে ভেঙে পড়লো একটা দোকানঘর। সাথে সাথে উন্মত্ত হয়ে উঠলো গরুঘোড়ার পাল। সোজা সামনের দেয়াল ভেঙে ঢুকে গেল ভেতরে। কারো ক্ষীণ আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল খুরের শব্দে।

পুরো একতলাটাকে ফাঁকা করে দিয়ে বেরিয়ে গেল পশুর পাল। কিছুটা স্বস্তিবোধ করলো ম্যাক্স। হঠাৎ বাঁকের মুখে আওয়াজ উঠলো খুরের। পরমুহূর্তেই দেখা গেল ধুলো উড়িয়ে তীব্র বেগে ছুটে আসছে একদল অশ্বারোহী। আগুনের কাঁপাকাঁপা আভায় সবার সামনে পেদ্রোকে চিনতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না ম্যাক্সের। ব্যাগটা ছেড়ে দিয়েই রাইফেল সুদ্ধ ডান হাত তুলতে গেল ও।

ঘোড়াসুদ্ধ প্রায় ওর ঘাড়ের ওপর উঠে এলো পেদ্রো। লাফিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করলো ম্যাক্স। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ওর কাঁধে নেমে এলো পেদ্রোর রাইফেল।

তীক্ষ্ণ ব্যথার অনুভূতি নিমেষে ছড়িয়ে পড়লো ম্যাক্সের শরীরে। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে গেছে হাতটা। যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো ওর।

ধোঁয়া আর চোখের জলের ভেতর দিয়ে ঝাপসা দেখাচ্ছে পেদ্রোকে। সে-অবস্থায়ই বাঁ হাতে রাইফেল তুলতে চেষ্টা করলো ম্যাক্স। সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘাড়ের ওপর রাইফেলের কুঁদো দিয়ে বাড়ি মারলো পেদ্রো। চোখের সামনে অসংখ্য তারার ফুলঝুরি দেখতে পেলো ম্যাক্স। মাথার ভেতরে বিস্ফোরণ ঘটলো যেন একটা। এক নিমেষে ঘন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল সমস্ত অনুভূতি।

'বাঁধো ওকে। বেঁধে ঘোড়ার পিঠে তোলো,' হুকুম দিলো পেদ্রো।

'কেন?' হার্নান্দোর গলা শোনা গেল, 'শুধু শুধু বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি? ও তো অচল পয়সা।'

'হতাশ এবং মূর্খ লোকেরাই শুধু পয়সার সাথে তুলনা করে সবকিছু।' হাসলো পেদ্রো, 'ওর কাছে আমার একটা ঋণ আছে। সেটা শোধ না করা পর্যন্ত ওকে মারি কি করে বলো?'

এগারো

ধীরে ধীরে চোখ মেললো ম্যাক্স। গাঢ় নীলের পটে ওর ওপর ঝুঁকে আছে একটা মুখ। কোটরে বসা নীল চোখ। চোখের কোণে শুকিয়ে আসা জলের ধারা। ধুলো মাখা শুকনো মুখে আতঙ্ক আর কষ্টের ছাপ। উস্‌কোখুস্‌কো চুলগুলো পেছনে ঠেলে দেয়া। সবমিলিয়ে বিষণ্ণ অথচ অদ্ভুত সুন্দর। মুখটা একটা মেয়ের। মেয়েটা সিনথিয়া।

'তুমি? এখানে কেন?' হাঁ হয়ে গেছে ম্যাক্স। বোকার মতো প্রশ্নটা আপনি বেরিয়ে এলো ওর মুখ থেকে।

'ধরে এনেছে ওরা।' ছলছল করে উঠলো নীল চোখজোড়া। 'তুমি রওনা দেয়ার পরদিনই আক্রমণ চালায় ডাকাতগুলো। সন্ধ্যার পরে ন'জন এসেছিল। বাবা আর তিনজন লোককে খুন করে ধরে এনেছে আমাকে। গাল বেয়ে ঝরঝর করে মুক্তোবিন্দু ঝরলো সিনথিয়ার। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সেগুলো মুছে নিলো ও।

উঠে বসতে গেল ম্যাক্স। মাথা তুলতেই টান পড়লো শরীরে। এতক্ষণে লক্ষ্য করলো, আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে। হাত-দু'টো পিছমোড়া করে খুঁটির সাথে বাঁধা। ঘোড়ার চামড়ার দড়ি দিয়ে বাঁধা পা দু'টো।

ওঠার চেষ্টা বাদ দিয়ে চারপাশে দৃষ্টি বুলালো ম্যাক্স। একটা ক্যানিয়নের ভেতরে শুয়ে আছে ও। দু'পাশে উঁচু পাহাড়ের মাথা, পাইন আর অ্যাস্পেনে ঢাকা। ক্যানিয়নের নিচে সবুজ কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে কচি কচি নরম ঘাস। ঘোড়াগুলো চরে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিকে। পেছনে কোথাও জল আছড়ে পড়ার সঙ্গীত শুনতে পেলো ও।

সিনথিয়ার দিকে চোখ ফেরালো ম্যাক্স। নীল একটা পোশাক পড়েছে সে। টানা-হ্যাঁচড়ায় ছিঁড়ে গেছে সামনের দিকটা। শাদা অন্তর্বাসের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। শরীরের এক জায়গায় গভীর-ভাবে চেপে বসা আঙুলের ছাপ। লাল হয়ে উঠেছে জায়গাটা।

দপ্‌ করে মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠলো ম্যাক্সের। ক্রোধে চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল সবকিছু। উন্মাদের মতো টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করলো বাঁধন ছেঁড়ার জন্যে। মাংসের মধ্যে কেটে বসে গেল চামড়ার দড়ি।

ওর চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল সিনথিয়া। দু'পা পিছিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি আশ্বস্ত করলো ওকে, 'না, না, কিছু হয়নি আমার। ধস্তাধস্তির সময় হয়েছে ওটা। অন্য কিছু নয়।'

বুকের ওপর থেকে পাষাণভার নেমে গেল ম্যাক্সের। স্বস্তির একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লো আবার। হাত-পাগুলো

জ্বালা করছে ওর। জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা কোথায় এখন?'

'মেক্সিকোতে। চিহুয়াহুয়ার কোথাও হবে। আমাকে নিয়ে প্রথম দিনই সীমান্ত পার হয় ওরা। এখানে আসার পরের দিন তোমাকে নিয়ে আসে।'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো সিনথিয়া। বিস্ফারিত চোখে সামনে তাকিয়ে পিছু হটতে গেল।

দীর্ঘ দু'টো ছায়া পড়লো ম্যাক্সের সামনে। চিৎকার করে স্প্যানিশে কি যেন বললো একজন। দু'টো মেয়ে ছুটে এলো সিনথিয়ার দিকে। টেনে-হিঁচড়ে ম্যাক্সের চোখের আড়ালে নিয়ে গেল ওকে।

আরেকটা ছায়া পড়লো সামনে। আস্তে আস্তে দীর্ঘ হলো। চোখের সামনে একজোড়া বুটপরা পা এসে থামলো। চকচকে পালিশ করা সৌখিন বুট, গোড়ালিতে ভারী মেক্সিকান স্পার। গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত চেরা প্যান্ট, কালো শার্ট। রোদ লেগে ঝিকমিক করছে সিলভার লাইনিং আর গানবেল্ট।

আরেকটু এগিয়ে এলো বুটজোড়া। কোমরে ঝোলানো রিভলভারের কারুকাজ করা বাঁট চোখে পড়লো ম্যাক্সের। চওড়া কিনারাওয়ালা হ্যাট পড়েছে লোকটা। হ্যাটের নিচে ঘন অন্ধকারে চেনা যাচ্ছে না চেহারাটা। শুধু চকচক করছে শাদা দাঁত আর চোখদু'টো।

মাথা থেকে হ্যাট খুললো লোকটা। ম্যাক্সের সামনে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। 'জ্ঞান ফিরেছে তাহলে?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো পেড্রো। 'চমৎকার।'

গোসল সেরে শেভ করেছে সে। পরিচ্ছন্ন মুখে কালশিটে একটা দাগ ফুটে রয়েছে। ম্যাক্সের রাইফেলের আঘাতের চিহ্ন ওটা।

গোঁফে তা দিলো পেড্রো। হাসলো। আস্তে করে বুটশুদ্ধ বাম পা-টা উঁচু করলো একটু। ম্যাক্সের মুখের ওপর নামিয়ে আনলো।

পাশের দিকে ঘাড় বেঁকে গেল ম্যাক্সের। চাপ বাড়ালো পেড্রো। মাটির সাথে সেঁটে গেল ম্যাক্সের বাঁ গাল। ঘাড়ের পেশীতে টান পড়ায় টনটন করে উঠলো জায়গাটা। অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো ওর মুখ থেকে।

হো হো করে হেসে উঠলো পেড্রো। সরিয়ে নিলো পা। নিচু হয়ে বসলো ম্যাক্সের পাশে। 'তোমার পুরস্কারটা ফসকে গেল, তাই না?' চুকচুক করে সহানুভূতির ভঙ্গি করলো সে। 'তোমাকে কিন্তু আগেই বলেছিলাম কথাটা।'

হাত বাড়িয়ে একমুঠো ধুলো তুলে নিলো পেড্রো। যেন বাচ্চা ছেলেকে প্রবোধ দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে আবার শুরু করলো, 'অবশ্য মন খারাপ করার কিছু নেই। এই নাও তোমার পুরস্কার।' আঙুলের ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে সবটা ধুলো ছেড়ে দিলো ম্যাক্সের চোখেমুখে।

ঝট্ করে একপাশে মাথা সরিয়ে নিলো ম্যাক্স। চোখে ধুলো ঢুকলে যন্ত্রণায় ছটফট করা ছাড়া কিচ্ছু করতে পারবে না ও।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো পেড্রো। হঠাৎ হাসি থামিয়ে আঙুল দিয়ে সাঁড়াশির মতো মুখ চেপে ধরলো ম্যাক্সের। টেনে নিজের দিকে ফেরালো ওকে।

মাংসের ভেতরে বসে গেছে আঙুলগুলো। ব্যথায় চোখে পানি এসে গেল ম্যাক্সের। চোয়ালের হাড় ভেঙে যাবার দশা হয়েছে।

'আগেই আমার কথা তোমার শোনা উচিত ছিলো, সিনর,' শান্ত নরম গলায় কথা বলছে পেদ্রো। 'যখন আমাকে ছেড়ে দেয়ার বদলে পুরস্কারের টাকাটা দিতে চেয়েছিলাম তোমাকে।' লম্বা করে একটা শ্বাস নিলো সে। মুখ তুলে ক্যানিয়নের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি বুলালো। আবার মাথা নিচু করে সরাসরি তাকালো ম্যাক্সের চোখে। নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো, 'এখন কোথায় তোমার বোলচাল? কোথায় আছো তুমি? দু'জনেই এখন আমার আস্তানায়। তুমি এবং তোমার মেয়েমানুষ।'

'ওকে এনেছো কেন?' গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ম্যাক্সের। মুখের ওপরে পেদ্রোর প্রচণ্ড চাপ উপেক্ষা করে কোনরকমে কথাগুলো বলতে পারলো ও, 'এসবের সাথে ওর কোনো সম্পর্ক নেই।'

'ওকে এনেছি শুধু নিরাপত্তার জন্যে।' হাতের চাপ আলগা করলো পেদ্রো। মিটিমিটি হাসছে সে। 'যেমন আমাকে নিয়ে করেছিলে তুমি। যদি স্প্যানিশ জানতে তাহলে বুঝতে, হার্নান্দোকে ওই নির্দেশটাই দিয়েছিলাম আমি। আশা ছিলো, মেয়েটা হাতে থাকলে দরকারের সময় দরকষাকষিতে নামতে পারবো।'

'কেন?' প্রতিবাদ করলো ম্যাক্স, 'ওর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। মাত্র ক'দিন আগে দেখা হয়েছিল আমাদের।'

'আরে, এসব ব্যাপারে সময়টাই কি বড়, আর কিছু নয়?' রহস্যময় হাসি উপহার দিলো পেদ্রো। চোখ টিপলো। 'তোমার যদি কেউ না-ই হবে সে, তাহলে সেদিন পাইড্রাসে খেপে উঠে-

ছিলে কেন?' কালশিটে পড়া গালে হাত বুলালো সে, 'মেয়েটার ছেঁড়া পোশাক আর শরীরে আঙুলের দাগ দেখে একটু আগে অমন পাগলই বা হয়ে উঠলে কেন?'

হাসিটা বিন্দুমাত্র মলিন হলো না পেদ্রোর। কিন্তু দ্রুত বেগে নেমে এলো ওর হাত। ম্যাক্সের গালের সাথে সংঘর্ষে চটাস করে আওয়াজ তুললো। একপাশে ঘুরে গেল ম্যাক্স। সাথে সাথে আবার সোজা হলো অন্যহাতের থাপ্পড় খেয়ে। সরাসরি মুখের ওপর ঘুসি মারলো পেদ্রো। ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো ম্যাক্সের। কিছুক্ষণের জন্যে আঁধার হয়ে এলো সবকিছু। ঘোর কাটতেই দেখলো, দাঁত বের করে হিংস্র ভাবে হাসছে পেদ্রো।

'কিছু মনে ক'রো না। তোমাকে যে বাঁচিয়ে রেখেছি এখনো, সেজন্যে বরং ধন্যবাদ জানাও আমাকে। হার্নান্দো তো টাকাসেই সেরে আসতে চাইছিল কাজটা।'

'সারলো না কেন?' জিভে রক্তের নোনতা স্বাদ পেলো ম্যাক্স। গড়িয়ে নামছে গলার ভেতরে।

'আমার হুকুম পায়নি বলে।'

'কেন?'

'অনেকগুলো কারণে, সিনর।' ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠলো পেদ্রোর চেহারা। 'খচ্চরের পিঠে যেভাবে বেঁধে আমাকে টাকাস-এ নিয়ে গিয়েছিলে তুমি, তার প্রতিদান পাওনা আছে তোমার। অবশ্য,' একটু সহজ হলো সে, 'পাইড্রাসে আমার জীবন বাঁচিয়েছিলে সে-কথাও ভুলিনি আমি। সে জন্যে তোমাকে নিয়ে কি করবো ঠিক করতে পারিনি এখনো। ভাবছি। তুমিও ভাবতে

পারো।'

'কতক্ষণ? টাকাস এবং পাইড্রাস, দু'জায়গা থেকেই দলবল নিয়ে বেরোবে শেরিফ। সুতরাং এ-জায়গায় কতদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে, সেটাই প্রশ্ন।'

'দেখো, সিনর, আমরা এখন মেক্সিকোতে। মেক্সিকান পুলিসের বিরুদ্ধে তেমন কিছুই করিনি আমি। তাছাড়া ওদের এতো কম বেতন দেয়া হয় যে কাউকে ধাওয়া করার মতো উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে ওরা। আর তোমাদের লোকদের দৌড় তো ওই সীমান্ত পর্যন্ত। এপাশে আসছে না তারা।'

ম্যাক্সের চিবুক ধরে আদরের ভঙ্গিতে এপাশ-ওপাশ নাড়ালো পেড্রো। 'সাহায্যের আশা করো না, সিনর। তুমি এবং তোমার মেয়েমানুষ, নিজেদের ভাবনা নিজেরাই ভাবো।'

উঠে দাঁড়ালো পেড্রো। হঠাৎ করে পায়ের বুলেটের ক্ষতে টান লাগতেই কাতর আর্তনাদ বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে। একটু বাঁকা হয়ে গেল সে, ডান হাতে আস্তে আস্তে ঘষছে ক্ষতটা।

বিদ্যুৎচমকের মতো বুদ্ধিটা খেলে গেল ম্যাক্সের মাথায়।

'মনে হচ্ছে ক্ষতটা শুকোয়নি তোমার।' মৃদু হাসলো ও। 'তাছাড়া অনেক ঝড়ঝাপটাও গেছে তোমার ওপর দিয়ে। সুতরাং যে-কোনো মুহূর্তে ক্ষতের মুখটা খুলে যাবে। এবং বিষাক্ত হয়ে উঠবে। ফলাফল গ্যাংগ্রীন। খুব খারাপ জিনিস।' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ালো ম্যাক্স, যেন খুব দুঃখ পেয়েছে।

'মনে হচ্ছে, আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে জীবন বাঁচাতে চাইছো নিজের?'

হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই শ্রাগ করলো ম্যাক্স। 'শুধু আমার নয়, তোমারও। অবশ্য হার্নান্দোকে যদি দলের নেতা বানাতে চাও, সেটা আলাদা কথা।'

'মানে?' চোখদু'টো তীক্ষ্ণ হলো পেড্রোর। কঠোর মুখ।

'আমি একজন ডাক্তার, মনে আছে?' থুঃ করে রক্তমাখা থুথু ফেললো ম্যাক্স, 'তোমার পায়ের ক্ষত আমারই সৃষ্টি।'

'এবং সেটার চিকিৎসাও তুমি করেছো। দু'টোর কোন্‌টাতে হাত খোলে তোমার?' ভয় আর সন্দেহমাখা গলা পেড্রোর।

'দু'টোতেই। তবে একটা কথা বলতে পারি,' নির্জলা সত্যি কথাই বললো ম্যাক্স, 'নিয়মিত যত্ন না নিলে ও-পায়ের আশা ছাড়তে হবে তোমাকে।'

একমুহূর্ত কি যেন চিন্তা করলো পেড্রো। তারপর চিৎকার করে ওর লোকজনদের কিছু বললো সে। কি বললো বুঝলো ম্যাক্স, যখন দু'জন লোক দৌড়ে এসে বাঁধন খুলে দিলো ওর।

উঠে দাঁড়ালো ও। হঠাৎ করে জোরেশোরে রক্ত চলাচল শুরু হওয়াতে ব্যথা করে উঠলো হাত-পা। যেখানে যেখানে বাঁধন ছিলো, চামড়া কেটে গেছে সেসব জায়গার। ঘষে ঘষে হাত-পায়ের সাড়া ফিরিয়ে আনলো।

কিছু বললো পেড্রো। লোক দু'জন সাথে সাথে পিস্তল বের করে ঠেসে ধরলো ম্যাক্সের পিঠে। ঠেলা খেয়ে সামনে এগোলো ও।

পাহাড়ের গায়ে বেশ ক'টা বাড়িঘর। তারই একটাতে ম্যাক্সকে নিয়ে ঢুকলো লোক দু'জন।

কুঁড়েঘরটা বেশ ছোট আর গরম। ক্যানিয়নের পাথুরে গা-টা কাজ করছে পেছনের দেয়াল হিসেবে। ঘাস আর কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরি ছাত। একেবারে নড়বড়ে, খসে পড়বো পড়বো করছে। সারাদিন ধরে রোদে পোড়ে ঘরটা। একপাশে ছোট্ট একটা জানালা। বাইরে পাথরের স্তূপ আড়াল করে দিয়েছে দৃষ্টি। দরজার দু'পাশে আরো দু'টো ছোট্ট জানালা।

ঘরের মাঝখানে নড়বড়ে একটা টেবিল। ঘরের কোণে পায়া-ভাঙা একটা চেয়ার ঠেস দিয়ে রাখা দেয়ালে। এক কোণে ধুলা আর পাখির বিষ্ঠা শোভিত বহু পুরনো একটা বিছানা।

পানিভর্তি একটা বোতল রেখে গেল একজন। বোতলের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাক্স। মদের গন্ধ মেশানো গরম পানি। পিপাসায় পুরোটাই প্রায় নিঃশেষ করে ফেললো ও।

একজন মেক্সিকান ঘরে ঢুকলো। এক কোণে সাবধানে ম্যাক্সের মেডিক্যাল ব্যাগটা নামিয়ে রেখে চলে গেল।

পায়ের শব্দে আবার দরজার দিকে তাকালো ম্যাক্স। সিনথিয়া, সাথে সেই মেয়েদু'টো। ওকে রেখে চলে গেল তারা।

কুঁড়েঘরের বাইরে পাহারা দিচ্ছে দু'জন গার্ড। সিনথিয়া ভেতরে ঢুকতেই স্প্যানিশে অশ্লীল একটা মন্তব্য করে চোখ টিপলো একজন। টেনে বন্ধ করে দিলো দরজা।

ম্যাক্সকে দেখেই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সিনথিয়ার মুখ। ম্লান এক-টুকরো হাসি ফুটলো ঠোঁটে। 'আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে মেরে ফেলেছে। আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেছি।'

'আমাকে এখন অসম্ভব দরকার ওদের,' বিছানা ঝাড়তে

ঝাড়তে বললো ম্যাক্স, 'আমাকে ছাড়া বাঁচার উপায় নেই পেড্রোর।'

'মানে?'

আড়মোড়া ভাঙলো ম্যাক্স। টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। অনেক ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। লম্বা একটা হাই তুলে বললো, 'আমি না থাকলে একঠেঙে হয়ে যাবে পেড্রো।'

বারো

ডাক পড়েছে ম্যাক্সের। মেডিক্যাল ব্যাগ হাতে পেদ্রোর আস্তানার দিকে রওনা হয়েছে ও। ওর সামনে পেছনে একজন করে মেক্সিকান। এতো তাড়াতাড়ি ডাক পড়তে দেখেই বুঝেছে, ওষুধ ধরেছে।

ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে হাঁটছে ওরা। চারপাশ ভালমতো দেখে নিচ্ছে ম্যাক্স। প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস গেঁথে রাখছে মনে। পালাতে গেলে কাজে লাগবে।

ক্যানিয়নটা সরু। সবচেয়ে চওড়া জায়গাটা প্রস্থে বড়জোর আধ মাইল। ঢোকার মুখ দু'টোই সরু আর এবড়োখেবড়ো। পুবদিকের দেয়াল এক জায়গায় অত্যন্ত খাড়া আর মসৃণ। বেশিরভাগ বাড়িঘরই সেখানে।

উত্তরে ঘন সবুজের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে রুপোলি জলের ঝর্না। ওপর থেকে খাড়া চল্লিশ ফুট নেমে এসে আছড়ে পড়ছে জল। ছোট্ট একটা পুকুর সৃষ্টি হয়েছে ওখানে। ছিটকে ওঠা জলে রঙ-বেরঙের অপরূপ রঙের মেলা। পুকুর থেকে এঁকেবেঁকে নেমে এসেছে

রুপোলি স্রোত। ক্যানিয়নের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে একেবারে শেষ মাথায়। জলের ধারে অনেকগুলো ওয়াগন ফেলে রাখা। দূরে নিরেট পাথরের আস্তাবল। পঞ্চাশ-ষাটটা ঘোড়া আছে ওখানে। আস্তাবলের সামনে অর্ধবৃত্তাকারে সাজিয়ে রাখা বেশ কিছু ওয়াগন। এর কিছুটা উত্তরে অনেকগুলো তাঁবু আর ছাউনি। একটা তাঁবুর সামনে কম্বল বিছিয়ে বসে আছে পেদ্রো।

থামলো মেক্সিকান দু'জন। ওদের আওয়াজ পেয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো হার্নান্দো। ম্যাক্সকে দেখেই চোখমুখ কঠোর হয়ে উঠলো তার। পেদ্রোর কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বললো কিছু।

হেসে উঠলো পেদ্রো। ম্যাক্সের দিকে ফিরলো সে, 'হার্নান্দো বলছে, আমরা নাকি নিজেদের ডাক্তারী নিজেরাই করতে পারবো। তোমাকে নাকি দরকার পড়বে না আমাদের। সুতরাং ...।' বাকি কথাটুকু শেষ করলো না আর।

'সিদ্ধান্ত সবাই নিতে পারে। ঠিক হলো কিনা সেটাই আসল।' মন্তব্য করলো ম্যাক্স। পেদ্রোর কথা শুনে ভেতরে ভেতরে কিছুটা কুঁকড়ে গেছে ও। ভয় নিজের জন্যে নয়, সিনথিয়ার জন্যে। মৃত্যুকে ও ভয় পায় না। জানে, যে-কোনো সময় যে-কোনো মুহূর্তে আসতে পারে হিমশীতল মৃত্যু। তা নিয়ে ভাবার অবকাশ নেই ওর। তবে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে ও, সেটাই মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার সার্থকতা ওর কাছে। কিন্তু ও মারা গেলে একা হয়ে যাবে সিনথিয়া। এবং হার্নান্দো আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের হাতে পড়বে।

কথাটা ভাবতেই শিউরে উঠলো ম্যাক্স। যে করেই হোক বেঁচে থাকতে হবে ওকে।

'আমি পেশাদার ডাক্তার,' যা নয় তার চেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাস ফুটিয়ে তুললো গলায়, 'তোমাদের দিয়ে কাজ হলে লোকে কষ্ট করে ডাক্তারী পড়তো না। আগেও বলেছি, এখনও বলছি, যত্ন না নিলে ও পায়ের আশা ছাড়তে হবে তোমাকে। তাছাড়া তোমাদের যে পেশা, কেউ না কেউ আহত হবেই। তাদের চিকিৎসাও করতে পারবো আমি।'

'সে দেখা যাবে পরে,' উঠে দাঁড়ালো পেদ্রো, 'আগে তোমার কেরামতি দেখে নিই।'

পেদ্রোর পেছন পেছন তাঁবুতে ঢুকলো ম্যাক্স। সাথে এলো হার্নান্দো আর আরেকজন। আলতো করে কোমর থেকে রিভলভার বের করলো হার্নান্দো। ট্রিগারের পেছনে তর্জনী রেখে ঘোরাতে লাগলো সেটা। মুখে মৃদু হাসি।

ট্রাউজার খুলে রেখে একটা টুলে বসে পড়লো পেদ্রো। ওকে পরীক্ষা করতে বসলো ম্যাক্স।

মোটামুটি পরিচ্ছন্নই আছে ক্ষতটা। বুলেটের গর্তের দু'পাশ থেকে বেশ দ্রুত শুকিয়ে এসেছে। ইনফেকশনের কোনো চিহ্ন নেই।

এপাশ-ওপাশ মাথা ঝাঁকালো ম্যাক্স। সেই সাথে চুক্‌চুক্ শব্দ করলো জিভ দিয়ে।

'কি হয়েছে?' কিছুটা ভয়ার্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো পেদ্রো।

'কিছু না,' মাথা ঝাঁকালো ম্যাক্স। ডাক্তারী ব্যাগ খুলে কিছু

জিনিসপত্র বের করলো। হাঁটু গেড়ে বসে গেল কাজে। কৌতূহলী চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো অন্যরা।

ক্ষতটা পরিষ্কার করে ওষুধ লাগালো ম্যাক্স। তুলো আর ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ভালো করে বেঁধে দিলো। বাইরে এসে হাত ধুলো পানি দিয়ে।

'কেমন দেখলে? সব ঠিক আছে তো?' ট্রাউজার পরে বাইরে চলে এসেছে পেদ্রো। গলার স্বরে আর আগের মতো আত্মবিশ্বাস নেই।

'চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে সাবধানে থাকতে হবে।'

'সত্যি কথা বলছো কিনা, কি করে বুঝবো?'

'একটাই উপায় আছে,' বললো ম্যাক্স, 'অপেক্ষা করা।'

'তাতে লাভ কি? তোমার কথা সত্যি হোক বা মিথ্যা হোক, সেরে উঠবো আমি।'

'ঠিক আছে, তোমার পায়ের চিকিৎসা করছি না আমি,' মৃদু হাসলো ম্যাক্স, 'তারপর যদি তুমি মারা যাও, আমার ব্যবস্থা করতে হার্নান্দো তো থাকলোই।'

'তাতে তো আমার লাভ হচ্ছে না,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো পেদ্রো, 'না, সিনর, তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবো আমি। তবে সে-সৌভাগ্যটুকু তোমাকে অর্জন করতে হবে।'

হেসে কাঁধ ঝাঁকালো ম্যাক্স।

হার্নান্দোকে কাছে ডাকলো পেদ্রো। দু'জনে নিচু গলায় পরামর্শ করলো কিছুক্ষণ। তারপর পেদ্রো হাসিমুখে ফিরলো ওর দিকে। 'যদি মিথ্যা কথা বলো, তোমার সাথে যার নাকি কোনো

সম্পর্ক নেই, সেই মেয়েটা মারা যাবে। খুব রসিয়ে রসিয়ে মারা হবে ওকে। তারপর তোমাকে। আপাততঃ তোমার কাজ তুমি করে যাও।'

তাঁবুর ভেতরে ঢুকে গেল পেদ্রো। একটু পরেই ছু'জন আহত লোককে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো ছু'জন গার্ড।

জেলখানায় হামলা চালানোর সময় বাঁ হাতে গুলি খেয়েছে প্রথমজন। ক্ষতটা পরীক্ষা করলো ম্যাক্স। মাংসপেশী ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে গুলি। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। গুলির একটা টুকরো আঘাত করেছে হাড়ে। ফলে মাংসের ভেতরে ছড়িয়ে গেছে অসংখ্য হাড়ের কুচি।

একটা টেবিল আনিয়ে নিলো ম্যাক্স। পাশের তাঁবুটাকে বানালো হাসপাতাল। লোকটাকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিয়ে শক্ত করে হাত বাঁধলো তার। শেষ হয়ে গেলে জোগাড় করা কঠিন হবে জেনে মরফিন ব্যবহার করলো না। তার বদলে এক গ্লাস ট্যাকুলা খেতে দিলো লোকটাকে। খাওয়া শেষ হলে তার মুখে একটা চামড়ার টুকরো গুঁজে দিয়ে কাজে নামলো।

পুরো একঘণ্টা লাগলো কাজ শেষ হতে। এর মধ্যে টেবিলের ওপর জমা হয়েছে ভাঙা হাড়ের অসংখ্য টুকরো, ছেঁড়াখোঁড়া মাংস আর রক্ত। আসলে যত না কঠিন হলো অস্ত্রোপচার, তার চেয়ে বেশি ভান করলো ম্যাক্স। উদ্দেশ্যে, আউট-ল'গুলোর সমীহ আদায় করা। কাজ শেষে বুঝলো, উদ্দেশ্যে হাসিল হয়েছে ওর।

ব্যাণ্ডেজ করে লোকটার বাঁ-হাত একটা স্লিং-এ ঝুলিয়ে দিলো

ম্যাক্স। নির্দেশ দিলো কমপক্ষে তিনদিন পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিতে, এবং সেই সাথে পুষ্টিকর খাবার খেতে।

দ্বিতীয়জনের অবস্থা আগের জনের চেয়ে খারাপ। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হলদেটে মুখ। চোখ কোটরে বসা, জ্বরের ঘোরে টক-টকে লাল। হাতের মাংস ছিঁড়ে পাঁজরে বিঁধেছে গুলি। বেরো-নোর কোনো চিহ্ন নেই দেখে বোঝা গেল ভেতরেই কোথাও আটকে আছে গুলিটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষতটা পরীক্ষা করলো ম্যাক্স। পাঁজরের ছু'টো হাড় ভেঙেছে। বুলেটের গর্তের পাশে পচন ধরেছে মাংসে।

লোকটার অবস্থা দেখে ওকে মরফিয়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো ম্যাক্স। ব্যাগ থেকে বোতল বের করে সিরিঞ্জে ভরলো মরফিয়া। রোগীর দিকে পা বাড়াতেই দ্রুত এগিয়ে এসে পিঠে রিভলভার ছোঁয়ালো হার্নান্দো। 'কি দিচ্ছো ওকে?'

'মরফিয়া।' হার্নান্দোকে পাত্তাই দিলো না ম্যাক্স। রোগীর একটা হাত তুলে নিয়ে সুঁচ ফোটালো। আস্তে আস্তে সিরিঞ্জ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল বর্ণহীন তরল পদার্থটুকু।

কিছুক্ষণ পরই কাত হয়ে গেল লোকটার মাথা। ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

কাজে নামলো ম্যাক্স। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি না নিয়ে অস্ত্রোপচার যে কী কঠিন, হাড়ে হাড়ে টের পেল। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বুলে-টের অবস্থান বের করে সেটাকে শরীরের বাইরে নিয়ে আসতে ঘাম ছুটে গেল ওর। এক সময় বেরোলো বুলেটটা। মাথাটা ভোঁতা, সম্ভবত দেয়ালে লেগে তারপর ঢুকেছে শরীরে। বুলেটটা

পেছনে ছুঁড়ে দিলো ম্যাক্স।

আর্তনাদ করে উঠলো হার্নান্দো। লাফিয়ে সরে যাবার আগেই ওর মুখে গিয়ে লাগলো বুলেটটা। মুখ মুছে মাটিতে পড়ে থাকা বুলেটের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলো সে।

কাজ শেষ করে হাত ধুয়ে নিলো ম্যাক্স। আগের জনের মতই পুষ্টিকর খাবার আর বিশ্রামের নির্দেশ দিলো এর জন্যে। তবে এ-লোকের বেলায় দরকার কয়েক সপ্তাহের টানা বিশ্রাম।

দিনের বাকি সময়টুকু অন্যান্য আউট-লদের ছোটখাট কাটা-ছেঁড়ার চিকিৎসা করে কাটলো ম্যাক্সের। এর মধ্যেই মেক্সিকানদের সাথে বেশ বন্ধুত্বের ভাব গড়ে উঠেছে ওর। ওরা খুশি মনে চিকিৎসা করাতে আসছে ওর কাছে।

আঁধার নামলো। কাজ বন্ধ করলো ম্যাক্স। একদিনের জন্যে যথেষ্ট হয়েছে। তাঁবুর সামনে লাইনটা তখনো লম্বা। কাল চিকিৎসা করবে আশ্বাস দিয়ে লোকগুলোকে বিদায় করলো ও।

যন্ত্রপাতিগুলো পরিষ্কার করে ব্যাগে রাখছিল ম্যাক্স। পেড্রো এলো। 'বেশ ভালোই চিকিৎসা করেছো মনে হচ্ছে। আমার লোকদের খুব খুশি দেখলাম।'

'আমি একজন ডাক্তার, যথেষ্ট ভালো ডাক্তার বলতে পারো,' হাত মুছতে মুছতে উত্তর দিলো ম্যাক্স, 'এবং তোমার লোকদের সেটাই দরকার।'

'কিন্তু ওদের চিকিৎসা করতে গেলে কেন?' গ্লাসে ট্যাকুলা ঢেলে এগিয়ে দিলো পেড্রো।

একটু থমকে গেল ম্যাক্স। সত্যিই তো, কেন চিকিৎসা করতে

গেল ওদের? সম্ভবত নিজের জীবন বাঁচাতে পেড্রোর কাছে নিজেকে মূল্যবান বলে প্রমাণিত করতে চেয়েছে ও। সময় পেলে হয়তো পালানোর একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবে। কিন্তু চিকিৎসা করার সময় দুনিয়ার অন্য সবকিছু ভুলে ছিলো ও। সারা অস্তিত্ব জুড়ে শুধু একটাই বোধ ছিলো ওর, ও ডাক্তার। চিকিৎসা করছে মানুষকে সারিয়ে তুলতে।

'জানি না।' সত্যি কথাই বললো ম্যাক্স। গ্লাসে চুমুক দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'তুমি আউট-ল হতে গেলে কেন?'

'কারণ এ-ছাড়া আমার সামনে আর কোনো রাস্তা খোলা ছিলো না।' একটু যেন বিষাদের ছোঁয়া পেড্রোর কণ্ঠে। 'আমার বাবা-মাকে গুলি করে মেরেছিল ভূস্বামীর ভাড়া করা লোক। কারণ, জমির খাজনা দিতে অস্বীকার করেছিল বাবা। কি করতে পারতাম আমি? একখণ্ড শুকনো খটখটে জমিতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে সারা বছরে যা ফলতো তার বেশির ভাগই ভূস্বামীর হাতে তুলে দিতে পারতাম। আর যেটা পারতাম সেটাই করেছি—আউট-ল হয়েছি।'

পাহাড়ের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে সূর্য। আকাশ ধূসর, গোধূলি আলোয় রাঙা। ছাইয়ের নিচ থেকে উঁকি দেয়া আগুন যেন।

গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিলো পেড্রো। 'আমার এক চাচা ছিলো, নাম জোসে পেড্রো। আউট-ল। সে একদিন এসে বললো, "ডন, তুই তো চাষি নোস্, তুই আমার দলে আয়।" সাথে সাথে চলে গেলাম আমি। চাচার বিশাল একটা স্ট্যালিয়ন ছিলো।

আরো ছিলো একটা উইনচেস্টার রাইফেল আর দু'টো কোল্ট রিভলভার। দলে আমি আর চাচা ছাড়া দশজন লোক। আউট-ল না হলে আমার থাকতো তিনটে ছাগল, চাষ করার জন্যে একটা খচ্চর আর একখণ্ড জমি। জমি চাষ করে শেষ পর্যন্ত দু'তিন মাসের খোরাকি পেতাম আমি। তুমিই বলো, কি করার ছিলো আমার?'

'নির্ভর করছে কে কি চায়, তার ওপর।' গ্লাসে ছোট্ট চুমুক দিলো ম্যাক্স।

'আমি চাই বিশাল একটা স্ট্যালিয়ন আর রাইফেল। আর চাই টাকা। অনেক, অনেক টাকা। তাহলে ওই সব ভূস্বামীদের সামনে মাথা নোয়াতে হবে না, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। বিশাল একটা বাড়ি থাকবে আমার। বাড়িতে থাকবে সুন্দরী মেয়ে। থাকবে চাকর-বাকর দাসদাসী। আহ্, কী জীবন!' স্বপ্নময় হয়ে উঠলো পেড্রোর চোখজোড়া।

'কিন্তু আস্তানার চেহারা বলছে, সেগুলোর কোনটাই পাওনি তুমি।'

'পাইনি, কিন্তু পাবো।' গ্লাসটা কানায় কানায় ভরে নিলো পেড্রো। 'আমার দাম এক হাজার ডলারে উঠেছে। শিগগিরই আরো উঠবে।'

'অর্থাৎ, আরো বেশি করে দস্যুতা শুরু করবে?'

'ঠিক ধরেছো, সিনর।' একটু নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে পেড্রো। 'হয়তো তুমিই সাহায্য করবে আমাকে। তোমাকে ভালো লেগে গেছে আমার। ভাবছি, আরো কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখবো

তোমাকে।'

'ধন্যবাদ।'

হাসলো পেড্রো। একটু জড়ানো গলায় চেঁচিয়ে কিছু বললো। দু'জন গার্ড ছুটে এসে হাত চেপে ধরলো ম্যাক্সের। ছিটকে পড়ে গেল ট্যাকুলাভর্তি গ্লাস। ঝনঝন্ করে ভাঙলো গ্লাসটা। টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেল ওকে গার্ড দু'জন। কোনরকমে মেডিক্যাল ব্যাগটা হাতে তুলে নিলো ম্যাক্স।

'কিছু মনে করো না, সিনর,' পেছন থেকে চিৎকার শোনা গেল পেড্রোর, 'আগে তোমার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিই।'

ম্যাক্সকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেছে লোক দু'জন। বাইরে পাহারা দিচ্ছে গার্ড।

ঘরের ভেতরে নজর ফেরালো ম্যাক্স। ছাতের ফুটোগুলো বন্ধ করা হয়েছে। পুরনো খাট, তোশক, চাদর, বালিশ সব বদলে নতুন পরিষ্কার জিনিসপত্র দিয়ে গেছে পেড্রোর লোক। নতুন টেবিলের ওপর রাখা পানি ভর্তি জগ আর দু'টো গ্লাস।

বিছানায় বসে ছিলো সিনথিয়া। চোখমুখ দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ম্যাক্সকে দেখেই উঠে এলো কাছে। 'তুমি বেঁচে আছো?' পরম পাওয়ার আনন্দ ওর কণ্ঠে। 'আমি ভেবেছিলাম, তোমাকে মেরে ফেলেছে ওরা। কি হলো সারাদিনে?'

'ওদের ডাক্তার দরকার একজন।' ভাঙা নড়বড়ে চেয়ারে সাবধানে বসলো ম্যাক্স। জগ থেকে ঢেলে পানি খেলো। 'যা বুঝলাম, আপাততঃ আমাদের দু'জনকেই বাঁচিয়ে রাখবে ওরা।'

চোখ দু'টো মুছলো সিনথিয়া। একটু আগ পর্যন্তও কাঁদছিল ও।

আরো শুকনো বিবর্ণ দেখাচ্ছে ওকে। তবে মুখ ধুয়েছে, সুঁই-সুতো জোগাড় করে পোশাক সেলাই করে নিয়েছে। আধো অন্ধকারে ওকে অপূর্ব লাগলো ম্যাক্সের। কোনোদিন কি মুক্ত হতে পারবে ওরা?

একজন মেক্সিকান মেয়ে খাবার দিয়ে গেল টেবিলে, সাথে কফি আর ট্যাকুলা। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে ম্যাক্সের। কোনো কথা না বলে খেতে বসে গেল। চেটে পুটে নিঃশেষ করে ফেললো যা ছিলো।

ভাঙা চেয়ারে গিয়ে বসলো ও। হাতে ট্যাকুলার গ্লাস।

আলো কমিয়ে দিলো সিনথিয়া। সোজা গিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

বসে বসে ট্যাকুলাটুকু শেষ করলো ম্যাক্স। পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করছে। ঘরটা একেবারেই ছোট। মেঝে কিংবা টেবিলে শোবার কোনো উপায় নেই। একমাত্র জায়গা সিনথিয়ার পাশে বিছানার খালি অংশটুকু।

সময় কাটছে। সেই সাথে অস্বস্তি বাড়ছে ম্যাক্সের। ভাবছে চেয়ারে বসেই কাটিয়ে দেবে কিনা রাতটা। কিন্তু বিদ্রোহ করছে শরীর। ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে ও।

অন্ধকারে ডুব দিয়েছে ক্যানিয়ন। রাত নামার সাথে সাথে দ্রুত কমে আসছে তাপমাত্রা। কিছুক্ষণ পরই ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করলো ম্যাক্স। বিছানায় গায়ের ওপর কম্বল টেনে নিলো সিনথিয়া। তবু ওর শীত গেল বলে মনে হলো না। কুঁকড়ে শুয়ে

আছে।

অনেকক্ষণ পরে শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে উঠে দাঁড়ালো ম্যাক্স। কোট খুলে চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখলো। জুতো খুলে মোজাসুদ্ধই উঠে গেল বিছানায়। টানটান হয়ে শুয়ে চাদর টেনে নিলো গায়ে। মৃদু মৃদু কাঁপছে ও। শীত, নিঃসঙ্গতা আর কামনা একাকার হয়ে আসছে ওর ভেতরে।

ওর দিকে পিঠ দিয়ে শুয়েছে সিনথিয়া। আধোঘুম আধো জাগরণের ভেতর টের পেলো ম্যাক্স, উষ্ণতার প্রত্যাশায় ওর একেবারে বুকের কাছে সরে এসেছে সে। আপনা থেকেই একটা হাত উঠে গেল ম্যাক্সের। জড়িয়ে ধরে কাছে টানলো। ওর হাতের ওপর আলতো করে হাত রাখলো সিনথিয়া। নিশ্চিন্তে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে।

অনেক অনেক দিন পরে গভীর প্রশান্তিতে ঘুমালো ম্যাক্স। ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো দু'জনের। লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে গেল সিনথিয়া। লজ্জায় কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে ওর। ম্যাক্সও ভেবে পাচ্ছে না কি করবে এখন।

নাশতা দিয়ে গেল একজন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো ম্যাক্স। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে খেতে বসলো। ওদের খাওয়া হয়ে গেলে একজন গার্ড ঢুকলো ভেতরে। স্প্যানিশে যা বললো সে, সেটা তরজমা করে শোনালো সিনথিয়া। পেদ্রো ক্যাম্পে নেই, তবে কিছু নির্দেশ রেখে গেছে সে ম্যাক্সের জন্যে।

অক্ষরে অক্ষরে পেদ্রোর নির্দেশ পালন করলো ম্যাক্স। সারাদিন ধরে ডাক্তারী করে শেষ বিকেলে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে ফিরলো

কুঁড়েঘরে। এসেই শুনলো, আরেকজনের চিকিৎসা করতে হবে। মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে লোকটা। আস্তাবলের কাছে আছে সে। ব্যাগ নিয়ে আবার বেরোলো ম্যাক্স। গিয়ে অবাক হয়ে গেল ও। সেই সাথে খুশিও হয়ে উঠলো মনে মনে।

আস্তাবলের সামনে বাঁধা রয়েছে ওর নিজের ঘোড়া। সম্ভবত টাকাস থেকে সবক'টা ঘোড়া ভাগিয়ে নিয়ে এসেছে পেদ্রোর লোকজন।

মাটিতে বসে আছে আহত লোকটা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মুখ। সামনের পাটির দু'টো দাঁত অদৃশ্য। কারণটা বুঝতে এক সেকেণ্ডও লাগলো না ম্যাক্সের। লোকটার হাতে ম্যাক্সের স্পেন-সার। ব্যথায় পানি গড়াচ্ছে চোখ দিয়ে, তবু আঁকড়ে ধরে রেখেছে রাইফেলটা।

ওখানেই যতটুকু সম্ভব চিকিৎসা করলো ম্যাক্স। পরদিন সকালে আবার দেখা করতে বলে ফিরে এলো কুঁড়েঘরে।

একটা পুরনো চুলো ছিলো ঘরে। সেটাকে সারাদিনের চেষ্টায় কোনমতে মেরামত করেছে সিনথিয়া। ম্যাক্স ফিরতেই আগুন জ্বালিয়ে খাবার গরম করতে বসলো।

বীণ আর মাংসের স্যুপ। সাথে ট্যাকোস আর টরটিলা। পাশে রাখা গরম কফির পট। পরিতৃপ্তির সাথে পেট পুরে খেলো ম্যাক্স। সিনথিয়াও। এঁটো বাসনপত্র নিয়ে গেল একজন এসে।

চাঁদ উঠেছে আকাশে। উজ্জ্বল রুপোলি আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে ক্যানিয়ন, পাহাড়, প্রান্তর। হালকা কুয়াশার পর্দা ঝুলছে বাতাসে। হিমেল, রহস্যময় রাত।

জানালা দিয়ে এক টুকরো আলো এসে পড়েছে ঘরে। সে

আলোয় কী যে অপরূপ লাগছে সিনথিয়াকে। অপরূপ আর মোহনীয়। মোহনীয় আর রহস্যময়ী।

বিছানায় বসে আছে ম্যাক্স। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিনথিয়ার দিকে। ওর প্রতিটি অণু-পরমাণু বলছে, সুন্দর—অসহ্য সুন্দর।

ম্যাক্স তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে চোখ তুললো সিনথিয়া। হাসলো। 'বিছানাটা দু'জনের জন্যে যথেষ্ট।'

কোনো কথা বললো না ম্যাক্স। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো শুধু।

লজ্জা পেলো সিনথিয়া। লাল হয়ে উঠলো গালদু'টো। 'কাল রাতে শীতে জমে গিয়েছিলাম। আজ কষ্ট করতে চাই না।'

ম্যাক্সের মুগ্ধ বিস্মিত চোখের সামনে সরে গেল নীলাভ আব-রণ। বেরিয়ে এলো অপরূপ এক নারী।

ঘন হয়েছে কুয়াশা। ঘরের ভেতরে চুঁইয়ে আসা চাঁদের আলোয় এগিয়ে এলো সেই রহস্যময়ী। ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত এক টুকরো হাসি। চোখে হীরার দ্যুতি। ম্যাক্সের গলার দু'পাশ দিয়ে উঠে গেল মৃনাল বাহু। নরম পেলব একজোড়া ঠোঁট ঢেকে দিলো ওর ঠোঁটজোড়া। দ্রুত হয়ে উঠছে নিঃশ্বাস। বাতাসে ঝড়ের পূর্বাভাস। আসছে, আসছে প্রলয়ঙ্করী ঝড়। অন্ধকার নামছে। অন্ধকার গভীর, গভীরতর। সেই অতলান্ত অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে শুনতে পাচ্ছে ম্যাক্স, কোথায় যেন ঘণ্টা বাজছে।

মেক্সিকান মেয়েটার হাসির শব্দে ঘুম ভাঙলো ওদের। ঘরের

কোণে পড়ে আছে ওদের পোশাকগুলো। চাদরের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সিনথিয়ার শুভ্র নগ্ন পিঠ। লজ্জায় দ্রুত চাদরের নিচে নিজেকে লুকোলো ও। সেঁটে গেল ম্যাক্সের বুকের সাথে।

মেয়েটা বেরিয়ে যেতেই লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়লো ম্যাক্স। দ্রুত হাতে পোশাক পরে নিলো। সিনথিয়ারগুলো এগিয়ে দিয়ে পেছন ফিরে থাকলো।

নিঃশব্দে খেয়ে নিলো ম্যাক্স। পরিতৃপ্ত বোধ করছে ও, সেই সাথে কেমন যেন একটা অপরাধবোধে ভুগছে।

পরবর্তী একসপ্তাহ একনাগাড়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করলো ম্যাক্স। কাজের মধ্যে ডুবে থেকে শান্তি পায় ও। রাতে সিনথিয়ার সাথেই থাকছে। রাত আসে ওর জন্যে শান্তি নিয়ে, আসে অস্বস্তি নিয়ে।

শীত আসছে। দক্ষিণে সরে যাবার পরিকল্পনা করেছে পেদ্রো। অপেক্ষা করছে হার্নান্দোর জন্যে। সে গেছে সোনাভর্তি এক ওয়াগন লুট করতে।

দিন দশেক পরে ফিরলো হার্নান্দো। পেদ্রোর কাছে পুরো ঘটনার বর্ণনা দিলো। ওদের কথাবার্তার কিছুই বুঝলো না ম্যাক্স। কিন্তু হঠাৎ নিজের নাম শুনে কান খাড়া করলো ও।

হাসিমুখে ওর দিকে ফিরলো পেদ্রো। 'সীমান্ত শহরগুলোতে একজন লোক খুঁজছে তোমাকে। লম্বামতো, বাদামী চুল। কে লোকটা?'

বুকের ভেতরে ধক্ করে উঠলো ম্যাক্সের। অতি কষ্টে স্বাভাবিক রাখলো চেহারা। বললো, 'আমি কি করে জানবো? হতে পারে পূর্বপরিচিত কেউ।'

'দেখো, শিগগিরই আমরা সরে যাবো দক্ষিণে। একজন ইয়াংকি আমাদের ট্রেইল ধরে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আসবে, জিনিসটা মোটেই ভালো লাগছে না আমার।'

'লোকটা কেমন দেখতে?'

'আমার চেয়ে লম্বা। বাদামী চুল বাদামী পোশাক। অনেক জায়গায় খোঁজখবর করছে তোমার। খবরের জন্যে পয়সাও দিচ্ছে। বালাম, হট স্প্রীং, আগুয়াব্রাভা, পাইড্রাস হয়ে টাকাস পৌঁছেছে সে। এখন দক্ষিণে যাবার চিন্তা ভাবনা করছে।'

'তুমি কি একেবারেই জানো না, লোকটা কে?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাক্স।

'না,' উত্তর দিলো পেদ্রো, 'তবে এটুকু জানি, তোমাকে জ্যান্ত অবস্থায় পেলে পাঁচশ' ডলার দিতে রাজি আছে সে।'

একই সাথে অসম্ভব হতাশা আর ক্রোধ গ্রাস করলো ম্যাক্সকে। ক্ষীণ যে সন্দেহটুকু ছিলো, পেদ্রোর কথায় পুরোপুরি দূর হয়ে গেছে সেটা। আবার সেই বার্কার আর তার ভাড়াটে খুনী। অতীতের রক্তাক্ত ঘটনা আবার খুঁচিয়ে তুলতে চাইছে সে। আবার সেই রক্তপাতে জড়াতে হবে ওকে।

ক্যানিয়নের ওপর দিয়ে ম্যাক্সের দৃষ্টি চলে গেল দিগন্তে। হালকা গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার পায়ের অবস্থা কেমন এখন?'

হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তনে অবাক হলো পেড্রো। বললো, 'ভালো। কেন?'

'কোনটার দাম বেশি ধরছো—আমার, নাকি পায়ের?'

হেসে উঠলো পেড্রো। 'লোকটা সম্পর্কে আরো কিছু খোঁজ-খবর নেবো আমরা। তবে···,' একটু বিরতি দিলো সে। রহস্য-ময় এক টুকরো হাসি ফুটলো ঠোঁটে। 'জানি না কেন, তোমাকে মৃত অবস্থায় পেলেও পাঁচশ' ডলারই দেবে সে।'

'অর্থাৎ, তোমার পায়ের চেয়ে আমার দাম এখন বেশি তোমার কাছে?'

'চিন্তা ক'রো না,' ম্যাক্সকে আশ্বস্ত করলো পেড্রো, 'তোমার আসল দাম না জানা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো আমরা।'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ।' বিদ্রূপমাখা হাসি হাসলো ম্যাক্স।

একবুক হতাশা আর ক্রোধ নিয়ে কুঁড়েয় ফিরলো ও। ওর মুখ দেখেই বুঝে নিলো সিনথিয়া, কিছু একটা হয়েছে। উৎকণ্ঠিত চেহারা নিয়ে এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি।

অন্ধকার নেমেছে ক্যানিয়নে। সিনথিয়ার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে ম্যাক্স। একে একে বলে যাচ্ছে ওর অতীতের যত কথা। সব বলার পর বুক খালি করা একটা দীর্ঘশ্বাস বেরোলো ওর। এই প্রথম কাউকে কথাগুলো বলতে পেরে বুকটা অনেক হালকা লাগছে। সেই সাথে এক ধরনের অপরাধবোধ থেকেও মুক্তি পেলো ও, এখন আর ওর কোনো কথা অজানা নেই সিন-থিয়ার।

'এখান থেকে পালানো দরকার আমাদের,' জানালো ও। 'অনেক রক্তপাত হবে তা না হলে।'

'ওই লোক খুঁজে পাবে না আমাদের।' ম্যাক্সের চুলে বিলি কাটছে সিনথিয়ার পেলব আঙুল। 'কি করে পাবে, বলো? পেড্রোর দলবল আছে না? আর পেড্রো যদি নিরাপদ থাকে তো আমরাও থাকবো।'

'অনেক টাকা দেয় বার্কার,' আস্তে আস্তে কথাগুলো উচ্চারণ করলো ম্যাক্স। 'কোনো ভাড়াটে খুনীকে প্রাণ বাজি ধরতে উৎ-সাহী করার জন্যে যথেষ্ট।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ম্যাক্স। ওর সমস্ত দুঃখ, হতাশা আর দুশ্চিন্তা মুছে দিতে কাছাকাছি নেমে এলো উষ্ণ কোমল নিঃশ্বাস।

তেরো

যতই সময় যাচ্ছে ততই বিরক্ত আর উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছে গানথার। ওর মতো ভাড়াটে খুনীরা দ্রুত কাজ সারতে অভ্যস্ত। ওর নীতি: শিকার খুঁজে বের করো এবং মারো। তাতে সুবিধা অনেক। লোকজন চেহারা চিনে রাখার আগেই সরে পড়া যায়। কিন্তু ম্যাগ্রকে খুঁজতে গিয়ে সে-নীতি বিসর্জন দিতে হয়েছে গানথারকে। অসংখ্য লোকের কাছে চেহারা দেখাতে হয়েছে ওকে ম্যাজের ট্রেইল খুঁজে বের করতে গিয়ে। অনেক কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে যেটা ওর পেশার লোকের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।

অনেক ভেবেচিন্তে টাকাস থেকে ম্যাজের নিখোঁজ হবার সম্ভাব্য একটা কারণ খুঁজে পেলো গানথার। আরেকটু চিন্তা করতেই ধারণাটা বদ্ধমূল হলো ওর। আউট-ল গ্রুপটাই ধরে নিয়ে গেছে ম্যাজকে।

কাজে নামলো গানথার। ওর প্রথম কাজ হলো পেড্রোর হদিস বের করা। অত্যন্ত কঠিন কাজটা, তবে কিনা টাকা থাকলে বাঘের দুধও মেলে।

সীমান্তের মেক্সিকানদের মুখ খোলানো গেল না ঠিকমতো। পেড্রোকে যমের মতো ভয় পায় ওরা। তবু যেটুকু শোনা গেল, তাতে ভাসাভাসাভাবে ক্যানিয়নটার অবস্থান জানতে পেলো গানথার।

খোঁজার কাজে ওর দক্ষতার তুলনা হয় না। অল্প পরিশ্রমেই পেয়ে গেল জায়গাটা। অবশ্য প্রকারান্তরে পেড্রোর লোকজনই সাহায্য করলো ওকে।

দু'হাজার ডলারের সোনা নিয়ে ফোর্ট গাফ-এ যাচ্ছিলো একটা ওয়াগন। খবর পেয়েই ওটার ওপর নজর রাখলো গানথার। মোটামুটি নিশ্চিত সে, সোনাটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করবে না পেড্রোর লোকজন। কোথায় অ্যামবুশ পাততে পারে ওরা, তারও একটা সম্ভাব্য জায়গা বের করে ফেললো। দূরে লুকিয়ে থেকে জায়গাটার ওপর চোখ রাখলো সে।

নির্ভুল প্রমাণিত হলো ওর ধারণা। পনেরোজন মেক্সিকান হামলা চালালো ওয়াগনে। সোনা আর দামী জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দিলো। পেছনে ফেলে গেল ভাঙাচোরা ওয়াগন আর দু'জন আরোহীর লাশ।

সোজা দক্ষিণে ছুটছে আউট-ল গ্রুপটা। মাইল দুয়েক পেছনে থেকে ওদের অনুসরণ করে চললো গানথার। ট্রেইল ট্র্যাকিংয়ে ওর জুড়ি মেলা ভার। তবে তার দরকার হলো না। বেশির ভাগ সময় ধুলো উড়তে দেখেই বুঝেছে সে, কোন দিকে যাচ্ছে গ্রুপটা।

সীমান্ত পার হয়ে মেক্সিকোতে ঢুকলো ওরা। আমেরিকান আইনের নাগালের বাইরে আসতেই আরো বেপরোয়া হয়ে উঠলো মেক্সিকানরা। আগে যদিও বা এক আধটু চেষ্টা করেছে ট্রেইলের চিহ্ন না রাখতে, এখন সে সতর্কতাটুকুরও ধার ধারছে না তারা।

লোকগুলোকে অনুসরণ করে ক্যানিয়নের এক মাইলের ভেতর পৌঁছুলো গানথার। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে গেল একটা বাঁকের দিকে। বাঁকের মুখে ছোট্ট একটা স্রোতস্বিনী। জলের গভীরতা বেশ এখানে। তবে একটু এগিয়ে গেলে এক জায়গায় মাত্র গোড়ালি পর্যন্ত জল। নিচে চিকচিক করছে বালি।

ঘোড়াটাকে পানি খাইয়ে একটা ফাটলে লুকিয়ে রাখলো গানথার। জিন থেকে দড়ির বাণ্ডিল আর রাইফেলটা খুলে নিয়ে নদী পার হলো। পাথরের ফাঁকফোকর দিয়ে এগোলো ক্যানিয়-নের দিকে।

দুপুর নাগাদ ক্যানিয়নের কাছে পৌঁছুলো গানথার। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে উঠতে শুরু করলো ওপরে। ঘন্টাখানেক পরে পাহা-ড়ের চূড়ায় পৌঁছুলো। ঠেলে বেরিয়ে আসা একটা পাথরের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে সাবধানে উঁকি দিলো নিচে।

ওর ঠিক নিচেই ভাঙাচোরা একটা কুঁড়েঘর। সামনে দু'জন গার্ড। একটু পরেই ব্যাগ হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো একজন। ছোটখাট চেহারা, পরনে ধূসর রঙের কোট। বার্কারের বর্ণনা থেকে এক নজর দেখেই ম্যাক্সকে চিনতে পারলো গানথার।

রাইফেলটা আঁকড়ে ধরলো সে। এক লহমার জন্যে মনে হলো

গুলি করে এখনি খতম করে দেয় মানুষটাকে। পরক্ষণেই বার্কা-রের দেয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়লো—জীবিত ধরে নিয়ে গিয়ে দিতে পারলে অতিরিক্ত এক হাজার ডলার। সেই সাথে পেড্রোকে কবজা করতে পারলে আরো এক হাজার।

পেশীতে ঢিল পড়লো গানথারের। 'এখন নয়,' নিজেকে প্রবোধ দিলো সে। 'তিন হাজার ডলার,' ঠোঁট চাটলো গানথার। বহুদিন বসে খেতে পারবে।

ক্যানিয়নের দু'পাশটা সরু, নিচু দেয়াল। দু'পাশেই পাহাড়ের মাথায় দু'জন করে গার্ড।

সাবধানের মার নেই ভেবে কিছুটা নিচে নেমে এলো গানথার। একটা পাথরের আড়ালে হেলান দিয়ে বসলো। এখান থেকে কোনভাবেই দেখা যাবে না ওকে। সন্ধ্যা নামার অপেক্ষায় রয়েছে সে।

আকাশে বিচিত্র রঙ ছড়িয়ে সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। কুঁড়েয় ফিরলো ম্যাক্স। একটু পরেই বেরোলো আবার, সাথে একটা মেয়ে। লালচে চুল, নীল পোশাক।

হতভম্ব হয়ে গেল গানথার। মেয়েটা মেক্সিকান নয়। তাছাড়া ম্যাক্সের সাথে কোনো মেয়ের উপস্থিতির কথা কল্পনাও করেনি সে। অবশ্য ওর পরিকল্পনা বদলালো না তাতে, তবে ঝামেলা বাড়লো। বিরক্তির সাথে থুথু ফেললো গানথার। দেখলো, হাত ধরাধরি করে মেয়েটার সাথে নদীর দিকে এগিয়ে গেল ম্যাক্স। হাসছে, গল্প করছে মেয়েটার সাথে। আশ্চর্য!

অন্ধকারের বিশাল কালো ডানা ঢেকে দিলো ক্যানিয়ন।

অনেকক'টা আলো জ্বলে উঠলো নিচে। ঘরের ভেতরে অনেক-গুলো অস্পষ্ট ছায়ার নড়াচড়া চোখে পড়লো গানথারের। তবে বাইরের তাঁবুতে আর ওয়াগনের পাশেই বেশির ভাগ আউট-ল বসে।

বিশাল থালার মতো চাঁদ উঠলো আকাশে। ঝকঝকে জোৎস্নায় মায়াময় হয়ে উঠলো প্রান্তর। চাঁদের আলোয় পাক খেয়ে নিচে নামছে হালকা কুয়াশার চাদর। কেমন যেন অবাস্তব ভৌতিক পরিবেশ।

বেশ ঠাণ্ডা। হাত-পা জমে যাবার দশা গানথারের। তবুও চাঁদের আলো সরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো সে।

বিশাল একটা পাথরের চাঁইয়ের সাথে দড়ির একপ্রান্ত বাঁধলো গানথার। অন্য প্রান্তটা আস্তে আস্তে নামিয়ে দিলো নিচে। রাইফেলটা পিঠে বেঁধে নিয়ে দড়ি ধরে ঝুলে পড়লো। অত্যন্ত সাবধানে কোনরকম শব্দ না করে নেমে এলো সরু একটা কার্নিশে। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার নামতে শুরু করলো।

ভাঙাচোরা পাথরের ছোটবড়ো টুকরো ছড়ানো চারপাশে। বড়সড় একটা চাঁইয়ের ওপর নামলো গানথার। রাইফেলটা হাতে নিয়ে সতর্ক চোখে তাকালো চারপাশে। পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে সামনে এগোলো। পায়ে মোকাসিনের জুতো থাকায় কোনো শব্দই হচ্ছে না ওর চলাফেরায়।

পাথরের ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে ম্যাক্সের কুঁড়েঘরের ফুটবিশেক ওপরে এসে থামলো সে। সমস্ত স্নায়ু টানটান হয়ে গেছে ওর। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পাথরের আড়াল থেকে মুখ বের করলো।

টিমটিমে আলোয় আবছা মতো বোঝা যাচ্ছে, বিছানায় শুয়ে আছে ম্যাক্স আর সেই মেয়েটা। বাইরে কোলের ওপর রাইফেল রেখে ঝিমোচ্ছে গার্ড দু'জন।

খানিকটা ডানদিকে সরে গেল গানথার। পা টিপে টিপে এগোলো। নিশ্চিত না হয়ে পা ফেলছে না কোথাও। কোনো আলগা পাথর যেন গড়িয়ে না পড়ে সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। শেষ পর্যন্ত নিচে পৌঁছুলো সে, কুঁড়েঘরের ফুট পনেরো ডান-পাশে।

হেলে থাকা পাথুরে দেয়ালের ছায়ায় ছায়ায় প্রথম গার্ডের দশফুটের ভেতরে চলে এলো গানথার। রাইফেলটাকে শক্ত করে ধরলো দু'হাতে। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকলো। তারপর দুই লাফে পৌঁছে গেল গার্ডের কাছে। মৃদু শব্দ হলো মোকাসিনের।

চমকে মাথা তুললো গার্ড। আপনা থেকেই হাত চলে গেল রাইফেলের ওপর।

সবেগে নেমে এলো রাইফেল সুদ্ধ গানথারের হাত। ঠুস্ করে আওয়াজ হলো খুলি ফাটার। ছিটকে উঠলো রক্তমাখা মগজ। চিৎকারটা গলার ভেতরই আটকে থাকলো লোকটার।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল দ্বিতীয় গার্ড। আধাআধি উঠেছে, প্রচণ্ড বেগে গানথারের বুটের ডগা গিয়ে আঘাত করলো তার শ্বাসনালীর ওপরে।

হাত থেকে রাইফেল ছেড়ে দিলো গার্ড। দু'হাতে গলার কাছটা খামচে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বারকয়েক মুখ খুললো আর

বন্ধ করলো শ্বাস নিতে। মাতালের মতো টলছে সে। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে চাইলো, বাতাসে খামচে ধরলো কি যেন। তারপর ধড়াস করে পড়ে গেল মাটিতে। কিছুক্ষণ হাত-পা খিঁচে নিঃসাড় হয়ে গেল দেহটা।

রাইফেল কক্ করলো গানথার। দরজা ঠেলে দৃঢ় পায়ে ঢুকলো ভেতরে।

বাইরের শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে ম্যাক্সের। বিছানায় উঠে বসতেই গানথার ঢুকলো ভেতরে।

হাতে বাড়িয়ে আলোটা উসকে দিলো ভাড়াটে খুনী। কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো ম্যাক্সের দিকে। মনে মনে ওর ক্ষমতার পরিমাপ করে নিচ্ছে যেন। 'ম্যাক্স ওয়াইল্ডার!' রাইফেল ওঠালো সে ম্যাক্সের বুক বরাবর।

উঠে বসলো সিনথিয়া। বুক ঢাকলো চাদরে। ঘুম জড়ানো ভয়ার্ত চোখে তাকালো ম্যাক্সের দিকে। 'কে ও?'

'গানথার, ম্যাডাম,' হেসে মাথা ঝোঁকালো গানথার, 'পিট গানথার। আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি।'

'বার্কার পাঠিয়েছে তোমাকে, তাই না?' ঠাণ্ডা, **নিরুত্তাপ** গলায় জিজ্ঞেস করলো ম্যাক্স।

হাসলো গানথার। ওপর-নিচে মাথা নাড়লো। 'এক হাজার ডলার দেবে বলেছে। ধরে নিয়ে যেতে পারলে দু'হাজার।'

'কিন্তু সেটা বোধহয় ভাগ্যে নেই তোমার। গুলির শব্দ হলেই ছুটে আসবে পেড্রোর লোকজন।'

'ঝামেলা পাকাতে চাইলে,' ঝট্ করে রাইফেলটা সিনথিয়ার দিকে ফেরালো গানথার, 'ওই সুন্দর মুখটা কুৎসিত হয়ে যাবে। এরপর আমার এক হাজার ডলার ক্ষতি করে দিয়ে তুমি মারা যাবে। আমি বেঁচে থাকবো আশা করি।'

গানথার আর সিনথিয়ার দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাচ্ছে ম্যাক্স। 'কিন্তু আমাদের বের করে নিয়ে যাবে কি করে?'

'ওদের কয়েকটা ঘোড়া ধার নেবো আমরা।'

'ক্যানিয়নের দু'পাশেই পাহারা আছে।'

'কোনো সমস্যা নেই,' আবার হাসলো গানথার, 'আমরা দু'জনে মিলে ওদের ব্যবস্থা করবো। তুমি রাজি না হলে,' সিনথিয়ার দিকে ইঙ্গিত করলো সে, 'ও মারা যাবে।'

সাবধানে বিছানা থেকে নেমে পোশাক পড়ে নিলো ম্যাক্স। অপেক্ষা করছে সিনথিয়ার জন্যে। খেয়াল করলো, রাইফেলটা ওদের দু'জনের মাঝামাঝি ধরে রেখেছে গানথার। বোঝাই যাচ্ছে, পেশাদার খুনী লোকটা।

মেঝে থেকে মেডিক্যাল ব্যাগটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোলো ম্যাক্স। পেছনে সিনথিয়া।

'বাইরে দু'টো লাশ পাবে,' পেছন থেকে গলা শোনা গেল গানথারের। রাইফেলটা তাকিয়ে আছে সিনথিয়ার পিঠের দিকে। 'একটা রাইফেল ধার নাও ওদের কাছ থেকে। কাজে লাগবে পরে। তবে ব্যবহারের সময় মেয়েটার কথা খেয়াল রেখো।'

বাইরে বেরিয়ে দরজার সামনে চকচকে কিছু পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিলো ম্যাক্স। নিজের স্পেনসারটাকে চিনতে পেরে খুশি হয়ে উঠলো মনে মনে। এটা সেই দাঁতভাঙা আউট-ল-র হাতে

দেখেছিল ও।

আস্তাবলের দিকে এগোলো ওরা। পেড্রোর লোকজন সবাই ঘুমে অচেতন। কোনরকম বিপদ ছাড়াই আস্তাবলে পৌঁছুলো তিনজন। গানথারের নির্দেশমতো তিনটে ঘোড়া বাইরে নিয়ে এলো ম্যাক্স: নিজের স্ট্যালিয়ন আর দু'টো গেলডিং। দেয়াল থেকে বেছে নিয়ে জিন চাপালো ঘোড়ার পিঠে।

প্রথমে সিনথিয়া উঠলো ঘোড়ায়। সবার শেষে গানথার। ওদেরকে আস্তাবলের একপাশে সরে দাঁড়াতে বলে দ্রুত হাতে তিনবার গুলি ছুঁড়লো সে। আস্তাবলের ভেতরে অমানুষিক আর্তনাদ করে উঠলো দু'টো ঘোড়া। মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। অন্যটা চিৎকার করারও সময় পায়নি।

গুলির শব্দ এবং রক্ত আর বারুদের গন্ধে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো জানোয়ারগুলো। চিঁহিচিঁহি করে ভয়ার্ত চিৎকার ছাড়লো। বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে সবক'টা। ঠেলা-ঠেলি করে এগোনোর চেষ্টা করছে খোলা দরজার দিকে। একটা ঘোড়া কোনরকমে বেরোতেই হুড়মুড় করে বাকিগুলো ছুটে এলো ওটার পেছন পেছন। ক্যানিয়ন ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে সামনে ছুটলো সবগুলো।

উত্তর মুখো ঘোড়া ছোটালো ওরা। ওটাই এখন বেরোনোর সবচেয়ে উপযুক্ত রাস্তা।

গুলির আওয়াজ আর আতঙ্কিত ঘোড়ার পদশব্দে জেগে উঠেছে ক্যানিয়ন। ভেবেই পাচ্ছে না লোকগুলো, কি হলো হঠাৎ।

তাড়াতাড়ি পাহাড়ের পাশে সরে গেল তিনজন ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের নিচে পড়ে থেঁতলে যাবার ভয়ে। প্রায় পার হয়ে গেছে ঘোড়ার পাল, এমন সময় ওদের ওপর চোখ পড়লো আউট-ল-দের। সঙ্গে সঙ্গে কারবাইন তুললো একজন গার্ড।

চোখের পলকে দু'বার গুলি ছুঁড়লো গানথার। নিঁখুত শট। ছিটকে পড়লো গার্ড। বুক আর পেটের কাছে ফিনকি দিয়ে বেরোচ্ছে রক্ত।

দ্বিতীয় লোকটাকে রাইফেল তুলতে দেখে কোনো কিছু না ভেবেই গুলি করলো ম্যাক্স। ওর একমাত্র চিন্তা, যেভাবেই হোক, সিনথিয়াকে অক্ষত রাখতে হবে।

প্রথম গুলির ঘায়েই কেঁপে উঠলো লোকটা। কুঁজো হয়ে গেল শরীর। হাত থেকে ছেড়ে দিলো রাইফেল। নিশ্চিন্ত হবার জন্যে দ্বিতীয়বার গুলি করলো ম্যাক্স। গড়িয়ে পড়ে গেল লোকটা।

পেছন থেকে চিৎকার করে উঠলো গানথার। আরো জোরে ঘোড়া ছোটাতে বলছে সে। প্রাণপণে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। পেছনে পড়ে থাকলো অন্ধকার ক্যানিয়নের রক্ত-মাখা দুঃস্বপ্ন।

রাতের পুরোটাই ঘোড়া ছুটিয়ে ব্যয় করলো গানথার। ক্যাক-টাস ঝোপ আর শুকনো নালা পেরিয়ে ভোরের সামান্য আগে লুকিয়ে রাখা ঘোড়ার কাছে পৌঁছুলো ওরা। এর মধ্যে একবারের জন্যেও সিনথিয়ার দিক থেকে রাইফেল সরায়নি গানথার।

'কার্তুজগুলো বের করে ফেলো,' ঘোড়া থামিয়ে হুকুম দিলো সে।

'কেন ?'

'আপাতত অন্য কারো কাছ থেকে বিপদের আশঙ্কা করছি না আমি।' সিনথিয়ার শিরদাঁড়ার ওপর রাইফেলের নল ঠেকালো গানথার।

সাপের মতো ঠাণ্ডা চোখে গানথারের চোখের দিকে চাইলো ম্যাক্স। লিভার ধরে টান দিলো স্পেনসারের। ছিটকে উঠলো কার্তুজ। টুপটুপ করে পড়লো বালির ওপর।

ঘোড়া থেকে নামলো গানথার। জিন লাগাম খুলে নিয়ে শক্ত হাতে থাপ্পড় মারলো ঘোড়াটার পিঠে। লাফিয়ে ছুটতে শুরু করলো জন্তুটা। একটু পরেই হারিয়ে গেল পাহাড়ের বাঁকে।

এক টুকরো চামড়ার দড়ি বের করলো গানথার। সিনথিয়ার হাতে দিয়ে বললো, 'নামো ঘোড়া থেকে। শক্ত করে হাত বেঁধে ফেলো ওর।' ম্যাক্সের দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

অনড় বসে থাকলো সিনথিয়া। মেরুদণ্ডের ওপর রাইফেলের নল দিয়ে খোঁচা দিলো গানথার। ব্যথায় চিৎকার করে উঠলো সিনথিয়া। চড়াৎ করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল ম্যাক্সের। নামতে গেল ঘোড়া থেকে।

'রাইফেলটা কিন্তু কক্ করাই আছে,' শান্ত গলায় জানালো গানথার।

থেমে গেল ম্যাক্স। 'বাস্টার্ড,' গাল দিলো ও।

গালিটা গায়েই মাখলো না গানথার। আবার খোঁচা দিলো সিনথিয়ার পিঠে 'যাও।'

নিঃশব্দে ঘোড়া থেকে নামলো সিনথিয়া। চামড়ার দড়িটা দিয়ে

লাগামের সাথে হাতদু'টো বাঁধলো ম্যাক্সের। বাঁধা শেষ হলে গানথারের নির্দেশে আবার উঠে বসলো ঘোড়ার পিঠে।

বাঁধনগুলো পরীক্ষা করলো গানথার। টেনেটুনে আরো শক্ত করে বাঁধলো। ঘোড়াগুলোকে এক লাইনে পনেরো ফুট পর পর দড়ি দিয়ে আটকে দিয়ে শেষের ঘোড়াটাতে চড়ে বসলো।

'এবার ?' মাথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো ম্যাক্স।

'স্রেফ ভাগবো এখান থেকে, যাতে ব্যাটা মেক্সিকানগুলো আমাদের ট্রেইলের সন্ধান না পায়। অর্থাৎ, যখন চাইছি, তার আগে যেন না পায়।'

'মানে ?' কৌতূহলী হয়ে উঠলো ম্যাক্স, 'ওদের দেখা পেতে চাইছো তুমি ?'

'জ্বি, স্যার,' বিনয়ে বিগলিত হাসি হাসলো গানথার, 'তোমাকে এবং পেড্রোকে নিয়ে যেতে পারলে কখনো আর পয়সার চিন্তা করতে হবে না।'

'কিন্তু ওকে এসবের সাথে জড়াচ্ছো কেন ?' সিনথিয়াকে দেখালো ম্যাক্স। 'ওকে ছেড়ে দাও।'

'দুঃখিত, মিস্টার ওয়াইল্ডার,' মোটেও দুঃখিত মনে হলো না গানথারকে, 'তোমাকে শান্ত রাখার সবচেয়ে বড় অস্ত্র সে। এতগুলো টাকা হারাতে চাই না আমি।'

'টাকা নিয়ে এই এক সমস্যা,' মৃদু স্বরে বললো ম্যাক্স, 'লোভ যত বাড়ে, তত রক্ত লাগে টাকার গায়ে। এবং শেষ পর্যন্ত সেটা নিজের রক্তই হয়।'

চোদ্দ

বললেও সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলো না গানথার। ঘোড়াগুলোকে যথেষ্ট বিশ্রাম দিলো, যেন দরকারের সময় দ্রুত ছুটতে পারে সেগুলো।

উত্তরে সীমান্তের দিকে যাচ্ছে ওরা। ঠিক দুপুরে পৌঁছুলো একটা গিরিসঙ্কটে।

গভীর সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট। অসংখ্য বলিরেখার মতো ভাঁজ খেয়ে খাড়া উঠে গেছে দু'পাশের পাথুরে দেয়াল। সারাটা পথ এবড়োখেবড়ো। পথে ছোটবড় অজস্র পাথরের টুকরো। চলাচল অত্যন্ত কষ্টকর।

এঁকেবেঁকে উত্তরে চলে গেছে গিরিখাত। মাইল দু'য়েক গিয়ে বেশ চওড়া হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়ে উপত্যকায় গিয়ে পড়েছে ট্রেইলটা। মেসকুইট আর ক্যাকটাস ঝোপে ঢাকা স্যাণ্ড-স্টোন। গিরিসঙ্কটের মুখে বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই। ওখানে লুকিয়ে থেকে অনায়াসে নজর রাখা যায় বাইরে।

ঘোড়া থামালো গানথার। ম্যাক্স আর সিনথিয়াকে নামতে বললো ঘোড়া থেকে। ওদের দু'জনকে পিছমোড়া করে বাঁধলো সে। অতিরিক্ত সতর্কতার জন্যে দড়ি দিয়ে একসাথে আটকে দিলো পাগুলো। ওদেরকে পাথরের ছায়ায় বসিয়ে রেখে রাইফেল হাতে চলে গেল সামনে। গিরিসঙ্কট থেকে বেরোনোর আগে নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে চায় সে।

বিশাল নীল আকাশের গায়ে গড়িয়ে নামছে আগুনের গোলা। তীব্র গরমে সেদ্ধ হয়ে যাবার দশা হয়েছে ওদের।

পাথরের ওপর ক্যাকটাসের ছায়া দীর্ঘ হলো, হালকা হলো, তারপর মুছে গেল।

বহুক্ষণ বাঁধন খোলার চেষ্টা করলো ম্যাক্স। লাভের মধ্যে মাংসের ভেতরে কেটে বসে গেল দড়ি।

হঠাৎ বালির ওপর ঘোড়ার খুরের শব্দে চমকে উঠলো ও। গিরিখাতের বাইরে থেকে আসছে শব্দটা।

চারদিক নিশ্চুপ। তার ভেতরে অসম্ভব জোরালো শোনালো রাইফেলের আওয়াজ। অটুট নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিয়ে গর্জে উঠলো রাইফেল। পরপর তিনবার, তারপর আরো তিন-বার। আর্তনাদ করে উঠলো কেউ। তারপর আবার পুরোপুরি নিস্তব্ধ হয়ে গেল জায়গাটা।

বাঁকের মুখে দেখা গেল গানথারকে। ছুটতে ছুটতে আসছে। হাতে ছুরি। ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে হাতপায়ের বাঁধন কেটে দিলো সে ওদের। সিনথিয়াকে দিয়ে আগের মতোই ম্যাক্সের হাত বাঁধার ব্যবস্থা করলো। ঘোড়াগুলোকে এক সারিতে নিয়ে ছুটতে শুরু

করলো উত্তরে।

গিরিসঙ্কট থেকে বাইরে বেরিয়েই চারটে লাশ পড়ে থাকতে দেখলো ম্যাক্স। চারজনকেই আবছাভাবে চিনতে পারলো ও।

'আউট-লগুলো তোমাকে খুব ভালোবাসে মনে হচ্ছে,' পেছন থেকে বিদ্রূপ করলো গানথার, 'চারজন এসেছিল তোমার খোঁজে। তারপর কী দশা হয়েছে দেখতেই পাচ্ছো।' মুচকি হেসে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলো সে।

গভীর রাতে একটা পরিত্যক্ত শহরে ঢুকলো ওরা। আকাশে হালকা কুয়াশায় ঢাকা ম্লান চাঁদ। নিচে শহরের বিধ্বস্ত বাড়িঘর। জন মানুষের সাড়াশব্দ নেই কোথাও। পুরোপুরি ভৌতিক শহর। মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে শিরশিরে একটা অনুভূতি বয়ে গেল ম্যাক্সের। ঘোড়ার পিঠে কুঁকড়ে গেল সিনথিয়া। দু'জনের কেউই জানে না, কোথায় এসেছে ওরা।

চওড়া রাস্তা দিয়ে শহরের মাঝামাঝি এগোলো তিনজন। নিস্তব্ধ পরিবেশে অসম্ভব কানে বাজছে ঘোড়ার খুরের শব্দ।

ক্যাঁচক্যাঁচ করে কোথায় যেন দরজা খুলে গেল একটা। চমকে ফিরে তাকালো গানথার। নাহ্, কেউ নেই কোথাও। বাতাসে নড়ছে পাল্লাটা।

একটা সেলুনের সামনে থামলো গানথার। সাইনবোর্ডটা কাত হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়। দেয়ালের এখানে-ওখানে ভেঙে গেলেও প্রায় অক্ষতই রয়েছে সেলুনটা। দেয়াল, মেঝে ধুলায় ধূসরিত। মাকড়সার জালে ভরা ছাত। মেঝেতে ফাঁকফোকর পেলেই গজিয়ে উঠেছে ক্যাকটাস আর ঘাসের জঙ্গল। খাঁ খাঁ করছে কাচবিহীন

শূন্য জানালা। কবে কারা যে বানিয়েছিল শহরটা, আর কেনই বা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে সবাই চলে গেছে, বোঝার উপায় নেই কোনো।

কেমন একটা বিষণ্ণতায় ভরে উঠলো ম্যাক্সের মন। নিজেকে পরাজিত মনে হলো ওর। পরাজয় প্রকৃতির কাছে, পরাজয় জীবনের কাছে। এই অপার্থিব পরিবেশ, ম্লান চাঁদের আলোয় পড়ে থাকা শহরের কঙ্কাল, সব মিলিয়ে বুকের ভেতরে অদ্ভুত একটা শূন্যতা।

ঘোড়া নিয়ে সেলুনের বারান্দায় উঠে এলো গানথার। সুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। বাঁধা থাকায় ওদের দু'জনকেও ঢুকতে হলো ভেতরে।

ঘোড়া থেকে ম্যাক্স আর সিনথিয়াকে নামালো গানথার। ঘোড়াগুলোকে একটা খুঁটির সাথে বেঁধে বাইরে বেরোতে বললো দু'জনকে।

বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে বাতাস। ধুলো উড়ছে। তার সাথে গড়াতে গড়াতে আসছে মৃত কাঁটাঝোপ, ঘাস। আর কতদিন বৃষ্টি, বাতাস এবং রোদের অত্যাচার সহ্য করে টিকে থাকবে শহরটা? ভাবলো ম্যাক্স, বড়জোর দু'বছর।

'চমৎকার,' খুশি হয়ে উঠলো গানথার, 'বাতাসে ট্রেইলের চিহ্ন মুছে যাবে।'

'তাতে খুশি হওয়ার কারণ দেখছি না তোমার,' বললো ম্যাক্স, 'চল্লিশজনের ওপরে লোক আছে পেড্রোর। যেখানেই থাকো না কেন, তোমাকে ঠিকই খুঁজে বের করবে সে।'

'সেটাই তো চাইছি আমি,' শব্দ করে হাসলো গানথার, 'ওরা সেটা জানে না বলে আরো সুবিধে হবে আমার।'

'নিজের শবযাত্রার জন্যে এভাবে অপেক্ষা করতে দেখিনি কাউকে।'

'শবযাত্রা কার সেটা নিজের চোখেই দেখবে। তবে কথা দিতে পারি, আমার অন্তত নয়।'

সেলুনে ফিরে এলো ওরা। স্যাডল ব্যাগ থেকে শুকনো জার্কি বের করলো গানথার। নিজের জন্যে খানিকটা রেখে বাকিটুকু এগিয়ে দিলো ম্যাক্সের দিকে।

শক্ত শুকনো মাংস। খেতে গিয়ে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল ওদের। তবু খিদের চোটে তা-ই খেলো কোনরকমে।

পানির বোতল বাড়িয়ে দিলো গানথার। ঢকঢক করে পানি খেলো সিনথিয়া। ওর পরে ম্যাক্স। খাওয়া শেষ হলে হাত-পা বেঁধে দু'জনকে কাউন্টারের এককোণে ফেলে রাখলো খুনীটা। রাইফেল হাতে বেরিয়ে গেল বাইরে। পদশব্দ শুনে বোঝা গেল, সেলুনের বাইরে ওদের যাতায়াতের সবরকম চিহ্ন ঢেকে দিতে দিতে যাচ্ছে সে। একটু একটু করে দূরে সরে গেল শব্দটা। বাইরে এখন শুধু বাতাসের হাহাকার।

'আমার জন্যেই তোমার আজ এই অবস্থা,' সহানুভূতিমাখা গলায় বললো ম্যাক্স।

'না চাইলেও তো অনেককিছু ঘটে।' অন্ধকারেও সিনথিয়ার ম্লান হাসিটা বোঝা গেল। 'কখনো ভালো আছি, কখনো মন্দ। তবু তো কিছু সুখের মুহূর্ত গেছে আমাদের। হয়তো সে-ই

আমার একমাত্র পাওয়া।'

ভাঙা জানালা গলে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ভেতরে। ধুলো বালিতে মাখামাখি দু'জনের শরীর। তবু সিনথিয়াকে স্বপ্নলোকের দেবী বলে মনে হচ্ছে ম্যাক্সের।

'হাল ছেড়ে দিচ্ছো কেন?' ওকে সাহস জোগালো ম্যাক্স। 'সব তো শেষ হয়ে যায়নি। এখনো তো বেঁচে আছি আমরা।'

'শেষ হয়নি, কিন্তু হবে,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সিনথিয়া। বোঝাই যায়, আশা ছেড়ে দিয়েছে ও। কি হলো না হলো তাতে কিছুই আর এসে যায় না ওর। 'গানথার নিয়ে যাবে তোমাকে, মেরে ফেলবে। নয়তো পেড্রো যখন আসবে তখন মরতে হবে। ভবিষ্যৎ বলে কি থাকছে আমাদের বলো?'

'কিন্তু বেঁচে থাকার চেষ্টা করাটাই মানুষের কাজ, অন্তত আমি তা-ই মনে করি।'

প্রায় কান্নার মতো শোনালো সিনথিয়ার গলা, 'কিছু জানি না আমি, কিছু জানি না। বড় ক্লান্ত আমি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে গেল ও।

অন্ধকারে চারপাশে নজর বুলাতে চেষ্টা করলো ম্যাক্স। দাঁতে দাঁত চেপে বসেছে ওর। ক্রোধের আগুন ছড়িয়ে গেছে সারা শরীরে। সিনথিয়ার জন্যে কষ্টে ভরে উঠেছে মন।

দূরে, সেলুনের কোণে ঘোড়া তিনটে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো কারণে ভয় পেয়েছে ওরা। অস্থিরভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছে আর পা ঠুকছে মেঝেয়।

মুক্তির উপায় খুঁজছে ম্যাক্স। ঘোড়ার পিঠে রয়ে গেছে ওর

মেডিক্যাল ব্যাগটা। অপারেশনের ছুরি রাখা আছে ওতে। ছুরিটা পেলে মাখনের মতো কেটে ফেলা যেত হাতের বাঁধন। কিন্তু পিছমোড়া অবস্থায় ব্যাগ নামানো, ব্যাগ খুলে ছুরি বের করা অসম্ভব মনে হলো ওর কাছে। ব্যাগের চিন্তা বাদ দিয়ে অন্য কিছুর কথা ভাবতে চেষ্টা করলো।

হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো সম্ভাবনাটা মাথায় এলো ওর। ধুলোভর্তি মেঝের ওপর দিয়ে গড়াতে শুরু করলো সঙ্গে সঙ্গে। বারের কাছে এসে থামলো। এরই মধ্যে ধুলোবালি লেগে ভূতের মতো চেহারা হয়েছে ওর।

খালি ব্যারেলের ওপর তক্তা পেতে বানানো বার কাউন্টার। সামনের দিকে পাতলা কাঠের আবরণ। অসংখ্য ফুটোফাটা তাতে। বুটের গুঁতোয় আর সময়ের অত্যাচারে ওগুলোর এই দশা।

হাঁটু ভাজ করে জোড়া পায়ে লাথি মারলো ম্যাক্স। মুড়মুড় করে নরম কাঠের ভেতরে পা ঢুকে গেল ওর। চোখা দু'একটা টুকরো পায়ে বিঁধলেও গ্রাহ্য করলো না। ফাঁক গলে গড়িয়ে গড়িয়ে কাউন্টারের পেছনে তাকের কাছে পৌছুলো।

পাশের দিকে সরে গিয়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে বসলো ম্যাক্স। তাকের গায়ে হেলান দিয়ে সজোরে ধাক্কা দিলো তাকে। টুংটাং শব্দ হতেই খুশি হয়ে উঠলো ও। সর্বশক্তি দিয়ে ফের ধাক্কা দিলো। বার তিনেক চেষ্টার পরই গড়িয়ে পড়লো খালি একটা মদের বোতল। ঝনঝন করে শব্দ হলো কাঁচ ভাঙার।

হাতড়ে হাতড়ে পছন্দ সই একটা টুকরো তুলে নিলো ম্যাক্স।

গড়িয়ে ফিরে এলো সিনথিয়ার কাছে।

ঝিমিয়ে পড়েছিল সিনথিয়া। ডাকতেই চমকে উঠলো। কাচের টুকরোটা কোনমতে ওর হাতে ধরিয়ে দিলো ম্যাক্স। 'ভাঙা কাচ,' বললো ও, 'শক্ত করে ধরে দড়িটা কাটতে থাকো।'

কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিলো ম্যাক্সের যে শিউরে উঠলো সিনথিয়া। শক্ত করে চেপে ধরলো টুকরোটা।

পরস্পরের দিকে পিঠ দিয়ে শুয়ে আছে ওরা। একটু একটু করে বাঁধন কাটছে সিনথিয়া। এমন অসম্ভব ক্লান্ত ও যে মাঝে মাঝেই ঝিমিয়ে পড়ছে। ম্যাক্সের ডাকে চমকে উঠে ফের শুরু করছে কাজ। অনেকবার ম্যাক্সের হাতের ওপরেই পোঁচ দিয়ে ফেলেছে ও।

ঘণ্টাখানেক লাগলো ম্যাক্সের পুরোপুরি বাঁধনমুক্ত হতে। এর মধ্যে হাতদু'টো ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে ওর। রক্তে মাখামাখি কব্জির কাছটা। পাত্তাই দিলো না। পায়ের বাঁধন খুলে রক্ত চলাচলের জন্যে বসে নিলো জায়গাটা।

ঘোড়াগুলোর কাছে পৌছুলো ম্যাক্স। ভয় পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলো জন্তুগুলো। পিঠ চাপড়ে ওদের শান্ত করলো ম্যাক্স। মেডিক্যাল ব্যাগটা নিয়ে ফিরে এলো সিনথিয়ার কাছে। হাতড়ে হাতড়ে ছুরি বের করে সিনথিয়ার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিলো।

ব্যাগ থেকে ওষুধ, তুলো আর ব্যাণ্ডেজ বের করলো ম্যাক্স। তুলোয় ওষুধ লাগিয়ে পরিষ্কার করলো ক্ষতগুলো। ব্যাণ্ডেজ করে ওষুধপত্রগুলো রেখে দিলো ব্যাগে। খুঁজেপেতে সাত-আটটা গুলি

বের করলো। সতর্কতার জন্যে সব সময় কিছু গুলি ও রেখে দেয় ব্যাগে।

রাইফেলে গুলি ভরে উঠে দাঁড়ালো ম্যাক্স। 'ঘরের ভেতরে থাকবে,' চাপা স্বরে সিনথিয়াকে নির্দেশ দিলো ও, 'নিরাপদ না বুঝে বেরোবে না বাইরে।'

'তাহলে আজীবন এখানেই থাকতে হবে আমাকে,' ক্লান্ত, অলস কণ্ঠে বললো সিনথিয়া।

'মানে?'

'মানে, কোনদিন নিরাপদ হতে পারবো না আমরা। কোনদিন না, কোনভাবেই না।' হাহাকারের মতো শোনালো সিনথিয়ার গলা, 'সবসময়ই কেউ না কেউ লেগে থাকবে তোমার পেছনে। ভাড়াটে খুনী, নয়তো অন্য কেউ। চাইলেও অতীতকে মুছে ফেলতে পারবে না তুমি। আর বেঁচে থাকতে হলে একটার পর একটা খুন করে যেতে হবে তোমাকে। যেখানেই যাই না কেন, এই দুর্ভাগ্য পিছু ছাড়বে না আমাদের।'

'হয়তো ভাগ্য বদলাতে পারবো আমরা,' মৃদু কণ্ঠে বললো ম্যাক্স। নিজের কানেই বিশ্বাসযোগ্য শোনালো না কথাটা। 'ক্যালিফোর্নিয়া কিংবা পূর্ব উপকূলের দিকে গিয়ে নতুন করে শুরু করতে পারি সব। ওখানে কেউ চেনে না আমাদের। ওখানে গিয়ে নাম বদলে নেবো। বার্কার আর খোঁজ পাবে না আমার।'

'চলো ঘোড়াগুলো নিয়ে পালিয়ে যাই এখান থেকে,' ভয়ার্ত, ব্যগ্র গলায় বললো সিনথিয়া। 'কোনো ঝামেলায় যাবার দরকার নেই আর।'

'তা হয় না, সিনথিয়া,' দরজার কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়ালো ম্যাক্স। 'ওকে খুন না করলে পিছু ছাড়বে না।' কথাটা বলতে গিয়ে সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করলো ও, ক্ষয়ে ক্ষয়ে ঝরে যাচ্ছে ওদের স্বপ্নমাখা ভবিষ্যৎ।

'ওকে মারবে। ওর পর আরেকজন আসবে, তাকে মারবে। তারপর আরেকজন আসবে, তাকেও।' প্রায় কান্নার মতো শোনালো সিনথিয়ার গলা। নিচু, অস্পষ্ট। বাতাস প্রায় ঢেকে দিলো ওর কণ্ঠস্বর। 'তোমার সাথে যে লাগতে যাবে, তাকেই। উইলি…।'

'কিন্তু আমি ওকে মারিনি,' প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলো ম্যাক্স। 'উইলিই এসেছিল লড়াই করতে। পেদ্রো খুন করেছে ওকে।'

'কিন্তু তুমি ওখানে না এলে ওকে এভাবে মরতে হতো না। আজ আমাদের এ-অবস্থা হতো না।' শেষের দিকে ওর কথাগুলো প্রায় শোনাই গেল না।

নিঃশব্দে সেলুন থেকে বেরিয়ে এলো ম্যাক্স। বুকের ভেতরটা কেমন যেন খালিখালি লাগছে ওর। হাহাকারধ্বনি বেরিয়ে আসতে চাইছে গলা দিয়ে। আকাশের দিকে তাকালো ও। মেঘে ঢাকছে ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ। কান্না হয়ে টুপ করে ঝরে পড়লো এক ফোঁটা বৃষ্টি। ফিস্‌ফিস্ করে উচ্চারণ করলো ম্যাক্স, 'তুমি ঠিকই বলেছো, সিনথিয়া। আমিই সব কিছুর জন্যে দায়ী।' দ্রুত পায়ে সামনে এগিয়ে গেল ও। থিরথির করে কাঁপছে ঠোঁট-জোড়া। রাইফেলের ওপর সাঁড়াশির মতো চেপে বসেছে আঙুল।

দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলো ও, 'গানথার, গানথার...'

অন্ধকারে হারিয়ে গেল ম্যাক্স। পেছনে, অন্ধকারে, নিঃশব্দে ঝরে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে ওর এতোদিনের গড়ে তোলা স্বপ্ন সৌধ।

পনেরো

পা টিপে টিপে এগোচ্ছে ম্যাক্স। মনের ভেতরে শীতল, অসম্ভব শীতল একটা ক্রোধ ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। কোনো তাড়া-হুড়োর ভাব নেই ওর মধ্যে। পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে কোনো সন্দেহ, কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই মনে। যে রক্তাক্ত অতীতকে ও ভুলতে চেয়েছিল, সেটা ভুলতে দিলো না ওই একটিমাত্র লোক। তার সাথে দেনাপাওনা চুকিয়ে ফেলতেই যাচ্ছে ও।

ভোর হচ্ছে। দিগন্তে তার পূর্বাভাস। আরো জোরালো হয়ে উঠেছে বাতাস। ধুলো আর মেঘ মিলে প্রাণপণে ঠেকাতে চাইছে ভোরকে।

রাস্তার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে একটা দোকান। বাতাসে কোথাও বাড়ি খাচ্ছে খোলা দরজার পাল্লা। প্রাণপণে প্রতিবাদ জানাচ্ছে মরচে ধরা কবজা।

ক্যাচক্যাচ শব্দে দরজা খুলে গেল কোথাও। ঝট্ করে রাইফেল তুললো ম্যাক্স। ছায়ায় ছায়ায় নিঃশব্দে এগোলো শব্দ লক্ষ্য

করে। ধুলো থেকে চোখ বাঁচাতে হ্যাটটা অনেকখানি টেনে দিয়েছে মুখের ওপর।

চাঁদ ডুবে গেছে। গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেছে রাত। রাস্তার শেষ প্রান্তেও দৃষ্টি পৌঁছোয় না এখন। ভোর হবে। জন্ম হবে নতুন দিনের। তাই যেন যন্ত্রণাকাতর প্রকৃতি। থমকে গেছে সব।

কোথাও ওত পেতে থাকতে পারে গানথার, ভাবছে ম্যাক্স। সামনে শক্ত দেয়াল কিংবা চমৎকার কোনো আড়াল আছে এমন জায়গাই বেছে নেবে সে। কিন্তু ধুলোর জন্যে দূর থেকে কিছুই ঠাহর করার উপায় নেই। ঝুঁকিটা নিতেই হলো ম্যাক্সের। প্রত্যেকটা বাড়িঘর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে করতে এগোলো ও।

সেলুনের দক্ষিণে সবক'টা কাঠামো খালি। একেবারে ঝুরঝুরে। কি করে যে টিকে আছে এখনো সেটাই আশ্চর্যের।

উত্তরে এগোলো ম্যাক্স। বড়সড় একটা দোকান, হাট করে খোলা দরজা। ভেতরে ভাঙাচোরা আসবাবপত্রের স্তূপ। পেছনে বিস্তীর্ণ তৃণভূমির আভাস।

দোকানের কোণে পৌঁছে থামলো ম্যাক্স। তীক্ষ্ণ চোখে দেখার চেষ্টা করলো সামনে।

রাস্তার ঠিক উল্টোপাশেই একটা বাড়ির বিশাল কাঠামো। দোতলা বাড়ি। সম্ভবত হোটেল ছিলো ওটা। মোটামুটি অক্ষতই আছে। রাস্তার দিকে ঠেলে এসেছে দোতলার ব্যালকনি। ব্যালকনির এককোণে ভাঙা কিছু খাট-টেবিল জড়ো করা। এক নজর

দেখেই বুঝলো ম্যাক্স, অ্যামবুশ পাতার জন্যে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না। ওখানেই লুকিয়ে আছে গানথার।

হঠাৎ জোরালো হয়ে উঠলো বাতাস। মাথা সমান ধুলির ঢেউ ধেয়ে এলো সামনে থেকে। সাথে সাথে সুযোগটা কাজে লাগালো ম্যাক্স। একটু কুঁজো হয়ে একছুটে রাস্তা পেরিয়ে চলে এলো ব্যালকনির নিচে। দরজা-জানালার বাড়ি খাওয়ার শব্দের নিচে চাপা পড়ে গেল ওর পায়ের আওয়াজ।

দমকা হাওয়া থিতিয়ে যেতেই ক্ষীণ একটা শব্দ কানে এলো ওর। প্রথমে অত্যন্ত মৃদু শোনালো, তারপর একটু জোরে। তারপর আবার, সেই সাথে ঝোড়ো বাতাসের গর্জন। মনের ভুল, ভাবলো ম্যাক্স। কিন্তু একটু পরেই ঘোড়ার খুরের শব্দ পেয়েই তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকলো সামনে। ধুলোর ভেতর দিয়ে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ গজের বেশি দৃষ্টি চলে না।

হঠাৎ করে ফুটে উঠলো একদল অশ্বারোহীর অবয়ব। ওপরে ব্যালকনি থেকে সাথে সাথে গর্জে উঠলো একটা রাইফেল। চোখের কোণ দিয়ে আলোর আভাস পেলো ম্যাক্স। গানথারের অবস্থান পরিষ্কার বুঝতে পারলো। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে রাইফেলের নল।

সামনে থেকে চিৎকার করে উঠলো কেউ। একসাথে গর্জে উঠলো চারটে আগ্নেয়াস্ত্র।

খোলা দরজা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিলো ম্যাক্স। ভেতরে ঢুকেই গড়িয়ে সরে গেল দেয়ালের আড়ালে।

চারজন এসেছে ওরা। গানথারের অবস্থান বুঝেও কোন-

রকম সতর্কতার ধার ধারছে না। সবার সামনে পেদ্রোকে চিনতে পারলো ম্যাক্স। তার পেছনে হার্নান্দো। ওদের পেছনে আরো দু'জন আউট-ল। হঠাৎ কেঁপে উঠলো একজন। প্রাণপণে চেষ্টা করলো ঘোড়ার পিঠে টিকে থাকতে। পারলো না। গড়িয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে গুলি ছুঁড়লো একবার।

পেদ্রোর হাতের পীসমেকার অগ্নিবর্ষণ করলো ব্যালকনির দিকে। ওপর থেকে উত্তর দিলো উইনচেস্টার রাইফেল। ছিটকে বাঁ পাশে চলে গেল একজন মেক্সিকান। ধড়াস করে আছড়ে পড়লো মাটিতে। দু'টো ডিগবাজি দিয়ে বারান্দায় উঠে এলো সে। মুখের বামপাশটা একেবারে নেই হয়ে গেছে লোকটার। এক চোখে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে সামনে। কলকল করে রক্ত নেমে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে মাটি।

রাইফেল কক্ করলো ম্যাক্স। দৃষ্টি ফেরালো ঘরের ভেতরে। ওর অনুমান ঠিক। একটা হোটেল ছিলো এটা। ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ভাঙা টেবিল-চেয়ার। কোণের দিকে কাউন্টার। ঘরের এক পাশ থেকে বাঁকা হয়ে উঠে গেছে সিঁড়ি। ধূলিমলিন শতছিন্ন কার্পেট পাতা সিঁড়িতে। জানালা দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছে ভেতরে। সে আলোয় কার্পেটের উপর জ্বলজ্বল করছে পায়ের ছাপ।

দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো ম্যাক্সের মাথায়। ক্রোধে ঘোলাটে হয়ে উঠলো চোখের দৃষ্টি। গলা দিয়ে গরগর আওয়াজ বেরোচ্ছে। মনের ভেতরে লুকিয়ে থাকা পশুটা তার সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। মানুষের সমস্ত সুকুমার

অনুভূতি এক নিমেষে মুছে গেল ওর মন থেকে। এখন ও হিংস্র পশু ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাইরে তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে। ঝনঝন করে কাচ ভাঙলো কোথাও। সিঁড়ি দিয়ে এক ছুটে দোতলায় উঠে এলো ম্যাক্স।

সিঁড়ির মাথায় ছোট্ট, করিডর। ডানপাশে আর সামনে দরজা। সামনের দরজাটা হাট করে খোলা। একটা পাল্লা প্রায় খুলে এসেছে কবজা থেকে। বাঁকা হয়ে ঝুলছে চৌকাঠের সাথে। দরজার পরে ঘর। ঘরের শেষ মাথায় ব্যালকনির একটুখানি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

এক লাথিতে ডানদিকের বন্ধ দরজা খুলেই ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাক্স। গড়িয়ে বাইরের দিকের দেয়ালের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো। ঘরের শেষ মাথায় নিচু জানালা। মেঝের সাথে প্রায় লাগানো। ইচ্ছে করলে জানালা দিয়েই অনায়াসে ব্যালকনিতে যেতে পারে যে কেউ।

পা টিপে টিপে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো ম্যাক্স। মাথা নিচু করে রাইফেল বাগিয়ে ধরে ঝাঁপ দিলো সামনে। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো ও। হাঁটুর নিচে মুড়মুড় করে ভাঙলো কাচের টুকরো। গেঁথে গেল কয়েকটা। টেরই পেল না ম্যাক্স। বোধশক্তি ভোঁতা হয়ে গেছে ওর।

পড়ার সাথে সাথে পুরো ব্যালকনি কাভার করে ফেললো ও। কিন্তু ব্যালকনিতে নেই গানধার।

মাথা উঁচু করলো ম্যাক্স। ধুলোর ঘূর্ণির ভেতরে আবছাভাবে

দেখা গেল গানথারকে। রাস্তা ধরে উল্টোদিকে ছুটছে। রাইফেল তুলেই গুলি করলো ম্যাক্স। চোখও রাখলো না সাইটে। ঘট্ করে কাঠের দেয়ালে গুলি বেঁধার আওয়াজ পেলো ও। ধুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল গানথার।

ব্যালকনির শেষ প্রান্তে ছুটে গেল ম্যাক্স। রাস্তায় চিৎকার করে উঠলো কেউ। তার পরপরই শব্দ হলো গুলির। ম্যাক্সের মুখের ইঞ্চিখানেক দূরে দেয়াল ফুটো করলো গুলিটা। সাথে সাথে প্রত্যুত্তর দিলো ম্যাক্সের রাইফেল। মরণ আর্তনাদ শোনা গেল লোকটার। পেছন থেকে চিৎকার করে নিজের লোকদের নির্দেশ দিচ্ছে পেদ্রো। হার্নান্দো আর আরেকজনকে নিয়ে ছুটছে যেদিকে অদৃশ্য হয়েছে গানথার।

হঠাৎ একটা ঘরের ছাতে দেখা গেল গানথারকে। লাফ দিয়ে পাশের ছাতে নামতে যাচ্ছে।

গানথারের পিঠ বরাবর রাইফেল তাক করলো ম্যাক্স। চিৎকার করে ডাকলো ওকে, 'গানথার!' অপরিসীম ক্রোধে গলাটা কেঁপে গেল ওর।

চোখের পলকে এক পাশে কাত হলো গানথার। সেই সাথে রাইফেল ঘুরিয়ে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লো। অসম্ভব টার্গেট, তবু প্রায় সফল হতে যাচ্ছিলো সে।

গুলির আভাস পেয়েই সরে গেল ম্যাক্স। ফলে হাত কেঁপে গেল ওর। একটু আগে গানথার যেখানে ছিলো তার ফুট খানেক দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা।

লাফ দিয়ে রেলিং টপকালো ম্যাক্স। ঝাঁপ দিয়ে পড়লো পাশের

ছাতে। বেশ অনেকটা নিচে ছাত। চাপ পড়তেই মড়াৎ করে পচা কাঠ ভেঙে উরু পর্যন্ত ভেতরে ঢুকে গেল ওর। হুমড়ি খেয়ে পড়লো ও। হাত থেকে প্রায় ছুটে গিয়েছিল রাইফেলটা, কোনমতে আঁকড়ে ধরে রাখলো। টেনেহিঁচড়ে মুক্ত করলো পা-টাকে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানালো গোড়ালি কিংবা হাড় ভাঙেনি দেখে। সাবধানে ছাতের শেষ প্রান্তে সরে এসে লাফ দিলো। ঝুপ করে নামলো রাস্তায়।

সামনেই ভাঙাচোরা আস্তাবল। ওদিকেই গেছে গানথার। খ্যাপার মতো আস্তাবলে ঢুকলো ম্যাক্স। ভেঙে পড়া ছাত আর খুঁটির জঞ্জালের ভেতর তন্নতন্ন করে খুঁজলো গানথারকে। নেই।

ফিরে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো ও। হঠাৎ এক ঝটকায় খুলে গেল আস্তাবলের পেছনের দরজাটা। দরজায় দাঁড়িয়ে একজন মেক্সিকান। মাথায় চওড়া কিনারাওয়ালা মেক্সিকান হ্যাট, মুখে রুমাল বাঁধা। দু'হাতে দু'টো পয়েন্ট ফোর ফোর রেমিংটন ফ্রন্টিয়ার রিভলভার। ম্যাক্সের উদ্দেশে কিছু বলেই চাপ দিলো ট্রিগারে।

যে ভুলের জন্যে গানথারকে মারতে পারেনি ম্যাক্স, মেক্সিকান আউট ল-র সেই একই ভুলের জন্যে বেঁচে গেল ও। দরজা খোলার আওয়াজ পেয়েই ও ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কথা বলতে গিয়ে মূল্যবান একটা সেকেণ্ড নষ্ট করলো লোকটা। রিভলভার দু'টো বুকের দিকে তাক করতে দেখেই ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ঝাঁপ দিলো ম্যাক্স। আপনা থেকেই ওর রাইফেল উঠে গেল লোকটার দিকে, চাপ পড়লো ট্রিগারে।

আলোর ঝলকানিতে প্রায় অন্ধ হয়ে গেল ম্যাক্স। গরম হল্কা অনুভব করলো গালের পাশে। আধ সেকেণ্ডের জন্যে চেতনা হারালো। মাটিতে পড়েই সরে গেল এক পাশে।

বুকের ওপর দিয়ে দু'টো গানবেল্ট আড়াআড়িভাবে চলে গেছে লোকটার। যেখানে মিলেছে ঠিক তার নিচেই ছোট্ট একটা ছিদ্র তৈরি হয়েছে। দেখতে দেখতে কালো হয়ে গেল ছিদ্রের চারপাশ। বুলেটের ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে দেয়ালের সাথে বাড়ি খেলো লোকটা। কয়েক মুহূর্ত আটকে থাকলো সেখানে। তারপর হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার। আস্তে করে বসে পড়লো মাটিতে। কিছু বলতে চাইলো। ঘড়ঘড় শব্দ উঠলো গলায়। একটু কেঁপে উঠলো দেহ। আস্তে করে কাত হয়ে গেল ঘাড়।

উঠে বসলো ম্যাক্স। দু'হাতে চোখ ডলছে ও। প্রায় ঝলসে গেছে ওর চোখজোড়া।

'একদম নড়াচড়া করবে না, সিনর,' শীতল কণ্ঠ শোনা গেল পেদ্রোর।

কলজেটা লাফ দিলো ম্যাক্সের। শক্ত হয়ে উঠলো শরীর। খুট্ করে হ্যামার টানার শব্দ কানে এলো। ওর পেছনে এসে থামলো পদশব্দ।

'রাইফেলের কথা মন থেকে মুছে ফেলে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াও।'

স্পেনসারটা মেঝেয় রেখে সোজা হলো ম্যাক্স। ঘুরে দাঁড়ালো। ওর সামনে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে পেদ্রো। হাতে চকচক করছে কোল্ট পীসমেকার।

'ব্যাপারটা এভাবে শেষ হচ্ছে বলে দুঃখ লাগছে, সিনর।' আগের মতোই শান্ত আত্মবিশ্বাসে ভরা পেদ্রোর গলা, 'তোমাকে সত্যি সত্যি পছন্দ করতে শুরু করেছিলাম।'

'গানথার কোথায়?' প্রশ্ন করলো ম্যাক্স। প্রায় উন্মাদ ও এখন। গানথারকে খুন করার পথে সমস্ত বাধাকে যে-কোনো মূল্যে দূর করতে বদ্ধপরিকর। সুযোগ খুঁজছে পেদ্রোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার।

ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে দু'পা পিছিয়ে গেল পেদ্রো। জিজ্ঞেস করলো, 'সেই লোকই তাহলে বের করে এনেছে তোমাকে?'

মাথা ঝাঁকালো ম্যাক্স।

'দশজন লোক মারা গেছে আমার,' গম্ভীর স্বরে বললো পেদ্রো, 'তোমার সাহায্য ছাড়া কাজটা সম্ভব ছিলো না তার পক্ষে।'

'মেয়েটা ছিলো ওর রাইফেলের ডগায়,' কর্কশ শোনালো ম্যাক্সের কণ্ঠস্বর। টানটান হয়ে উঠেছে ওর শরীর। হাজার ঝুঁকি থাকলেও পেদ্রোর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছে।

'সত্যিই খারাপ লাগছে আমার।' মাথা নাড়লো আউট-ল চীফ। ম্যাক্সের ওপর থেকে একবারের জন্যেও চোখ সরায়নি সে। 'তুমি আর আমি প্রায় একই ধরনের লোক। অন্তত আত্ম-সম্মান বোধের ব্যাপারে। নিজের সম্মানহানি হয় এমন কিছু রোধ করতে প্রাণ বাজি ধরতেও পিছ পা নই। সেজন্যেই খুন করতে হচ্ছে তোমাকে। পাইড্রাস কিংবা টাকাসের ঘটনার জন্যে তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি আমি। তোমার সম্মানের সাথে জড়িত ছিলো

সেটা।'

'ঠিকই বলেছো,' বললো ম্যাক্স, 'প্রত্যেকেরই উচিত তার কর্তব্যটুকু পালন করা। মানুষ হিসেবে তার বেঁচে থাকার জন্যেই দরকার সেটা।'

'এক সময় তার মৃত্যুও দরকার,' হাসলো পেদ্রো, 'তার কাজের জন্যে। আমার অনেক লোককে খুন করেছো তুমি। সবার সামনে মাথা হেঁট করে দিয়েছো আমার। এজন্যে তোমাকে ক্ষমা করতে পারলাম না, সিনর। হার্নান্দো হলে ফের আস্তানায় নিয়ে যেতো তোমাকে। কষ্ট দিয়ে তিলে তিলে মারতে তোমাকে। কিন্তু আমি করবো না সেটা। খুব দ্রুত মৃত্যু হবে তোমার।'

আস্তে করে হাত তুললো পেদ্রো। চকচক করে উঠলো কোল্টের কালো নল। লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ম্যাক্সের হৃৎপিণ্ডের দিকে।

'আমি দুঃখিত, সিনর,' গলাটা ভারী হয়ে এলো পেদ্রোর, 'সত্যি দুঃখিত।'

কানে তালা ধরিয়ে দিলো বিস্ফোরণের শব্দ। কাঁপতে কাঁপতে আওয়াজটা বয়ে গেল শহরের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এক-মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, স্তব্ধ হয়ে গেছে সবকিছু। বাঁ পাশে গড়িয়ে গেল ম্যাক্স।

কেঁপে উঠলো পেদ্রো। টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল কিছুটা। হাতের পীসমেকার কাঠের দেয়ালে আগুন ঝরালো একবার। নিজের বুকের দিকে তাকালো সে। ছোট্ট ছিদ্র থেকে ঝর্ণার মতো বেরিয়ে আসছে উষ্ণ রঙিন অমিত যৌবন। বুকে হাত চাপা

দিলো পেদ্রো। কালো, পিচ্ছিল হয়ে উঠলো আঙুলগুলো। মুখ তুলে ম্যাক্সের দিকে তাকালো শেষবারের মতো। দু'চোখে অসীম বেদনা। কান্নার মতো হাসি ঝরে পড়লো ওর। শুধু বললো, 'তাহলে সব শেষ হয়ে গেল?'

টুপ করে হাত থেকে পিস্তলটা খসে পড়লো পেদ্রোর। আস্তে আস্তে ভাঁজ হয়ে এলো হাঁটু। পতন ঠেকাতে দু'হাত রাখলো মাটিতে। প্রাণপণ চেষ্টা করলো মাথা সোজা রাখতে। পারলো না। কনুই বাঁকা হয়ে গেল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাটি। তার ভেতরই লুটিয়ে পড়লো পেদ্রো।

অব্যক্ত একটা যন্ত্রণা পুরু ভারী লেপের মতো ঢেকে ফেলছে পেদ্রোর সমস্ত শরীর। দম আটকে আসছে তার। চোখের সামনে ভেসে উঠলো ফসল ভরা মাঠ। দ্রুত সরে যাচ্ছে আলো, ক্রমাগত কেঁদে যাচ্ছে কে যেন। নিঃশব্দে ফুটে উঠলো খানিকটা আকাশ এবং এক টুকরো রঙিন মেঘ।

শেষ ঘুমের ঢেউয়ে ভেসে যাবার আগে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলো পেদ্রো। হাত বাড়াতে চাইলো পিস্তলের দিকে। শুধু একটুখানি কাঁপলো আঙুলগুলো। মন দিয়ে স্মৃতিকে জীবন্ত করা যায়, আত্মাকেও—কিন্তু দেহকে?

রাইফেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাক্স।

'নড়াচড়া করতে গেলে একটা গুলি পাওনা হবে তোমার।' পেছনের দরজা দিয়ে দৃঢ় পায়ে ভেতরে ঢুকলো গানথার। হাতের রাইফেলের নল দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে এখনো। 'বুঝলাম না কি করে ছাড়া পেলে তুমি। এখন একটা মাত্র গুলি এক হাজার

ডলার থেকে বঞ্চিত করতে পারে আমাকে। তবে দরকার পড়লে সে ক্ষতি স্বীকার করে নিতে আপত্তি নেই আমার।'

বরফের মতো জমে গেল ম্যাক্স। ওর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে পেড্রোর কাছে এগিয়ে গেল গানথার। পা দিয়ে ওল্টালো লাশটা। এক লাথিতে লাশের কাছে পড়ে থাকা পীসমেকারটা সরিয়ে দিলো দূরে।

'একটা বুলেটেই কাজ হয়েছে দেখা যাচ্ছে।' হাসলো গানথার। তারপরই কড়া গলায় নির্দেশ দিলো, 'রাইফেল ফেলে দাও।'

হাতহু'টো নিশপিশ করছে ম্যাক্সের। শুধু একবার, একবার শুধু খুনীটার কণ্ঠনালী যদি চেপে ধরতে পারে ও। তারপর মরণ আসে তো আসুক।

ডানহাতে নল ধরে বাঁ হাত রাখলো রাইফেলের বাঁটে। প্রায় একই সাথে তিনটে জিনিস ঘটলো।

বাইরে প্রায় ঝড়ে পরিণত হয়েছে বাতাস। হঠাৎ গোঁ গোঁ শব্দ তুলে ছুটে এলো ঝোড়ো হাওয়া। সাথে ঝেঁটিয়ে আনছে যত ধুলোবালি। পাক খেতে খেতে ঘূর্ণির আকৃতি নিলো ধুলোর মেঘ। যেখানে বাধা পাচ্ছে সেখানেই সমস্ত আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আস্তাবলের খোলা পাল্লায় ধাক্কা খেয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়লো ঘূর্ণি।

রাইফেল তুলে গুলি করার আগেই বার তিনেক ফুটো হয়ে যাবে জেনে সে ঝুঁকি নিলো না ম্যাক্স। বাঁ হাতের এক ধাক্কায় রাইফেলটাকে তুলে ফেললো শূন্যে। ডানহাতে নল ধরে বর্শার

মতো ছুঁড়ে দিলো সামনে। একই সাথে মাথা নিচু করে ডাইভ দিলো সরাসরি। ডিগবাজি খেয়ে সোজা হওয়ার মুহূর্তে ঝট করে সোজা করলো পা।

সোজা গানথারের বুকে গিয়ে ধাক্কা মারলো স্পেনসারটা। কেঁপে উঠে এক পা পিছিয়ে গেল সে। কড়াৎ করে গর্জে উঠলো উইনচেস্টার। একই সাথে পেটে প্রচণ্ড লাথি খেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়লো গানথার।

ধুলোর ভেতরে তাকানো যায় না, তবু চোখের পাতা একটুখানি খুলে গানথারের অবস্থানটা বুঝে নিলো ম্যাক্স। লাফিয়ে উঠে এলো গানথারের বুকের ওপর। সর্বশক্তি দিয়ে ঘুসি মারলো চোয়ালে।

কঁকিয়ে উঠলো গানথার। হাত বাড়ালো কোমরে ঝোলানো রিভলভারের উদ্দেশে। মতলব টের পেয়েই ওর কবজি চেপে ধরলো ম্যাক্স। মোচড় দিলো প্রাণপণে। সাথে সাথে একপাশে কাত হয়ে গেল গানথার। ফলে কোমরে ঝোলানো হু'নম্বর রিভলভারটা চাপা পড়লো শরীরের নিচে।

হাত বন্ধ বলে মাথা ব্যবহার করলো ম্যাক্স। গুঁতো দিলো গানথারের নাকে। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠলো গানথার। অন্ধের মতো বাঁ হাতে ঘুসি ছুঁড়লো ম্যাক্সের মুখ লক্ষ্য করে।

চট করে মুখ সরিয়ে নিয়েই উঠে দাঁড়ালো ম্যাক্স। হ্যাঁচকা টান দিলো গানথারের হাতে। উপুড় হয়ে গেল গানথার। মনের সমস্ত বেদনা আর ক্রোধ একত্রিত করে তার পাঁজরে প্রচণ্ড লাথি কষলো ম্যাক্স।

'হুঁক' করে শব্দ বেরোলো গানথারের মুখ দিয়ে। যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে উঠলো সে। বুকে আটকে থাকা বাতাসটুকু বেরিয়ে গেল ভুশ্‌ করে। ঝাঁপিয়ে পড়লো ম্যাক্স।

কোমরের দিকে হাত বাড়িয়েছিল গানথার। তার আগেই তার হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করে ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিলো ম্যাক্স। একবারে নয়, যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে খুনীটাকে শেষ করবে ও। শূন্য হোলস্টারে হাত পড়তেই শিউরে উঠলো গানথার। সাথে সাথে হাত বাড়ালো অন্য রিভলভারের উদ্দেশে।

কনুই ভাঁজ করে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে গানথারের পেটের ওপর নামিয়ে আনলো ম্যাক্স। নরম মাংসের ভেতরে বসে গেল কনুই। জবাই করা পশুর মতো আওয়াজ বেরোলো গানথারের গলা দিয়ে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল সে। তার কোমর থেকে দ্বিতীয় রিভলভারটা নিয়ে প্রথমটার কাছে পাঠিয়ে দিলো ম্যাক্স। সরে এলো কিছুটা।

উপুড় হলো গানথার। চার হাতপায়ে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে সে। বুটসুদ্ধ ম্যাক্সের পা এসে সজোরে আঘাত করলো ওর ঠোঁটের ওপরে। সামনের গোটাতিনেক দাঁত ছিটকে বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। পুরোপুরি শূন্যে উঠে গেল গানথারের শরীর। মাটিতে পড়ার আগেই ঘুসিতে নাকের নরম হাড়টা ভাঙলো তার। গলগল করে রক্ত এসে ভরে দিলো মুখ। দু'হাতে মুখ ঢেকে গুঙিয়ে উঠলো সে। ঠোঁটটা ছিঁড়ে প্রায় ঝুলে পড়েছে। সারা মুখ ক্ষতবিক্ষত, বীভৎস।

কাচ ভাঙার আওয়াজ পেলো গানথার। একজোড়া পদশব্দ এগিয়ে এলো। হঠাৎ গলার কাছে তীব্র ব্যথা শুরু হলো ওর। ব্যথাটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো সারা শরীরে। মনে হলো, দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো শরীর জুড়ে। বুকের ভেতরে সাতসাগরের তৃষ্ণা। ঠোঁট শুকিয়ে কাঠ। লম্বা করে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করলো সে। ঘড়ঘড় শব্দ উঠলো গলার ভেতরে। ছেঁড়াখোড়া শ্বাসনালী থেকে রক্তের বুদ্‌বুদ্‌ বেরিয়ে এলো। বুকের ভেতরটা আকুলি বিকুলি করছে বাতাসের জন্যে। হাপরের মতো ফুলে উঠেছে বুক। ভেতরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে যেন কেউ।

চিৎ হয়ে পড়ে গেল গানথার। ভোর হচ্ছে। উষার প্রথম আলোয় সামনে দাঁড়ানো ম্যাক্সকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। ম্যাক্সের হাতে একটা বোতলের ভাঙা অংশ, রক্তমাখা। স্থির, নিষ্কম্প দাঁড়িয়ে আছে সে। চোখে ধিকিধিকি ঘৃণার আগুন।

রাত নামছে গানথারের চোখে। আবার কাচ ভাঙার শব্দ শুনলো সে। আস্তে আস্তে জোরালো হচ্ছে আওয়াজটা। ওর সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রাস করলো সেই শব্দ। চোখের সামনে ধীরে ধীরে বিশাল হয়ে উঠলো ম্যাক্সের ছোটখাট শরীর। বড় হতে হতে এক সময় ঢেকে ফেললো ওকে। শব্দটা থেমে গেল। অন্ধকারের বিশাল কালো পর্দা চিরতরে ঢেকে দিলো ওর সমস্ত চেতনা।

হাত থেকে বোতলের ভাঙা টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো

ম্যাক্স। প্রচণ্ড অবসাদ এসে ভর করতে চাইছে শরীরে। ও প্রতিশোধ নিয়েছে।

পেড্রোর লাশের কাছে ফিরে গেল ও। যেন ঘুমিয়ে আছে সে। বুকের ভেতরে কেমন যেন করে উঠলো ম্যাক্সের। খুঁজেপেতে পেড্রোর কোল্টটা তার হোলস্টারে রেখে দিলো। নিজের স্পেন-সারটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

হার্নান্দোর খোঁজে এদিক-ওদিক তাকালো ম্যাক্স। কাউকে দেখতে না পেয়ে অবাক হলো।

আগের মতোই আছে বাতাসের বেগ। মনে হচ্ছে আরো ধসে পড়েছে বাড়িঘরগুলো। ক্লান্তিতে হাঁটু ভাঁজ হয়ে আসতে চাইছে, তবু আশেপাশের ঘরগুলোয় মেক্সিকানদের খোঁজ করলো ম্যাক্স। নিজেকে অসম্ভব রিক্ত, নিঃস্ব, একাকী লাগছে ওর।

প্রায় টলতে টলতে সিনথিয়ার কাছে ফিরে চললো ম্যাক্স। সেলুনের ব্যাটউইং ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। নিঃশব্দে হার্নান্দোর রাইফেলের নল এসে ঠেকলো ওর বুকে। অস্থির, ফ্যাঁসফেঁসে শোনালো হার্নান্দোর গলা, 'পেড্রো, পেড্রো কোথায়? ওকে মেরে ফেলেছো তুমি?'

'আমি নই, গানথার,' ক্লান্ত স্বরে উত্তর দিলো ম্যাক্স। রাইফেল উপেক্ষা করেই সামনে বাড়লো। হার্নান্দো গুলি করলেও এখন যেন কিছু এসে যায় না ওর।

তাড়াতাড়ি কিছুটা পিছু হটলো হার্নান্দো। 'সেই ইয়াংকি, যার সাথে পালিয়েছো তুমি?'

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়লো ম্যাক্স। খেয়াল করলো, হার্নান্দোর ঠিক

পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে সিনথিয়া। বললো, 'আমার হাতে মারা গেছে গানথার। পেড্রোর জন্যে কিছুই করা সম্ভব ছিলো না আমার পক্ষে।'

'আমার হাতে মারা যাওয়া লোকের তালিকায় আরেকটা নাম যোগ করতে যাচ্ছি, সিনর,' ধীরস্থির ঠাণ্ডা গলায় জানালো হার্নান্দো, 'টাকাস-এ তোমাকে খুন করতে না দিয়ে চরম ভুল করেছিল পেড্রো। জীবন দিয়ে সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছে সে।'

'হ্যাঁ, সুদে-আসলে, পুরোপুরি।'

'এবারে তোমার ঋণ শোধের পালা, সিনর,' ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়লো হার্নান্দোর, 'এখনি পেড্রোর সাথে দেখা হবে তোমার। আমার কথা জানিও তাকে। ব'লো, তার ইচ্ছে আমি পূরণ করেছি।'

'মৃত্যুর সাথে মৃত্যু মিলবে, রক্তের সাথে রক্ত,' কেমন যেন উদাস শোনালো ম্যাক্সের গলা। কিছুতেই যেন আর কিছু এসে যায় না ওর।

উত্তেজিত, হিংস্র একটুকরো হাসি হার্নান্দোর মুখে। হঠাৎ ভয়ানক চমকে উঠলো সে। বিস্ফারিত হয়ে উঠলো চোখজোড়া। প্রচণ্ড যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠলো সারা মুখে।

হাত থেকে রাইফেল খসে পড়লো তার। ঘুরে কি যেন দেখতে চাইলো। তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ওর শোল্ডার ব্লেডের ঠিক মাঝখানে আমূল বিঁধে আছে ম্যাক্সের ডাক্তারী ছুরিটা।

অবাক চোখে সিনথিয়ার দিকে তাকালো ম্যাক্স। রক্তশূন্য

ফ্যাকাসে চেহারা, মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত। ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে আছে পড়ে থাকা লাশের দিকে।

কথা বললো সিনথিয়া। কর্কশ ফ্যাসফেসে কণ্ঠস্বর। 'ও-ই খুন করেছিল বাবাকে। প্রতিশোধ নিলাম।'

নিচু হয়ে হার্নান্দোর পিঠ থেকে ছুরিটা টেনে বের করলো ম্যাক্স। লাশের গায়ে মুছে নিয়ে রেখে দিলো ব্যাগে।

'আগে কোনদিন কাউকে খুন করিনি,' একঘেয়ে অলস কণ্ঠে বলে গেল সিনথিয়া। এখনো হাতদু'টো মুঠি পাকানো। 'কোনদিন পারবো তাও ভাবিনি। এখন দেখছি খুব সোজা, খুব সোজা।' শেষের দিকে টানটান খুশি খুশি হয়ে উঠলো ওর গলা। কেমন অপ্রকৃতিস্থ দেখালো ওকে।

'ঠিক বলেছো।' মনের গহীনে কোথায় যেন ঘণ্টা বেজে উঠলো ম্যাক্সের। অতীত স্মৃতিগুলো একটার পর একটা দ্রুত উঠে আসছে স্মৃতি পটে। মনে হচ্ছে শবযাত্রায় যোগ দিয়েছে ও। কণ্ঠ গাঢ় হয়ে এলো, 'সত্যিই সোজা, খুব সোজা।'

দু'হাতে মুখ ঢাকলো সিনথিয়া। আঙুল দিয়ে চোখ ডলছে। যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠতে চাইছে সে।

'মৃত্যু আর রক্ত তোমার নিত্যসঙ্গী,' কান্নাভেজা হাহাকারের মতো শোনালো কথাগুলো। 'যদি তোমার সাথে জড়াই নিজেকে, আমাকে অভ্যস্ত হতে হবে ওসবে। আমি তো তা চাই না।'

হাসলো ম্যাক্স। কান্না ঝরে পড়লো সে হাসিতে। 'আমিও কি সেটা চাই? আমি তো একজন ডাক্তার। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাই আমার কাজ। আমি তো খুনী নই।'

'তুমি দু'টোই।' চোখের কোণে মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু দেখা দিলো সিনথিয়ার। একটুক্ষণ স্থির থাকলো, তারপর টুপ্‌, করে গড়িয়ে পড়লো নিচে। 'তোমার ইচ্ছে না থাকলেও দু'টোই হতে হবে তোমাকে। কিন্তু আমি, আমি…' ফুঁপিয়ে উঠলো সে।

ব্যাগ আর ঘোড়াদু'টো নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ম্যাক্স। মেঘ জমেছে। যে-কোনো মুহূর্তে মুক্তো ঝরাবে আকাশ। অনেক কমে গেছে বাতাসের বেগ।

সিনথিয়াকে একটা ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে অন্যটাতে নিজে উঠে বসলো ম্যাক্স। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো শহর ছেড়ে। নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে ওরা। জানে বলার মতো কথা নেই আর।

দ্বিতীয় দিনে টাকাস-এর কাছাকাছি পৌঁছুলো। ভাগ্যক্রমে স্টেজ কোচ পাওয়া গেল একটা। সেদিনই রওনা হবে পাইড্রাস ব্লাকাসের উদ্দেশে।

'এখন কি করবে?' জিজ্ঞেস করলো ম্যাক্স।

'বাড়িটা আছে এখনো,' ম্লান হাসলো সিনথিয়া, 'কিছু টাকা পয়সাও আছে। আমার জন্যে ভেবো না। ঠিকই চালিয়ে নিতে পারবো। হয়তো তুমিও ফিরে আসবে একদিন।'

'হয়তো।'

আর কিছু বললো না দু'জন।

সন্ধ্যা নামছে। দিগন্ত ভেসে যাচ্ছে সোনালি আলোয়। থমকে গেছে যেন প্রকৃতি।

রওনা হয়েছে স্টেজকোচ। দূরে সরে যাচ্ছে সিনথিয়া। আস্তে আস্তে ছোট হয়ে এলো ওর অবয়ব। মিলিয়ে গেল এক সময়।

বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ম্যাক্সের। ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হলো একদিকে। কোন দিকে নিজেও জানে না। জানে, নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেছে ওর। রক্ত আর মৃত্যু নিয়ে কাটবে দিনগুলো, বিষ-কাঁটা বুকে নিয়ে রাত।

কোত্থেকে একখণ্ড মেঘ এসে জমলো আকাশে। দুঃখগুলো কান্না হয়ে ঝরলো। হাহাকার করে উঠলো মাতাল বাতাস।

—: শেষ :—

আলোচনা

[এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, নিজের কোনো রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক (jokes) ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্টকার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে—দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না।

কা, আ, হোসেন।]

মোঃ শামসুল আলম (উল্কা) ও সুমন (কুয়াশা)
'উল্কা কটেজ,' নিউ মার্কেট, পঞ্চগড়-১।

সদ্য প্রকাশিত মাসুদ রানার মরণকামড়-১ পড়লাম। যতটা ভাল লাগার কথা ততটা ভাল লাগেনি। তবে আসাদুজ্জামানের প্রচ্ছদ ভাল লেগেছে।

অনেক দিন যাবত 'সেবা প্রকাশনী' থেকে শিকার কাহিনী বেরুচ্ছে না। আশা করবো শিকার কাহিনী সেবা থেকে আবার বেরুবে।

ঊর্মি রহমানের খবর কি? ইদানীং তাঁর লেখা কোন বই বেরুচ্ছে না কেন?

* মরণকামড়-২ কেমন লাগলো জানাবেন। একটা শিকার

কাহিনী শীঘ্রি আসছে। উর্মি রহমান বিদেশে—সম্ভবত সময় পাচ্ছেন না লেখার।

MUFAKKAR-ABDULLAH-AL
18-20/31, SOLLINGER GASSE, A-1190 VIENNA
AUSTRIA.

ভিয়েনা-প্রাগ হাইওয়ে ধরে ছুটে চলছে আমাদের Turist Bus. এইমাত্র বর্ডার ক্রস করে চেক সীমানায় প্রবেশ করেছি। মাঝে মাঝে দু একটি গ্রাম চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ঘরবাড়ি ট্রাক্টর সব তুষারে ঢাকা। ভিয়েনা থেকে যাত্রা শুরুর পর শুধু এই শ্বেতশুভ্র বরফের বিস্তৃতি দেখতে দেখতে চোখ কেমন যেন করছে। হ্যাণ্ড-ব্যাগ খুলে বের করলাম বন্ধুবর শিবলীর দেওয়া 'আলেয়ার পিছে'। ৮৫-র অক্টোবরে দেশ ছাড়ার পর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেবার বই পড়ার সুযোগ হয়নি। কাজ এবং পড়াশুনা এ দুটোর চাপে শ্বাস ফেলার সময় পাই না ভিয়েনাতে। শীতের ছুটি কাটাতে চেক বন্ধু Bobek এর আমন্ত্রণে 'এগেল' যাচ্ছি। বইটা পড়তে শুরু করে কখন যে টেক্সাসে এরফানের পাশে চলে গেছি নিজেও জানি না। পাশে বসা ইউগোস্লাভিস মেয়ে সুমির কণ্ঠে জার্মানে 'ইনসুলিগুঙ-বিতে' (Excuse me) শুনে ইউরোপে ফিরলাম। লাল কটাচুলের মেয়ে। ভিয়েনা থেকে যাত্রাপ্রারম্ভে 'শুভ সকাল', 'কেমন আছ', 'কোথায় যাবে' পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে ক্ষান্ত দিয়ে ছিলাম, কারণ লালচুলের মেয়ে আমার একদম অপছন্দ। তার উশখুস-এর কারণ ঘটিয়েছে 'আলেয়ার পিছে'র প্রচ্ছদ। এই পূর্বইউরোপীয় মেয়েরা প্রশ্ন শুরু করলে আর থামে না। প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে কি গল্প, কেমন গল্প, শেষ পর্যন্ত জার্মানে কিছুটা অনুবাদ করে শুনাতে হল। গল্প শুনে

লালচুলের ফ্রেমে নীল চোখদুটি শুধু একটু একটু করে বড় হতে দেখলাম। এগেল আসতে আসতে আমার লাল অপ্রীতিকে উপেক্ষা করে কখন যে আমার গাল ও লাল করে দিয়েছে টেরই পাইনি। প্রচ্ছদ ও গল্প অপূর্ব, সত্যিই অপূর্ব। 'এগেলে' বন্ধু পরিবারের সাথে ডিনারের পর বাংলাদেশ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে একপর্যায়ে ভাষা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে হল। 'ববকার', বোন, 'চেসিস্ক', বাংলাভাষা থেকে কিছুটা পড়তে অনুরোধ করলে পড়ে শুনালাম কয়েকটা লাইন 'আলেয়ার পিছে' থেকে। শুনে ওরা বলল : না, তোমাদের ভাষাটা বেশ মিষ্টি তো!

✻ আপনার চিঠিটি ভাল লাগলো।

ক্যাডেট আসাদ, ক্যাডেট নং-১৫৯৮, শহীদুল্লাহ ভবন,
ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ, চট্টগ্রাম।

আমি সেবার একজন নিয়মিত পাঠক না হলেও 'টারজান', 'ওয়েস্টার্ন', বিশেষ করে কাজি মাহবুব হোসেনের 'মানুষ শিকার' এবং এরিক মারিয়া রেমার্ক-এর 'অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। এ-বইটি পড়ার সময় আমার মনে হয়েছে যুদ্ধের ভয়াবহতা পল বোমারের মত ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে-না এবং মানুষ স্রষ্টার দেয়া বিবেকের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

সেবার সহিত জড়িত সকল লেখক, প্রচ্ছদ শিল্পী ও কর্মকর্তাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

✻ তোমার প্রতি রইলো আমাদের সবার দোয়া।

শফিক
হাতিরপুল, ধানমণ্ডি, ঢাকা-৫।

সেবার নতুন বই ৩-১-৮৭ইং তারিখে প্রকাশিত হবে ঘোষণা

করে ২৬-১-৮৭ইং তারিখে এবং আরও একটি বই ১৭-১ ঘোষণা করে ২৪-১ তারিখে প্রকাশিত হল কেন? এর আগে আরও দু'একটি বইয়ের বেলায়ও এরূপ ঘটেছিল। একটি বইয়ের নাম ঘোষণা করে অন্য একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। এ ব্যাপারে কোন কৈফিয়তও দেননি। 'মাইকেল স্ট্রগফ' বইয়ের ব্যাপারটি ছাড়া। ১৩-২৪ তারিখ পর্যন্ত আমি খুবই চিন্তিত ছিলাম। কারণ সেবা প্রকাশনী অফিসে কোন অঘটন ঘটেছে কিনা এ ব্যাপারে খবরের কাগজেও কিছু দেখিনি।

* বাঁধাই কর্মীরা ধর্মঘট করেছিলেন। ঢাকা থেকে ঐ সময়ে কোন বই বের হয়নি। সেজন্যেই তারিখ মতো বই বের করা সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে। বিশৃঙ্খলার কারণেই কয়েকটি বইয়ের প্রকাশনা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আগে-পরে হয়ে গেল—সেজন্যে আমরা দুঃখিত। আমাদের জন্যে আপনার চিন্তা হয়েছিল জেনে কৃতজ্ঞ বোধ করছি। ধন্যবাদ।

তৌহিদুল ইসলাম রাজু
পোঃ খলিলগঞ্জ, জেলা : কুড়িগ্রাম।

সদ্য প্রকাশিত কিশোর ক্লাসিক 'ম্যান ইন দ্য আয়রণ মাস্ক' পড়লাম। বইটি এক কথায় অপূর্ব। তবে দুঃখ পেয়েছি একান্ত অনুগত ডি আরতান্যাঁর মৃত্যুতে—তাকে আর অন্য কোন বইতে দেখা যাবে না। বইটি উপহার দেওয়ার জন্য অনুবাদক নিয়াজ মোরশেদকে আমার অভিনন্দন জানাবেন। আমরা চাই, দ্যুমা'র অন্যান্য উপন্যাসগুলিও সেবা থেকে প্রকাশিত হউক।

সেলিম
৯১, নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর, ঢাকা-৫।

এইমাত্র 'বন্দিনী' শেষ করলাম। খুব খারাপ লাগলো। না-বইটি খারাপ বলছি না। শিউলীর পরিণতির কথা বলছি। এতটা কষ্ট খুব কম বই পড়েই পেয়েছি।

আমরা তো জানি 'অপরাধকে ঘৃণা কর, অপরাধীকে নয়।' শিউলীকে কি বাঁচার সুযোগ দেয়া উচিত ছিল না? ও তো কোনো বড় অপরাধে (যেমন খুন) জড়িত ছিল না। তাছাড়া সে ভালোও হয়ে গিয়েছিল।

'শিউলী আত্মহত্যা করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আবার রেজার ঘরে ফিরে এসেছে। রেজা সাহেব কোনভাবে ওর অপরাধ চাপা দিয়ে দিল।' কাহিনীর সমাপ্তি এরকম বা এর কাছাকাছি হলে ভাল হতো। শুধু শুধু আমাদেরকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ? এমনিতো বাস্তবে কত দুঃখজনক ঘটনা ঘটে, গল্পে যদি একটু সুখ পাই তাতে বাধা দেয়া কি উচিত? মন্তব্য করলে সুখী হব।

* দুনিয়ার সব ট্র্যাজেডিকে কমেডিতে রূপান্তরিত করতে নিশ্চয়ই বলছেন না? শুধু সেবা'র সব বইগুলোকে···নাকি, থাকবে যেটা যেমন আছে? 'বন্দিনী' ভাল লেগেছে জেনে সুখী হলাম।

রিয়াদ কাদেরী
'দারুল ফজল' ৬৬, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

দেরি করে হলেও 'শিকারী' পড়লাম। সুন্দর কাহিনীর জন্য হিফজুর রহমানকে ধন্যবাদ। সুন্দর প্রচ্ছদটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। শরাফত খানকেও ধন্যবাদ।

বেশ কতদিন আগে রহস্য পত্রিকায় দেখলাম 'গালিভারস্ ট্র্যাভেলসের' ছবি। কাহিনীটি আমি আগে পড়েছি, তবুও সেবার 'গালিভারস্ ট্র্যাভেলস' পড়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বইটি বের হল না। বইটির

খবর কি?

* বইটি বেরিয়ে গেছে জানুয়ারীর ৮ তারিখে।

সাজন
ডি-১২/২, আবাসিক এলাকা, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

আচ্ছা, অহেতুক 'আলোচনা বিভাগ'টা বাদ দিলে কেমন হয় ভেবে দেখুন। ভাল লাগল, খারাপ লাগল এটা যে পড়বে তার জন্যেই তো যথেষ্ট। ছাপালে কি লাভ তা বোধগম্য নয়। এটাতে জানার মত কিছু নেই। ওয়েস্টার্ন সিরিজ, কিশোর ক্লাসিক এসব বইগুলোতে চরিত্র পরিচয় আলাদাভাবে দিলে যথেষ্ট উপকৃত হব।

* এই বিভাগটি বাদ দিলে আপনার মতামত প্রকাশ পেত কি করে?

এস. এম. মঈনুল ইসলাম
টি. এন্ড. টি, জয়পুরহাট।

কয়েকদিন পূর্বে কিশোর ক্লাসিকের 'রুপার্ট অভ হেনৎযাউ' ও 'আইভানহো' বই দুটি পড়লাম। সবশেষে পড়লাম কিশোর ক্লাসিকের 'ম্যান ইন দ্য আয়রণ মাস্ক'। ওহ্, বইগুলি খুবই ভাল লেগেছে। বিশেষ করে 'ম্যান ইন দ্য আয়রণ মাস্ক' নিঃসন্দেহে খুবই ভাল একটা বই। আমি এ পর্যন্ত সেবা প্রকাশনীর ৫০টির মত বই পড়েছি। কিন্তু একমাত্র 'টম সয়্যার' ছাড়া কোন বই-ই একবারের বেশি দুইবার পড়িনি। 'ম্যান ইন দ্য আয়রণ মাস্ক' এত ভাল লাগলো যে পর পর তিনবার পড়েও তৃপ্তি মেটেনি। সাবলীল অনুবাদ ও সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য যথাক্রমে জনাব নিয়াজ মোরশেদ ও সিরাজুল হককে অসংখ্য ধন্যবাদ।

* জানিয়ে দিলাম।

সেবা প্রকাশনী

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনো কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানিঅর্ডার যোগে ৫০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা, ক্লাসিক বা অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্যে সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

কিশোর ক্লাসিক-২৫
রবার্ট লুই স্টিভেনসনের অমর সৃষ্টি

ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিস্টার হাইড

রূপান্তর : আসাদুজ্জামান
প্রকাশের তারিখ : ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭
মূল্য : পনের টাকা
বিষয় : কে এই মিস্টার হাইড? রক্তমাংসের সত্যিকার মানুষ সে? —নাকি নরকের অন্ধকার গহ্বর থেকে উঠে আসা মূর্তিমান পিশাচ?

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে। ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস। আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি। ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি। মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয়।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয়। আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই। আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন। আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার।
যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায়। সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত। কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com